বিবাহ-রহস্য

শ্রীরাধানাথ দত্ত চৌধুরী

কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

৭৮।১, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট,

৺কাশীদত্তের বাটী।

কলিকাতা।

সন ১৩৪৩ সাল।

মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

[উৎসর্গ]

দত্ত কারো ভৃত্য নহে শুন মহাশয়।
দাসত্বে ক্ষত্রিয় কভু নাহি রাজি হয়॥
রুষিয়া বল্লাল সেন করিলেন জারি।
মৌলিক হইলে আজি হুকুমে আমারি॥

ভরদ্বাজ গোত্র শূর শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক।
নিষ্ঠাবান্ দানশীল তত্ত্বজ্ঞ আস্তিক॥
বালী-দত্ত হাসি কহে শ্রীপুরুষোত্তম।
অভিনব আজ্ঞা তব বিচার উত্তম॥

মৌলিক করিলে মোরে নাহি তাহে ডরি
নির্ভীক উন্নত শিরে বালী যান ফিরি

বালীর প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্তবংশ চিরপরিচিত ও সুবিখ্যাত। এই বংশে বহু জ্ঞানী, গুণী, সাধু, দাতা, বিদ্বান্, শাস্ত্রজ্ঞ, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, স্বাধীনচেতা ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বংশের গৌরবরক্ষা ও বংশধরগণের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এই বংশে নিয়ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, চিত্র

শিল্পকলা, গীতবাদ্য, ব্যবসায় ও বাণিজ্য ইত্যাদির আলোচনা ও পরিচর্য্যা হইয়া আসিতেছে। এই বংশ, দেব দ্বিজ ও ব্রাহ্মণ-সেবায়, দান ও অতিথিসৎকারে এবং দেব ও পিতৃকার্য্যে সদাই মুক্তহস্ত। এই বংশ নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয় ও শিষ্টাচারে জনসমাজে সুপরিচিত। এই বংশ কলিকাতার কায়স্থসমাজে গোষ্ঠীপতি-রূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। এই বংশ-মুখোজ্জ্বলকারী-দিগের মধ্যে আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺গিরীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী জমিদার মহাশয় একজন অন্যতম ছিলেন।* যিনি হাঠখোলা (নিমতলা) দত্তবংশীয় সুবিখ্যাত ৺রাজেন্দ্র দত্ত চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন।

রবিবর্ম্মার অভ্যুত্থানের ও গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুল স্থাপনের বহুপূর্ব্বে যাঁহার তৈল বিশেষতঃ জল-চিত্রকলার পরাকাষ্ঠা ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলীতে মৌলিক চিত্রসমূহে অধুনাপি একটী জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। যাহা ভারতের প্রাচীন হিন্দু চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ। যিনি "এলবার্ট টেম্পল অব্ সায়েন্স, স্কুল অব্ আর্টস্এর" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত স্কুলের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধনপূর্ব্বক সভাপতিপদে ও জিম্মাদাররূপে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন! যাঁহারা

* ৺গিরীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে ইং ১৯০৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য পংক্তির বঙ্গানুবাদ।

পেন্ এণ্ড ইঙ্ক (কালি কলমে) চিত্রকলার পরাকাষ্ঠা ৺টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে এবং আমাদের পূজনীয় জ্যেষ্ঠ মাতুল ৺প্রতাপচন্দ্র ঘোষ দাস মহাশয়ের 'বঙ্গাধিপপরাজয়' পুস্তকে অধুনাপি বিদ্যমান। যিনি উচ্চ চিত্রকলার প্রচারকল্পে সর্ব্বপ্রথম বাংলায় "চিত্র-বিজ্ঞান" নামক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ চিত্রকলা সরল উপায়ে শিক্ষার পুস্তক প্রকাশ করেন। তদানীন্তন "বেঙ্গলী প্যাঞ্চ্ বসন্তক" পত্রিকায় যাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যঙ্গ লেখনী ও ব্যঙ্গ চিত্রকলার পরাকাষ্ঠা, আদর্শ প্রমাণ। যিনি শৈশবকাল হইতে চিত্রকলাবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। যিনি বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও জ্ঞাতির, এমন কি যাঁহাদের সহিত জীবনে কেবল দুই একবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহাদের কোনরূপ ফটোগ্রাফ্ না থাকায় কেবল স্মৃতিশক্তির সাহায্যে অনুরূপ তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া মৌলিক চিত্রকলা ও ভগবদ্দত্ত ক্ষমতার আদর্শ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল চিত্রকলায় যে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল এমত নহে, বহিঃকর্ম্মক্ষেত্রে ৺শিশিরকুমার ঘোষ, ৺কৃষ্ণদাস পাল, ৺রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়দিগের সমসাময়িক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। যিনি ইণ্ডিয়ান লীগের সভ্যরূপে উহার উন্নতির সহায়তা করিয়া ছিলেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বহুবার নির্ব্বাচিত সভ্যরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচিত স্বায়ত্তশাসন (Elective Self-government)

প্রচলনে কঠোর পরিশ্রমপূর্ব্বক প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন যিনি ৺টেকচাঁদ ঠাকুরের পরেই ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপন্যাস-লেখক বলিয়া প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি লাভের বহুপূর্ব্বে 'মাধবমোহিনী', 'চন্দ্ররোহিণী' ও 'হীরালাল' নামক তিনখানি সামাজিক উপন্যাস ও নাটক গজপতি রায়ের বেনামায় প্রকাশ-পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। "রহস্য-সন্দর্ভের" সহিত ৺ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংস্রব ত্যাগের পর যিনি সম্পাদকরূপে শেষ কয় বৎসর দক্ষতার সহিত তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। মদীয় কর্ম্মসংযোগে, যাঁহার অনুগ্রহে এই মহদ্‌বংশে দুর্লভ মনুষ্যজন্মলাভপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যিনিই আমার এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের মূল কারণ। যিনি আমার পারলৌকিক জীবনের এক-মাত্র শুভদাতা। সেই পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রীচরণে মহাজন অবলম্বিত পথ অনুসরণপূর্ব্বক ভক্তিপুষ্পস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তক নিবেদন করিলাম।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

ভবদীয় (অকৃতি কনিষ্ঠ পুত্র)।
শ্রীরাধানাথ দত্ত।

পিতৃদেব ৺গিরীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের প্রতিকৃতি

ভূমিকা

আজকাল শিক্ষিত ছাত্রদিগের ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মুখে এই প্রকারের বাক্য প্রায় শ্রুতিগোচর হয় যে—

"Marriage is a mere contract and Religion is a matter of sentiment." বিবাহ একটী আইনের বন্ধন বা চুক্তিমাত্র এবং ধর্ম্ম একরূপ ভাবপ্রবণতা বা এক প্রকার মনোবৃত্তির উচ্ছ্বাস মাত্র।

ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা, ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপ ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা; এই ভাব ও মনোবৃত্তির বিকাশ সর্ব্বত্রই প্রায় জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। দেশে এমন একটী আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতেছে যে, যাহার পরিণাম কিরূপ বীভৎস ও ক্ষতিকর হইবে তাহা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে।

স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া হিন্দুজাতির আজ মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। পরাধীনতার নিগড়ে ও দরিদ্রতার নিষ্পেষণে হিন্দুজাতি আজ সর্ব্ববিষয়ে নিঃস্ব হইয়া তাহার জীবনীশক্তিহ্রাসের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। দেশে ও সমাজের বুকে তাই নিত্য যে নব নব ঘাতপ্রতিঘাত আসিয়া পড়িতেছে, তাহার পেষণে জাতি আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া—ন্যায়, অন্যায়, ভাল, মন্দ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয় নির্দ্ধারণের ক্ষমতা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই

আজ ধর্ম্মের নাম দিয়া, অধর্ম্ম, হীনতা, কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা; স্বাধীনতার নাম দিয়া স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা; সভ্যতার নাম দিয়া বিলাসিতা ও স্ত্রীপুরুষের অবৈধ মেলামেশার মোহে হিন্দুজাতি আজ গভীর, কূলকিনারাহীন সমুদ্রবক্ষে এক বৃহৎ জড় স্পন্দনহীন কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিতেছে।

ইহার কারণ মনে হয় আর কিছুই নহে, ধর্ম্ম ও নীতি-বিহীন এবং বিরুদ্ধ শিক্ষা, দরিদ্রতা, সর্ব্ববিষয়ে বিচারবিহীন বিদেশী অনুকরণপ্রিয়তা, আপাতমধুর ভোগলিপ্সা, স্বাস্থ্যের হীনতা ও হিন্দুশাস্ত্রে যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, অভিজ্ঞান ও কর্ম্মরূপ যে অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, তাহার অজ্ঞানতা; এই সমুদায় একত্রীভূত হইয়া বাঙ্গালার গৌরব যুবকবৃন্দকে এমনই অভিভূত করিয়াছে যে, তাহারা আজ মান, মর্য্যাদা ও আত্মসম্মান ভুলিয়া হিন্দুর মহান্ আদর্শ ও নিজস্ব বিশিষ্টতা পদদলিত করিয়া এক অভিনব মোহে মুগ্ধ হইয়া বিদেশী চাঁচে সমাজ ও জাতিগঠনে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই যে অজর অমর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞান বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত, ন্যায়, বিচার ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত ও সমর্থিত; তাহার উপর বাহ্যা-ভ্যন্তরীণ ঘাতপ্রতিঘাত যতই আসিয়া পড়ুক না কেন, আগন্তুক জলদাবৃত জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য যেরূপ ক্ষণিক ম্লান ও আভাহীন পরিদৃশ্যমান হয়, সেইরূপ ইহা ক্ষণকালের জন্য আংশিক দৃষ্টির অগোচর হইলেও উহাকে, পঙ্গু বা ধ্বংস করিতে কেহ পারে নাই ও পারিবে না; ইহা ধ্রুব সত্য জানিও। সময়, কাল ও

যুগধর্ম্মানুসারে ইহার যেটুকু পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক, তাহা হইতেছে ও হইবে, এ জলতরঙ্গ কেহই রোধ করিতে সমর্থ নহে। তাহা বলিয়া ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া অসৎ, অন্যায় ও অধর্ম্মের পথে অন্ধের মত অগ্রসর হইতেছ কেন? দাঁড়াও, স্থির হও, ভাব, বিচার করিয়া দেখ—তুমি কি ছিলে, কি হইয়াছ ও কি হইবে?

জাতির আশা ভরসা, সর্ব্ববিধ আন্দোলনের অগ্রদূত হে ছাত্রবৃন্দ! আর কতকাল মহানিদ্রাভিভূত থাকিবে? জাগ, উঠ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার চাহিয়া দেখ; যাহা কুত্রাপি শ্রুতিগোচর বা দৃষ্টিগোচর হয় না, একমাত্র ভারতের বিশিষ্টতা ও নিজস্ব সেই চিরগৌরব-মুকুট—অমূল্যরত্ন পাতিব্রত্য ধর্ম্ম, তোমার চির-উন্নত শির হইতে খসিয়া পড়িতেছে। আর তুমি কিনা—জড়, মূক ও বধিরের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে কেবল দেখিতেছ যে তাহা নহে; উহার উদ্ধার ও স্বস্থানে স্থাপন করা দূরে থাকুক; বিদেশী সভ্যতা আপাতমধুর, ক্ষণিক উন্মাদনাবর্দ্ধক, সত্ত্বাবিহীন, বাহ্য চাকচিক্যে পরিপূর্ণ; নানা উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক সর্ব্বদিক্ হইতে অন্তর, বাহ্য ও বহিরন্তঃপুর, তোমার জাতিগত সংস্কার, বিশিষ্টতা; জ্ঞান, বিজ্ঞান, কর্ম্মধারা ও সভ্যতা কি উপায়ে আমূল পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ধ্বংসে পরিণত হয়, তাহাই গ্রাস করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে; আর তুমি কিনা সেই সভ্যতার অনুকূলে, আপন ভুলিয়া দিশেহারা হইয়া, পাগলের মত আত্মঘাতী

হইবার নিমিত্ত, সহায়তা করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছ !

বাস্তবপ্রধান প্রতীচী জগতের মহাসমুদ্রে যে ভীষণ তুফান উঠিয়াছে, তাহার তরঙ্গ আধ্যাত্মিক উন্নত প্রাচ্য উদার ব্যষ্টি ভারততীরে পৌঁছিয়াছে, ইহা সত্য, সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কূর্ম্মের ন্যায় আত্মসংকোচপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবার উদ্যম না করিয়া ; পরস্পর আদান প্রদানে, নিজ সত্তা ও বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া ; জ্ঞান, বিজ্ঞান, গৌরব ও মহিমায় জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া সেই চ্যুত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লও। যাহা ভারতের অনুকূল, উন্নতির সহায়ক ও গ্রহণোপযোগী, প্রাচী প্রতীচীর সভ্যতার সামঞ্জস্য রাখিয়া, তাহা গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; যাহা হেয়, অসৎ, প্রতিকূল ও গ্রহণের অনুপযোগী, তাহা অবশ্যই ত্যাজ্য।

নির্ম্মল, সুনীল, মুক্ত আকাশে স্বাধীন পাখী আপন মনে যে প্রাণ মাতোয়ারা গান গাহিয়া পূর্ণ সজীবতার ছবি আকাশ-পটে চিত্রিত করিয়া তুলে এবং তার প্রত্যেক ঝঙ্কারে যে মৃত-সঞ্জীবনীর ধারা মুক্ত বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া বিভোর হইয়া আনন্দ উপভোগ করে ; তাহা তাহাতেই শোভা পায়। কিন্তু ঘনঘটাগাঢ়তমসাবৃত অপরিচ্ছন্ন শ্বাসরুদ্ধকারী আবহাওয়ায় (পরিবেষ্টনীর মধ্যে) পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া সকরুণ ক্ষীণকণ্ঠে আপন মরণগীতি গাহিয়া গাহিয়া নিরানন্দে ক্লান্ত হইয়া পিঞ্জর মধ্যেই ঢলিয়া পড়ে মাত্র। কারণ

তাহার ও উহার আবহাওয়া, কাল, ক্ষেত্র, অবস্থা, কর্ম্মধারা ও উপাদান সম্পূর্ণ বিপরীত ও পৃথক্।

একদিন যে মহৎ শ্রেষ্ঠোপাদানে গঠিত হইয়া স্বরাজ্য লাভপূর্ব্বক জ্ঞান, বিজ্ঞান, আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির মহিমা ও গৌরবালোকে জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলে, সেই উপাদান তোমারই অমূল্য শাস্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে; ইহা ধ্রুব সত্য। অভিজ্ঞ ডুবুরীর ন্যায় শাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিলেই মুক্তারূপ অমৃততত্ত্ব লাভে সমর্থ হইবে। এবিষয়ে শাস্ত্রই তোমার সহায়তা করিবে, শাস্ত্রই তোমার চক্ষু স্বরূপ নিশ্চয়ই জানিও। চাতুর্ব্বর্ণ্য আশ্রমধর্ম্মের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ, ইহার উপর নির্ভর করিয়া আর আর আশ্রমগুলি উন্নতিলাভ করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভই হিন্দুজীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীই গার্হস্থ্যাশ্রমেই লাভ হইয়া থাকে। এই গার্হস্থ্যাশ্রমই দাম্পত্য প্রেমের পবিত্র বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহকাল ও পরকালের অপরিছিন্ন মধুর বন্ধনরূপ হিন্দুর বিবাহই যে ইহার মূলভিত্তি তাহা বলা বাহুল্য। এই গার্হস্থ্যাশ্রমই যে মোক্ষলাভের প্রধান সহায়ক তাহার আর ভুল নাই।

এই গার্হস্থ্যজীবন কি? তাহার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? প্রকৃত ভার্য্যার লক্ষণ কি? আদর্শ হিন্দুরমণীর স্বরূপ ব্যবহার ও শাশ্বতধর্ম্ম কি? পারিবারিক পরস্পর সম্পর্ক ও কর্ত্তব্যাদি কি?

উৎপত্তি সম্ভোগ বিষয়, অসবর্ণ ও বর্ণসঙ্করের বিষয় এবং বহু জানিবার, শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় এই "বিবাহ-রহস্য" পুস্তক পাঠ করিলে অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা।

যাঁহাদের অবকাশ স্বল্প বা ধৈর্য্যের স্বল্পতাপ্রযুক্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও শাস্ত্রের অসীমতা ও আয়ুর অল্পতা হেতু ভয়ে পশ্চাৎপদ হন, তাঁহাদের নিমিত্ত মহাভারতকে মূল ভিত্তি করিয়া হিন্দুর বিবাহিত জীবনে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক এই "ভারত পয়োনিধির প্রথম ধারা বিবাহ-রহস্যে" একত্রী-ভূত করিয়া তাঁহাদের সময় ও পরিশ্রমের লাঘব এবং পাঠের সহায়তা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক অল্প ধৈর্য্যসহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিলে আমার অক্লান্ত পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ করিব। এক্ষণে "বিবাহ একটী আইনের বন্ধন বা চুক্তি মাত্র" এইরূপ উক্তি যে কতদূর ভ্রম ও প্রমাদপূর্ণ তাহাই প্রমাণার্থে ইহা প্রকাশ করিলাম। এবং "ধর্ম্ম একরূপ ভাবপ্রবণতা বা মনোবৃত্তির উচ্ছ্বাস" তাহাও যে কতদূর অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিপূর্ণ তাহাও ভবিষ্যতে "ভারত পয়োনিধি" ধারাবাহিক প্রকাশপূর্ব্বক প্রমাণ করিবার বাসনা রহিল।

উপসংহারে আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবের চিকিৎসা-কালীন মাননীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম আলাপ। এই সূত্রে নিয়ত তাঁহার সংসর্গে আসিতে হওয়ায়, উহা অতি ঘনিষ্ঠতায় পরিণত

হয়। মাননীয় কবিরাজ মহাশয়ের সরল ও সাধু প্রকৃতি, মধুর, সাত্বিক ও অমায়িক ব্যবহার এবং কবিরাজী ও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে এতই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম যে, তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনিও আমায় পুত্রের ন্যায় স্নেহচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এই সাধুসঙ্গমই আমার জীবনের গতি ও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। তাঁহারই প্রেরণায় ও প্রসাদে এই পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইলাম। তাই আজ অষ্টাঙ্গ-হৃদয়াদি বহু গ্রন্থের অনুবাদক, নাড়ীজ্ঞানদীধিতি, শারীরবিজ্ঞান ও তাত্বিক রহস্য এবং অধুনা চশমার সাহায্য ব্যতিরেকে তিরাশী বৎসর বয়সে "কৈবল্য-রহস্য" প্রণেতা সেই বৃদ্ধ, জ্ঞানী, যোগী ও কর্ম্মী মাননীয় কবিরাজ মহাশয়কে আমার আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবৎসমীপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ নিরাময়তা ও শতবর্ষ আয়ুঃকামনা করি। তাঁহারই আশীর্ব্বাদে এই পুস্তক যেন জনসাধারণের নিকট সমাদৃত হয়। আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা পূজনীয় যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব অবৈতনিক গ্রন্থাধ্যক্ষ, সাহিত্য-সভার ভূতপূর্ব্ব অবৈতনিক সহযোগী সম্পাদক, সাহিত্য-সংহিতা সম্পাদক ও বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা এবং "জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক—এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব জ্ঞানী, সাধু ও সদাশয় ব্যক্তিসমূহের

প্রতি দোষ ও গুণের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এই পুস্তকের পরিশিষ্ট খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

৭৮।১ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট,
৺কাশীদত্তের বাটী।
কলিকাতা।
সন ১৩৪৩ সাল

শ্রীরাধানাথ দত্ত চৌধুরী।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বিবাহ রহস্য।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর!

বিবাহ বিধি স্থাপনের পূর্ব্বাবস্থা।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১২২ অধ্যায়।

কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুরাজের উক্তি ঃ—পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। তির্য্যগ্‌যোনিগত কাম দ্বেষ বিবর্জ্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি ঐ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই প্রামাণিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। উত্তর কুরুতে অদ্যাপি এই

ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। এই অঙ্গনা কুলের নিত্যধর্ম্ম যে নিমিত্ত এই দেশে রহিত হইয়াছে তদ্‌বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

বিবাহ নিয়ম স্থাপন বা উৎপত্তি।

পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়াছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আইস আমরা যাই"। ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস! ক্রোধ করিওনা; ইহা নিত্যধর্ম্ম, গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ স্বজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্ম লিপ্ত হয় না।

ঋষি পুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্য মধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কে ভ্রূণ হত্যা সদৃশ ঘোরতর পাপ-পঙ্কে লিপ্ত

হইতে হইবে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে তাহারও ঐ পাপ হইবে।

বিবাহ বিধি স্থাপনান্তর বিশেষ বিধি স্থাপন।

আদিপর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০৪ অধ্যায়।

উতথ্য তনয় দীর্ঘতমা বৃহস্পতির শাপ প্রভাবে জন্মান্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রদ্বেষী নাম্নী এক পরম রূপ-লাবণ্যবতী যুবতী ব্রাহ্মণ তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘতমাকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, আশ্রমের মহর্ষিরা তাঁহার সহবাস পরিত্যাগ মানসে আর তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ বা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করিতেন না। এবং তাঁহার পত্নীও এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর ও শুশ্রূষা দ্বারা তদীয় সন্তোষ বর্দ্ধন করিতেন না। দীর্ঘতমা পত্নীর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অভক্তি দর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছ। প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়া তাঁহাকে ভর্ত্তা ও পতি বলিয়া থাকে। তুমি জন্মান্ধ, তাহার কিছুই করিতে পার না। অতএব অতঃপর আমি তোমাদিগের আর ভার বহন করিতে

পারিব না। মহর্ষি পত্নীর বাক্য শ্রবণান্তর ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, এই অর্থ গ্রহণ কর। বলবতী অর্থ স্পৃহা নিবন্ধন তোমাকে ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। প্রদ্বেষী কহিলেন, দুঃখের নিদানভূত তৎপ্রদত্ত ধনে আমার অভিলাষ নাই ; তোমার যেমন অভিরুচি হয় কর। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার ও তোমার সন্তানবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিব না। দীর্ঘতমা পত্নীর সগর্ব্ব বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে, স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই পতিতা হইবেন, সন্দেহ নাই। আর পতি বিহীনা নারীগণের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। বিষয় ভোগ করিলে অকীর্ত্তি ও পরীবাদের পরিসীমা থাকিবে না"।

দ্বাপর যুগ হইতে সন্তান উৎপত্তিতে মৈথুন ধর্ম্মের অত্যাবশ্যকতা।

শান্তি পর্ব্ব, (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২০৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—ঐ সময় স্ত্রীসংসর্গের আবশ্যক ছিল না। ইচ্ছা করিলেই লোকে সন্তান উৎপাদন

করিতে পারিত। ঐ সময়ের নাম সত্যযুগ। সত্যযুগের পর ত্রেতা যুগেও স্ত্রীসংসর্গের প্রথা প্রচলিত ছিল না, তৎকালে কামিনীগণকে স্পর্শ করিলেই তাহাদের গর্ব্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। দ্বাপর যুগ হইতেই মৈথুন ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১২০, ১২২ অধ্যায়।

কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুরাজের উক্তি ঃ—স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, ঔরস পুত্র অপেক্ষা প্রণীত পুত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মফলদ। হে কুন্তি! আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ; অতএব তোমাকে তুল্য জাতি বা শ্রেষ্ঠ জাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি। বেদবিৎ মহাত্মারা কহিয়া গিয়াছেন যে, ভর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব আমার আজ্ঞা তোমার অবশ্য গ্রহণীয়।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১২৩ অধ্যায়।

রাজা পাণ্ডুর প্রতি কুন্তীর উক্তি ঃ—শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবারের অধিক কোন ক্রমেই পুরুষান্তর সংসর্গ করিতে পারে না কিন্তু তিনবার পর্য্যন্ত পর পুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে। যে নারী চারিবার পর পুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিণী কহে। পাঁচবার উক্ত প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যাপদ বাচ্য হইয়া থাকে।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৮৩ অধ্যায়।

শুক্রাচার্য্যের প্রতি রাজা যযাতির উক্তি ঃ—ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, যে পুরুষ ঋতুরক্ষার্থিনী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তদীয় ঋতু রক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হয়।

পাণিগ্রহণ ভার্য্যাত্ব সম্পাদক ক্রিয়ার অঙ্গ।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান) ৭৪ অধ্যায়।

শকুন্তলার প্রতি রাজা দুষ্মন্তের উক্তি ঃ—যেহেতু পতি, ভার্য্যাকে ইহলোকে ও পরলোকে সহায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই লোকে পাণিগ্রহণ অভিলাষ করেন।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৮১ অধ্যায়।

রাজা যযাতির প্রতি দেবযানীর উক্তি ঃ—মহারাজ! পাণিগ্রহণ করিলেই বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে ঐ প্রথা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন যৎকালে আমি অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলাম, তখন আপনিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে এত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছি।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—বিবাহকালে বর, কন্যা ও কন্যার বন্ধু বান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

বিবাহের প্রকৃত লক্ষণ।

সপ্তপদী গমনই ভার্য্যাত্ব সম্পাদক কার্য্যের সমাপ্তি।

দ্রোণ পর্ব্ব (অভিমন্যুবধ পর্ব্ব) ৫৫ অধ্যায়।

মহর্ষি পর্ব্বতের প্রতি নারদের উক্তিঃ—ইনি আমারই ভার্য্যা এইরূপ জ্ঞান, এইরূপ বাক্য ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং উদক প্রক্ষেপ পূর্ব্বক দান আর পাণিগ্রহণ মন্ত্র এই কয়েকটী পরিণয়ের লক্ষণ বলিয়া প্রখ্যাত আছে। এই সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইলেই ভার্য্যাত্ব সম্পাদিত হয়, এমত নহে; সপ্তপদী গমনই ভার্য্যাত্ব সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

কয়েক ব্যক্তির প্রতি মহারাজ সত্যবানের উক্তিঃ—ফলতঃ সপ্তপদী গমন হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাকে জল প্রদান পূর্ব্বক কন্যাদান করা যায় এবং যে বিধি পূর্ব্বক কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাহারই ভার্য্যা হয়। ব্রাহ্মণ

অনুকূলা সদৃশ বংশোদ্ভবা অগ্নি সমীপবর্ত্তিনী কন্যাকে সপ্তপদী গমনপূর্ব্বক বিবাহ করিবে।

"স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে"।

ইতি উদ্বাহতত্ত্ব।

বিবাহানন্তর সপ্তপদী গমন দ্বারা রমণী পিতৃগোত্র পরিত্যাগ করিয়া পতি গোত্র প্রাপ্ত হয়। ইহা চতুর্ব্বর্ণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিবাহের আবশ্যকতা।

বন পর্ব্ব (পতিব্রতা মাহাত্ম্য পর্ব্ব) ২৯১ অধ্যায়।

সাবিত্রীর প্রতি তৎপিতা অশ্বপাতির উক্তিঃ—যে পুরুষ বিবাহ না করে, সে নিন্দনীয় হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৯ অধ্যায়।

লোমশের উক্তিঃ—যাহারা দার পরিগ্রহ না করিয়া পরস্ত্রী-সংসর্গে একান্ত আসক্ত হয়, শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোক কখনই তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ১৮২ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তিঃ—যাঁহারা প্রথমে ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মতঃ ধনলাভ করিয়া যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া

যাগানুষ্ঠানের তৎপর হন, তাঁহাদিগের ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই সুখ লাভ হয়।

শল্য পর্ব্ব (গদা যুদ্ধ পর্ব্ব) ৫৩ অধ্যায়।

জনমেঞ্জয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তি ঃ—পূর্ব্বকালে কুণিগর্গ নামে এক তপোবল সম্পন্ন মহাযশা মহর্ষি ছিলেন। তিনি তপোবলে এক পরম রূপবতী মানসী কন্যা সৃষ্টি করেন। মুনিবর মানসী কন্যার পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ পতির অভাবে তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করেন। মুনিবর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে উক্ত মানসী কন্যা নির্জ্জন বনে গমন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে কলেবর শীর্ণ হইয়া ক্রমে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে তিনি পরলোকে গমন করিবার মানসে শরীর পরিত্যাগে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, (বৃদ্ধ কন্যক তীর্থে মহর্ষি কুণিগর্গের মানসী কন্যার প্রতি নারদের উক্তি) "কল্যাণি! দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি অনূঢ়া কন্যার কোন লোকেই গমন করিতে অধিকার নাই। তুমি কেবল তপঃ সঞ্চয়ই করিয়াছ; কিন্তু তথাপি তোমার কোন লোকে গমন করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব কিরূপে পরলোকে যাত্রা করিবে"। তাপসী নারদের বাক্য শ্রবণে ঋষি সমাজে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন আমি

তাঁহাকে স্বীয় তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব। তখন গালবকুমার মহর্ষি শৃঙ্গবান্ কহিলেন, সুন্দরি! যদি তুমি আমার সহবাসে একরাত্রি অতিবাহিত করিতে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি। বৃদ্ধ কন্যা অঙ্গীকার করিলে তখন গালব পুত্র বিধি পূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর রজনী সমাগত হইলে ঐ বৃদ্ধা তাপসী নবযৌবনা কামিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক ঋষিকুমারের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। রজনী প্রভাত হইলে তাপস কুমারী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঋষি পুত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মণ্! আমি আপনার সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলাম তাহা প্রতিপালন করিলাম। এক্ষণে প্রস্থান করি—এই কথা বলিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে, গালব কুমার অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নীর অনুগমন করিলেন।

সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

শল্য পর্ব্ব (গদাযুদ্ধ পর্ব্ব) ৫৫ অধ্যায়।

জন্মেঞ্জয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তি ঃ—এই "দিব্যাশ্রমে কৌমার ব্রহ্মচারিণী" শাণ্ডিল্য দুহিতা স্ত্রীজনের দুষ্কর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০০ অধ্যায়।

দাসরাজের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—আমি ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বন করিব। আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

অনুশাসন পর্ব্ব ১১৯ অধ্যায়।

ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি ঃ—পাণিগ্রহণকালে বেদবাক্য অনুসারে বর ও কন্যাকে তোমারা পরস্পর সমবেত হইয়া এক ধর্ম্ম আচরণ কর বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ; বর ও কন্যাকে যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে অনুজ্ঞা করা হয় ; উহা কি যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বা সন্তান উৎপাদন, অথবা ইন্দ্রিয় সুখসাধন।

অনুশাসন পর্ব্ব ২১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—হে মহারাজ! যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্যের কন্যাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইয়াই তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীপুরুষের সহধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়সুখ সাধন স্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিবাহ কয় প্রকার ও কোন বর্ণের কোন বিবাহ প্রশস্ত।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান) ৭৩ অধ্যায়।

শকুন্তলার প্রতি রাজা দুষ্মন্তের উক্তি :—ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহ নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই সর্ব্ববিধ বিবাহের যথাসম্ভব ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, ও প্রাজাপত্য এই চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মাদি গান্ধর্ব্বান্ত ষট্ প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। রাজাদিগের উক্ত ষট্ প্রকার বিবাহে এবং রাক্ষস বিবাহেও অধিকার আছে। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবল আসুর বিবাহই বিহিত। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, গন্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার বিবাহই ধর্ম্ম এবং অবশিষ্ট রাক্ষস ও আসুর এই দুই প্রকার বিবাহই নিন্দনীয়। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গন্ধর্ব্ব এই তিন প্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না। ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে ; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীই সর্ব্ব-প্রধান। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূদ্রাতে সন্তান উৎপাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রার অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

বিবাহ সংজ্ঞা।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

১। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—কন্যাকর্ত্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্য্যাদা ও কার্য্যের বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ বিবাহকে **ব্রাহ্ম বিবাহ** বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্ম বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ১৮৫ অধ্যায়।

মহর্ষি তার্ক্ষ্যের প্রতি সরস্বতীর উক্তিঃ—যিনি ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যাদান করেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৫৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—ব্রাহ্মবিধান অনুসারে

কন্যা দান করিলে পরজন্মে, উৎকৃষ্ট দাস, দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

২। "যজ্ঞস্থায়ৰ্ত্বিজে দৈবঃ" (ইতি উদ্বাহতত্ত্ব) যজ্ঞেতে বৃত পুরোহিতকে যে কন্যা দান করা হয়, তাহার নাম **দৈব বিবাহ**—যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে লোমপাদ রাজা কর্ত্তৃক শান্তানাম্নী কন্যা সম্প্রদান।

অনুশাসন পৰ্ব্ব ৪৫ অধ্যায়।

৩। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—বরের নিকট গো-মিথুন রূপ শুল্কগ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যা ও ঐ গোমিথুন প্রদান করাই **আর্য বিবাহের** নিয়ম।

অনুশাসন পৰ্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

৪। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—বরকে ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যাপ্রদান করিলে, উক্ত বিবাহ **প্রাজাপত্য বিবাহ** বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত।

অনুশাসন পৰ্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

৫। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—বর অধিক সংখ্যক ধন দ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারবর্গকে লোভ প্রদর্শন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে **আসুর বিবাহ** কহে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

৬। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে **গান্ধর্ব্ব বিবাহ** বলা যায়।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান পর্ব্ব) ৭৩ অধ্যায়।

শকুন্তলার প্রতি কণ্ব মুনির উক্তিঃ—সকামাস্ত্রীর সহিত সকাম পুরুষের নির্জ্জনে যে বিবাহ হয়, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে। ক্ষত্রিয়দিগের **গান্ধর্ব্ব বিবাহই** প্রশস্ত।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

৭। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—পরিজনেরা কন্যা প্রদানে অসম্মত হইলেও পরিণেতা তাহাদিগকে প্রহার বা তাহাদিগের মস্তক ছেদন পুরঃসর বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে **রাক্ষস বিবাহ** বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৮। "সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপ-গচ্ছতি।
স পাপিষ্টোবিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ।" ইতি মনুঃ।

নিদ্রিত অবস্থায় অথবা মত্ত অবস্থায় বা উন্মত্ত অবস্থায় স্থিত কন্যাকে রমণ করা তাহাকে **পৈশাচ** নামক অধম পাপজনক অষ্টম বিবাহ বলিয়া থাকে।

।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৯৭ অধ্যায়।

রাজর্ষি জনকের প্রতি মহাত্মা পরাশরের উক্তি :—প্রথমে অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি ইহাতেই চারি মূল গোত্র উৎপন্ন হয়। অন্যান্য গোত্র কার্য্য দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে। সাধুব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি সেই সমুদয় গোত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

অবিধেয় বিবাহ।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—মনুর মতে মাতামহের সপিণ্ডা ও পিতামহের সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করা কদাপি বিধেয় নহে। ঐ পিতার সপ্তম পুরুষ ও মাতামহের পঞ্চম পুরুষ অবধি বিবাহ করা অবিধেয়।

'পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃত স্তথা'—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পৈঠীনসির মতে পিতার পঞ্চম পুরুষ ও মাতার তৃতীয় পুরুষ অবধি বিবাহ করা অবিধেয়।

"ত্রীন্ মাতৃতঃ পঞ্চ পিতৃতো বা" ইতি পৈঠীনসিঃ।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনূঢ়াবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাঁহাকে, তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐরূপ স্থলে উহাদের তিন জনকেই নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণ ব্রত বা কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে ইহা আপনার ভার্য্যা গ্রহণ করুন, এই বলিয়া আপনার স্ত্রী প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে সেই ভার্য্যাকে গ্রহণ করিবে। যাহারা অধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যয়ন ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলে সংবৎসরের মধ্যে পতিত হইতে হয়।

আদি পর্ব্ব (বৈবাহিক পর্ব্ব) ১৯১ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি ঃ—হে ফাল্গুন! যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন। তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধি ইঁহার পাণিগ্রহণ কর।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি ঃ—নরনাথ! আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করিবেন না। আমি সাধুবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না। আপনি জ্যেষ্ঠ, প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্ত্তব্য; অনন্তর মহাবাহু ভীমের, তৎপরে আমার, তদনন্তর নকুলের, পরিশেষে তরস্বী সহদেবের বিবাহ করা উচিত।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৩৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি :—যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনূঢ়া থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

আদি পর্ব্ব (বকবধ পর্ব্ব) ১৫৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণীর উক্তি :—নারীগণের পত্যন্তর স্বীকারে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা না থাকে, সে তাহার পিতার পুত্রস্থানীয় হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিবাহ করা অবিধেয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

ভীষ্মের প্রতি বাহ্লীকের উক্তি :—যে কন্যা অর্থাদি দ্বারা ক্রীত, তাহার পাণিগ্রহণ করাও প্রশস্ত নহে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ যম কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে বিক্রয় করে, অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যাদান করে,

তাহাকে কালসূত্রাখ্য ঘোরতর সপ্ত নরকে নিপতিত হইয়া ক্লেদমূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনোনীত না হয়, তাহার সহবাস করিলে যশ ও ধর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা, অমনোনীত ব্যক্তির সহবাস না করাই শ্রেয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—মহর্ষিগণের এরূপ শাসন আছে যে, অনভিলষিত ব্যক্তিকে কদাচ কন্যা প্রদান করিবে না।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

ভীষ্মের উক্তি ঃ—কন্যার বন্ধু বান্ধবগণের কেবল বাগ্‌দান অথবা কন্যা পূর্ব্বে এক ব্যক্তির ভার্য্যা হইব এরূপ কেবল অঙ্গীকার করিলে এবং এক ব্যক্তির নিকট কেবল শুল্ক গ্রহণ করিলে তাহাকে কন্যা দান করা হয় না। এইরূপ বিবাহ অবিহিত।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যদি কন্যার পিতা বর পক্ষীয়দিগকে শুল্ক প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অন্যকে ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারেন না। শুল্ক-দাতাই তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐরূপ স্থলে ঐ কন্যা শুল্ক-

দাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে। কিন্তু অন্য কেহই বিধিপূর্ব্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। (অতএব শুল্ক প্রত্যর্পণ না করিয়া কন্যা দান অবিহিত)।

অনুশাসন পর্ব্ব ১১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি :—যে ব্যক্তি প্রথমতঃ এক পাত্রে কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যাকে অন্য পাত্রে অভিলাষ করে, তাহাকে দেহান্তে কৃমি-যোনি লাভ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাপ ভোগ করিতে হয়। পরে পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্য-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

মনুর উক্তি ঃ—কন্যার বন্ধু বান্ধব ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি বিধিপূর্ব্বক উহাকে এক পাত্রে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে পারে। (অতএব বন্ধু বান্ধব ব্যতীত অন্য লোক বিধিপূর্ব্বক কন্যা দান করিলেও উহা অবিহিত সম্প্রদান)।

অনুশাসন পর্ব্ব ৯৮ অধ্যায়।

দানবরাজ বলির প্রতি দৈত্য গুরু শুক্রের উক্তি ঃ—বিবাহ ও ক্রীড়া সময়ে শ্মশান ও দেবতায়নে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায় কদাচ প্রদান করিবে না।

অনুশাসন পর্ব্ব ১১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি মোহ প্রযুক্ত বিবাহ, যজ্ঞ ও দান কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সে কৃমি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পাপ ক্ষয় হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় মানব দেহ ধারণ করে।

মনুর মতে পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমানে কন্যা ঋতুমতী হইলে তাঁহারা নিরয়াগামী হন এবং প্রত্যেক মাসিক রজঃশোণিত পিতৃলোক পান করেন। অতএব ঋতুমতী কন্যা বিবাহ অবিহিত।

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতং ॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং। মনুঃ ॥

আদি পর্ব্ব ১৭২ অধ্যায়।

কুরুবংশাবতংস মহারাজ সম্বরণের প্রতি সূর্য্যতনয়া তপতীর উক্তি ঃ—মহারাজ! আমি পিতৃমতী ও অবিবাহিতা অতএব এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারি না। শাস্ত্রে কহে, স্ত্রীলোকের কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে, আমি একান্ত পরাধীন, এ কারণ আপনার সন্নিধানে গমন করিতে সম্মত নহি। অতএব আপনি আমার জন্মদাতা সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা

করিবেন। যদি তিনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি চিরকাল আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—পূর্ব্বে সাবিত্রী যে পিতার আজ্ঞানুসারে নানা স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বয়ং মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ কার্য্যে নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাত্মা জনকের পৌত্র সুক্রতু কহিয়া গিয়াছেন, কন্যাকে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করা পিতার অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। স্ত্রী-লোকের অস্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মের খণ্ডনকেই অসুর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বকালে বিবাহ কার্য্যে কেহই ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। ভার্য্যা ও পতির পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় সূক্ষ্ম, কিন্তু রতি, স্ত্রী পুরুষ মাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব কেবল রতির নিমিত্ত স্বতন্ত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কখনই কর্ত্তব্য নহে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—স্ত্রীলোককে কুমারিকা অবস্থায় পিতা, যৌবন অবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে, উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান কদাচ বিধেয় নহে।

অনুশাসন পর্ব্ব ২০ অধ্যায়।

বৃদ্ধা তপস্বিনীর প্রতি অষ্টাবক্রের উক্তি ঃ—প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোক মাত্রেই পরাধীন।

বিহিত বিবাহ।

বিশেষ স্বত্বানুযায়ী স্বতন্ত্রতা।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান) ৭৩ অধ্যায়।

শকুন্তলার প্রতি রাজা দুষ্মন্তের উক্তি ঃ—তোমার আপন শরীরের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে; অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্ম সমর্পণ কর।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান) ৭৩ অধ্যায়।

শকুন্তলার প্রতি কণ্ব মুনির উক্তি ঃ—বৎসে! তুমি আমার অনুপস্থিতি সময়ে যে, পুরুষসংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। ক্ষত্রিয়দিগের গন্ধর্ব্ব বিবাহই প্রশস্ত।

বন পর্ব্ব (কুণ্ডলাহরণ পর্ব্ব) ৩০৪ অধ্যায়।

সূর্য্যের প্রতি কুন্তীর উক্তি ঃ—ভগবন্! যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন সে স্থানেই প্রতিগমন করুন। আমি কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। সূর্য্যের

উক্তি ঃ—দেবতাকে বৃথা আহ্বান করিয়া প্রেরণ করা ন্যায়ানুগত নহে। অতএব এক্ষণে আত্মপ্রদান কর। কুন্তীর উক্তি ঃ—পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনেরাই আমার দেহদানে অধিকারী, অতএব আমি তাহার অন্যথা করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে অসমর্থ। (ঐ ৩০৫ অঃ) দেখুন, যদি আপনার সহিত আমার অবৈধ সঙ্গম হয়, তাহা হইলে লোকমধ্যে আমাদের কুলের কীর্ত্তি নাশ হইবে। যদি আপনি এই কার্য্যকে ধর্ম্মানুগত কহেন, তাহা হইলে আমি বন্ধুবর্গের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং আপনাকে আত্মপ্রদান করিতে পারি। সূর্য্যের উক্তি ঃ—অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে। হে নিতম্বিনি! কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা নহে, অতএব তুমি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কদাপি অধর্ম্মাচরণ হইবে না আর আমি কি নিমিত্তই বা কামপরতন্ত্র হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিব। স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করাই স্বভাব-সিদ্ধ, বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্পনা মাত্র। কুন্তী তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলে, তখন ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুন্তীকে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভাধান করিলেন; কিন্তু কন্যকাবস্থা দূষিত করিলেন না।

পুত্রদর্শন পর্ব্ব (আশ্রমবাসিক পর্ব্ব) ৩০ অধ্যায়।

কুন্তীর প্রতি বেদব্যাসের উক্তি ঃ—শোভনে! তুমি কন্যকা-বস্থায় সূর্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ঐ বিষয়ে

কিছুমাত্র পাপ নাই। দেবতারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, উহাঁরা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও প্রীতি উৎপাদক এই পাঁচ প্রকারেই পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। তুমি মানবী, অতএব দেব সম্পর্কে পুত্র উৎপন্ন করাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে তুমি মনোদুঃখ দূর কর। শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদায় দ্রব্যই পথ্য ; সমুদায় বস্তুই পবিত্র, সমুদায় কার্য্যই ধর্ম্ম এবং সমুদায় দ্রব্যই স্বকীয়।

আদি পর্ব্ব (আদিবংশাবতরণিকা) ৬৩ অধ্যায়।

একদা পরাশর মুনি তীর্থ পর্য্যটনক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী, মুনিজনমনোহারিণী, সুচারু হাসিনী দাশনন্দিনীকে দেখিবামাত্র মদনবেদনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, হে কল্যাণি ! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। সে কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন নদীর উভয় পারে পার হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ উপস্থিত আছেন। আমি পিতার অধীন। অদ্যাবধি আমার বিবাহ হয় নাই। আপনার সহ-যোগে আমার কুমারীভাব দূষিত হইবে। কন্যাভাব দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে প্রবেশ করিব এবং কি প্রকারেই বা লোক-সমাজে জীবন ধারণ করিব। হে ভগবন্! এই সমস্ত আদ্যো-পান্ত অনুধাবন করিয়া যাহা উচিত হয়, বিধান করুন।

আদিপর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০৫ অধ্যায়।

অনন্তর তিনি তপঃপ্রভাবে আমায় বশীভূত এবং চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকায় আবৃত করিয়া নৌকামধ্যে আপন অভীষ্টসিদ্ধি-

তৎপর হইলেন। পূর্ব্বে আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে দুর্গন্ধ মৎস্যগন্ধ নির্গত হইত, তৎকালে মহর্ষি পরাশর সেই জুগুপ্সিত গন্ধের নিবারণ পূর্ব্বক আমার শরীরে পরম রমণীয় সৌরভ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই মুনি আমাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই যমুনা দ্বীপে গর্ভমোচন করিয়া পুনর্ব্বার আপন কন্যকা-অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমি মুনির আজ্ঞাক্রমে যমুনা-দ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলাম।

সেই মহাযোগী পরাশরাত্মজ দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল। চতুর্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল এবং অসিত বর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন হইল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার সহিত গমন করিলেন এবং গমনকালে আমায় কহিয়াছিলেন, "মাতঃ! সঙ্কটে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও।"

বন পর্ব্ব (পতিব্রতা মাহাত্ম্য পর্ব্ব) ২৯২ অধ্যায়।

দ্যুমৎসেনের প্রতি তৎকন্যা সাবিত্রীর উক্তি ঃ—হে পিতঃ! সত্যবান্ দীর্ঘায়ুই হউন, আর অল্পায়ুই হউন, সগুণই হউন, বা নির্গুণই হউন, আমি যখন একবার তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি আমি কদাপি আর কাহাকে বরণ করিব না। দেখুন, কর্ম্ম প্রথমতঃ মন দ্বারা নিশ্চিত; তৎপরে বাক্য দ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব আমার মতে মনই প্রমাণ।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বান্ধবগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তিনী হয়, তাহার পতির সহ প্রীতি অবিচলিত থাকে ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়। স্বয়ম্বরে কন্যা গ্রহণ করা ক্ষত্রিয় রাজাদিগেরই প্রশস্ত।

আদি পর্ব্ব (বকবধ পর্ব্ব) ১৫৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণীর উক্তি ঃ—হে নাথ! পুরুষদিগের বহু বিবাহ দোষাবহ নহে।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ৮০ অধ্যায়।

উলূপীর প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি ঃ—বহু ভার্য্যা পরিগ্রহ করা পুরুষদিগের দোষাবহ নহে।

আদি পর্ব্ব (বৈবাহিক পর্ব্ব) ১৯৬ অধ্যায়।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি ঃ—পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা জটিলা নাম্নী গৌতম বংশীয়া এক কন্যা সাত জন ঋষিকে বিবাহ করেন এবং বাক্ষী নাম্নী মুনি কন্যা প্রচেতা নামক ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী হয়েন।

আদি পর্ব্ব (বৈবাহিক পর্ব্ব) ১৯৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বাসুদেবের উক্তিঃ—অতএব অদ্য তুমি দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন কর। বেদবিৎ পুরোহিত ধৌম্য বহ্নি স্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে উভয়কে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন করিলেন। পরিশেষে অপর পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্রৌপদীর প্রতি কুন্তীর উক্তিঃ—লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেরূপ ভক্তিমতী ও প্রণয়বতী হইয়াছেন, তুমিও ভর্ত্তৃগণের প্রতি তদনুরূপ হও।

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর হেতু।

আদি পর্ব্ব (স্বয়ম্বর পর্ব্ব) ১৯১ অধ্যায়।

১। মহানুভব ভীমার্জ্জুন ভার্গবকর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া পরম প্রীত মনে পৃথাকে নিবেদন করিল, মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে। পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই পুত্রদিগকে কহিলেন, বৎস! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অনন্তর কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম। পরে ধর্ম্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা পরম প্রীত যাজ্ঞসেনীর হস্তগ্রহণ

পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পুত্র! ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী, তোমার অনুজদ্বয় ইঁহাকে আনিয়া ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করেন, আমিও অনবধানতা প্রযুক্ত আজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম্ম দ্রুপদকুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর।

আদি পর্ব্ব (চৈত্ররথ পর্ব্ব ১৬৯ অধ্যায়।

২। জনমেঞ্জয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তিঃ—কোনও তপোবনে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক ঋষি কন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয় কর্ম্মদোষে নিতান্ত দুরদৃষ্ট-ভাগিনী হইয়াছিলেন, এ কারণে অনুরূপ ভর্ত্তলাভে কৃতকার্য্য না হইতে পারিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা মহাদেবকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব বর দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, তপস্বী কন্যা, যাহাতে আমি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পতি লাভে চরিতার্থ হইতে পারি এইরূপ বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষি কন্যে! আমার বর প্রভাবে তোমার পঞ্চস্বামী লাভ হইবে। তখন তাপস দুহিতা কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিকট একমাত্র পতি লাভের বাসনা করি। ঈশ্বর কহিলেন, হে কন্যে! তুমি পাঁচ বার পতি প্রদান করুন বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ,

অতএব তোমার প্রার্থনা মত পরজন্মে পঞ্চপতি লাভ করিবে। সেই রমণী দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী হইবেন।

আদি পর্ব্ব (বৈবাহিক পর্ব্ব) ১৯৭ অধ্যায়।

৩। দ্রুপদের প্রতি ব্যাসদেবের উক্তিঃ—হে রাজন্! পূর্ব্বে দেবতারা নৈমিষারণ্যে এক মহা সত্র আরম্ভ করেন। সেই সত্রে যম ব্রতা হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অবধি প্রজা বিনাশরূপ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিরত থাকায়, অনতিকাল বিলম্বে প্রজা সংখ্যা বহুল হইয়া উঠিল। সোম, শুক্র, বরুণ, কুবের, রুদ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, এবং অন্যান্য দেবতারা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে লোকনাথ! আমরা মনুষ্য সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি, মনুষ্যলোক দেবলোক তুল্য হইয়াছে। পিতামহ কহিলেন, তোমরা অমর, মনুষ্যজাতির নিকট তোমাদের ভয়ের বিষয় কি? যম যজ্ঞে ব্যাপৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকের মৃত্যু হইতেছে না। তাঁহার সত্র সমাপনানন্তর, তোমাদিগের বল-বীর্য্যে যমের শরীর অলঙ্কৃত ও সবল হইয়া উঠিবে। তৎকালে নরলোকের শৌর্য্য-বীর্য্য থাকিবে না। তাঁহারা বিধাতার বাক্য শ্রবণান্তর যে স্থানে দেবতারা যজ্ঞ করিতে-ছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে গঙ্গাজলে একটি সুবর্ণ পদ্ম তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। তদ্দর্শনে

তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তাহার তথ্যানুসন্ধানার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে, যে স্থানে ভাগীরথী প্রভূতরূপে প্রবাহিত হইতেছেন, সেই স্থানে একটি কামিনী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অবগাহন পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গা-জলে পতিত হইয়া কাঞ্চন পদ্মরূপে পরিণত হইতেছে। ইন্দ্র কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ? তাহা যথার্থ করিয়া বল। ললনা কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি যে নিমিত্ত রোদন করিতেছি, আমার সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূরগমন করিলে তাহার সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন। তৎশ্রবণে ইন্দ্র সেই স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া দেখিলেন, এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ গিরিরাজ শিখরোপরি সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমভিব্যাহারে অক্ষ ক্রীড়া করিতেছেন। দেবরাজ যুবাকে অভ্যাগত-সৎকার বিমুখ দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, এই ভূমণ্ডল আমার অধীন, আমি ইহার প্রভু, আমার সমুচিত সৎকার না করিয়া অক্ষ ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকা অনুচিত। তখন সেই দেব ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র দেব-রাজ তৎক্ষণাৎ স্থাণুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পাশক্রীড়ার সমাপনানন্তর মহাপুরুষ সেই রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে কহিলেন, ইহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর; আমি ইহাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব, যাহাতে ইহার শরীরে পুনর্ব্বার দর্প প্রবেশ না করে। তখন সেই স্ত্রী ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র তদীয়

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। তখন ভগবান্ উগ্রতেজা কহিলেন, হে শক্র! পুনর্ব্বার এরূপ কর্ম্ম কদাচ করিও না। তুমি বালস্বভাব-সুলভ চপলতায় আমাকে অপমান করিয়াছ। তুমি অপরিমিত বলশালী, অতএব এই পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক যে বিবরে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভবাদৃশ ব্যক্তিরা সমাসীন আছেন, সেই ছিদ্রে তুমিও প্রবেশ কর। পরে দেবরাজ বিবর প্রবেশ সময়ে ত্রিলোচনকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অদ্যাবধি আপনাকে এই অশেষ ভুবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তৎশ্রবণে দেবদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, ইহা ভবাদৃশ গর্ব্বিত লোকের অধিকার-যোগ্য নহে। পূর্ব্বে আরও চারিজন তোমার ন্যায় গর্ব্বিত ছিলেন অতএব এই গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া সকলে একত্র কালযাপন কর। অনন্তর ইন্দ্র সেই বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া তুল্য তেজ অন্য চারিজনকে দেখিতে পাইলেন। অধুনা তোমার স্বীয় গর্হিত কর্ম্মফলে মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হও। পরে কর্ম্মফল ভোগান্তর ইন্দ্রলোকে পুনরায় গমন করিবে। শিববাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রেরা কহিলেন, হে প্রভো! আমরা দেবলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্থানে মোক্ষ অতীব দুষ্প্রাপ্য, সেই নর-লোকে গমন করিব; কিন্তু ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, ইহাঁরাই যেন কোন মানুষীর গর্ভে, আমাদিগকে উৎপন্ন করেন। ইন্দ্র মহাদেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি স্বীয় কার্য্যে কার্য্যক্ষম এক পুরুষ উৎপাদন করিব, তিনি ইহাঁদিগের পঞ্চম হইবেন।

ভগবান্ উগ্রতেজা তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদান করিলেন এবং লোক ললামভূতা সেই ললনাকে তাঁহাদিগের ভার্য্যা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে নারায়ণ সমীপে উপনীত হইলেন। নারায়ণ মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্ররূপী যে মহাপুরুষেরা অদ্রিগুহায় নিবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই পাণ্ডবরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাঁহাদিগের বনিতা হইবার নিমিত্ত মহাদেবের উপদেশক্রমে লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। মহর্ষি ব্যাস স্বীয় তপঃ প্রভাবে রাজাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। দ্রুপদ রাজা তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবেরা অতি পবিত্র পূর্ব্বশরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং মায়াময়ী দ্রৌপদীকে সাক্ষাৎ সোম ও বহ্নির ন্যায় দীপ্তিময়ী দেখিয়া পাণ্ডবগণের অনুরূপা পত্নী বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

বিধিনোঢ়া ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মাধিকারিণী মতা।
কামজান্যাভবেৎ পত্নী জ্যেষ্ঠা চেৎ সুতবর্জ্জিতা॥
দ্বিতীয়াপি ধর্ম্মপত্নী সা চেৎ জীবিত পুত্রিকা।

বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত পত্নী ধর্ম্মপত্নী নামে অভিহিতা। অন্য স্ত্রী কামজা। যদি জ্যেষ্ঠা পত্নী পুত্র সন্তান বর্জ্জিতা হন, তাহা হইলে দ্বিতীয়াদি পুত্রবতী পত্নীও ধর্ম্মপত্নী নামে অভিহিতা হন। ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

একমাত্র পত্নী পরিগ্রহের পুণ্য অধিক।

দ্রোণ পর্ব্ব (প্রতিজ্ঞা পর্ব্ব) ৭৮ অধ্যায়।

পুত্র শোকাভিভূতা সুভদ্রার উক্তি ঃ—শংসিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতিপ্রাপ্ত হন তুমি সে গতি লাভ কর।

আদি পর্ব্ব (সুভদ্রাহরণ পর্ব্ব) ২১৯ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি বাসুদেবের উক্তি ঃ—ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহ উদ্দেশে বলপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কুমারী কন্যা হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যদি কোন ব্যক্তি বরকে আহ্বানপূর্ব্বক "তুমি আমার এই কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ কর" এইরূপ অনুরোধ করে, আর যদি ঐ বর সেই কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ স্থলে অলঙ্কারাদি দানকে শুল্ক ও অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যা দানকে কন্যা বিক্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদান করাও শাস্ত্রসম্মত।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—দক্ষের মতে বর যদি কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে

কন্যাকর্ত্তাকে শুল্কগ্রহণ জন্য দোষে দূষিত হইতে হয় না। কারণ অলঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাকে বিভূষিত করা পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর ও দেবর প্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১১৩ অধ্যায়।

ভীষ্মের প্রতি মদ্ররাজ শল্যের উক্তি ঃ—আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা এক বিষম নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আপনাকেও সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদিগের কুলধর্ম্ম। ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! তুমি চিন্তিত হইও না, স্বয়ং প্রজাপতি শুল্ক গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা দানের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; তোমার কুলধর্ম্ম নির্দ্দোষ ও সাধুসম্মত, অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে। এই বলিয়া ভীষ্ম শল্যকে রথ, গজ, তুরগ, বসন ও ভূষণ ও মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যজাত শুল্ক স্বরূপ প্রদান করিলেন। শল্য তৎসমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া অলঙ্কৃতা স্বীয় ভগিনী মাদ্রীকে পাণ্ডুর নিমিত্ত ভীষ্ম হস্তে সমর্পণ করিলেন।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—ক্রীড়া, **বিবাহ,** গুরুকার্য্য-সাধন ও আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যায় তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৩৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি ঃ—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত বা প্রব্রজিত হইলে, তাহার অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠের পাণিগ্রহণ দোষাবহ নহে।

অনুশাসন পর্ব্ব ২৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ যাঁহারা অন্ন, পান, বস্ত্র ও আভরণ এবং অর্থাদি সাহায্য করিয়া অন্যের বিবাহাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

ভার্য্যা লাভের উপায়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—লোকে পূর্ব্বতন কর্ম্মানুসারে ভার্য্যালাভ করিয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বহু পুত্রপ্রসবিনী পরম সুন্দরী স্ত্রী সমুদায় লাভ করিয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৫৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ফল প্রদান, পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদান করেন ; তাঁহারা পরজন্মে উত্তম

স্ত্রী লাভ করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি ইহলোকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপাধান সম্বলিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সৎকুলোদ্ভবা রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন।

ভার্য্যার আবশ্যকতা।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২১৩ অধ্যায়।

ধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—স্ত্রীলোকেরাই জীব প্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবকে বদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। ঐ ঘোররূপা স্ত্রীলোকেরা প্রতি নিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে। উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে। দেহের রেতোরূপ স্নেহাংশ দ্বারা পুত্র ও দেহের স্বেদরূপ স্নেহাংশ দ্বারা কৃমি কীটাদি স্বভাব বা কর্ম্মযোগ প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ

করিয়া কহিয়া ছিলেন, মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্য পরায়ণ ও প্রিয়কারী। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র, মান লাভার্থী, প্রচণ্ড স্বভাব, অবিবেচক ও অপ্রিয় কার্য্যে নিরত; অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়। অতএব তোমরা প্রযত্ন সহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সততই সম্মান লাভের ইচ্ছা করে, অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্ম-লাভের কারণ। উহারাই উপভোগাদি সমুদায়ের মূল। অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান রক্ষা করা শ্রেয়ঃ। অপত্যোৎ-পাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রা বিধান, স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদায় কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৪৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—(মহারাজ মুচুকুন্দ ও ভার্গবের কথোপকথন) ঃ—কপোতীর বিরহে কপোতের উক্তি ঃ—গৃহস্থের গৃহ পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যা বিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিণীশূন্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহ-স্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীশূন্য গৃহ অরণ্য প্রায়। এই পৃথিবীতে যাঁহার ভার্য্যা এইরূপ পতি হিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা সেই ধন্য। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন সময়ে একমাত্র

সহায় ও বিদেশ গমন কালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোক যাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত্ত ব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর কেহই নাই। ধর্ম্ম সংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে।

ভার্য্যার উদ্দেশ্য।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।

পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত ভার্য্যার আবশ্যকতা।

অনুশাসন পর্ব্ব ৬৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি:—ইহলোকে পুত্র লাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই; অতএব দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

আদিপর্ব্ব (বকবধ পর্ব্ব) ১৫৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণীর উক্তি:—দেখুন, লোকে যে নিমিত্ত পত্নী কামনা করে, আপনার তাহা হইয়াছে, আপনি আমাতে এক কন্যা ও এক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন। আমার আনৃণ্য

সভা পর্ব্ব (লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্ব) ৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উক্তি :—দারপরিগ্রহের ফল রতিক্রিয়া ও অপত্যোৎপাদন।

উদ্যোগপর্ব্ব (প্রজাগরপর্ব্ব) ৩৮ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি :—নারীর ফল রতি ও পুত্র।

নারীর সংজ্ঞা।

শান্তিপর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব) ২৬৬ অধ্যায়।

গৌতমের উক্তি :—পত্নী অবশ্য ভরণীয়া বলিয়া **ভার্য্যা** শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বনপর্ব্ব (অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্ব) ১২ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি :—আত্মা ভার্য্যার উদরে জন্ম পরিগ্রহ করে বলিয়া ভার্য্যা **জায়া** শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান) ৭৪ অধ্যায়।

রাজা দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তি :—পৌরাণিকেরা কহেন, পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই জায়ার **জায়াত্ব** হইয়াছে।

শান্তিপর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব) ২৬৬ অধ্যায়।

পত্নী ভর্ত্তৃ দুঃখে দুঃখিতা হয় বলিয়া **বাসিতা** নামে অভিহিত হয়।

অনুশাসনপর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—সমুদায় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া **দারা** নামে অভিহিত হয়।

শান্তিপর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৬৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—(চিরকারীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন) মাতা জঠরে ধারণ করেন বলিয়া **ধাত্রী**। জন্মের কারণ বলিয়া **জননী**। অন্নাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া **অম্বা**। পুত্র প্রসব করেন বলিয়া **বীরসূ** নামে কীর্ত্তিত হন।

পুরুষের সংজ্ঞা।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০৪ অধ্যায়।

দীর্ঘতমার প্রতি প্রদ্বেষীর উক্তিঃ—স্বামী ভার্য্যার ভরণ পোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়া তাঁহাকে **ভর্ত্তা ও পতি** বলিয়া থাকে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৬৬ অধ্যায়।

চিরকারীর উক্তিঃ—স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ **ভর্ত্তা ও পতি** শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ৯০ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণীর উক্তি ঃ—স্ত্রীর রক্ষা নিবন্ধন **পতি** স্ত্রীর ভরণ নিবন্ধন **ভর্ত্তা**। স্ত্রীকে পুত্র প্রদান নিবন্ধন **বরদ**।

পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—সৎকুল-সম্ভূতা সুলক্ষণা বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয়। সদ্‌বংশ-সম্ভূতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পিঙ্গলবর্ণা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অঙ্গহীনা, পতিতা, অপস্মারী ও শ্বিত্রির কুলে সম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। সুলক্ষণাক্রান্তা, প্রিয়দর্শনা, মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করাই বিধেয়। কন্যা উৎপাদনপূর্ব্বক সৎকুল-সম্ভূত ধীশক্তি সম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—নীচ কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা অবিধেয় নহে। স্ত্রী, রত্ন ও সলিল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ২৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পাত্র পাত্রীর পরিণয় বয়স।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

১। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—ত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক পাত্র দশম বর্ষীয়া এবং একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পাত্র সপ্তম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে।

২। ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্ট বর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ—ইতি মনুঃ।

চতুর্ব্বিংশতি বয়স্ক পাত্র অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে।

প্রকৃত ভার্য্যার লক্ষণ।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান) ৭৪ অধ্যায়।

শকুন্তলার উক্তিঃ—গৃহ কর্ম্মদক্ষা, পুত্রবতী, পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা। ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, পরম বন্ধু এবং ত্রিবর্গ লাভের মূল কারণ। ভার্য্যাবান্ লোকেরাই

ক্রিয়াশালী হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সর্ব্বাদা সুখী হয় এবং ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সৌভাগ্য-সম্পন্ন হন। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়-স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতা-স্বরূপ, আর্ত্তব্যক্তির জননীরস্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম স্থান-স্বরূপ। ভার্য্যাবান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্র নামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, অতএব পুত্র প্রসবিনী ভার্য্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। মানুষ শারীরিক বা মানসিক পীড়া দ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অবলোকন করিলে সুশীতল জলে প্রগাঢ় আতপ-তাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন।

বন পর্ব্ব (নলোপাখ্যান) ৬১ অধ্যায়।

নলরাজার প্রতি দময়ন্তীর উক্তি ঃ—শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখে ভার্য্যাই মহৌষধ স্বরূপ। ভার্য্যাসম আর ঔষধ কিছুই নাই।

নল রাজের উক্তি ঃ—প্রিয়ে! যথার্থ কহিয়াছ, দুঃখিত ব্যক্তির ভার্য্যাই একমাত্র মিত্র।

আদি পর্ব্ব (বকবধ পর্ব্ব) ১৫৯ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কন্যার স্বীয় পিতামাতার প্রতি উক্তি ঃ—আর দেখুন শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, ভার্য্যা সখীস্বরূপ হয়।

আদি পর্ব্ব (বকবধ পর্ব্ব) ১৫৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণীর উক্তি ঃ—শাস্ত্রকারেরা কহেন, কি পুত্র, কি দুহিতা, সকলেই আপনার নিমিত্ত ; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করুন। আমি স্বয়ং তথায় যাইব, কারণ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিত সাধন করাই সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্রবতী রমণীর, পতির অগ্রে পরলোক যাত্রা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। পতিপরায়ণা স্ত্রী পতির হিত সাধন করিয়া যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞ, তপঃ, দান নিয়মাদি দ্বারা কদাচ তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—একদা বিদেহ রাজদুহিতা কহিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগের স্বামী শুশ্রূষাই পরমধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারে।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ২০৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি ঃ—কামিনীগণ কেবল স্বীয় স্বামীর শুশ্রূষা দ্বারাই স্বর্গলাভ করিতে পারে ; কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে ; কি যজ্ঞ, কি শ্রাদ্ধ, কি উপবাস তাহার সকলই বৃথা হয়।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান) ৭৪ অধ্যায়।

শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের উক্তি :—নারীগণের চিরকাল পিতৃ গৃহে বাস করা অবিধেয় এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র, ধর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

অনুশাসন পর্ব্ব ৫২ অধ্যায়।

মহর্ষি চ্যবনের প্রতি মহারাজ কুশিকের উক্তি :—ভগবন্! কন্যাসম্প্রদান কালে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, কন্যা নিরন্তর ভর্ত্তার সহিত একত্র বাস করিবে। ফলতঃ পত্নীই পতির সহিত সতত একত্র বাস করিতে পারে, তদ্ভিন্ন আর কেহই কাহারও সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে না।

বনপর্ব্ব (ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্ব্ব) ৫০ অধ্যায়।

জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তি :— যশস্বিনী দ্রৌপদী পতি ও দ্বিজাতিগণকে মাতৃবৎ ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনি আহার করিতেন।

সভা পর্ব্ব (দ্যূত পর্ব্ব) ৫১ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দুর্য্যোধনের উক্তি :—যাজ্ঞসেনী প্রতিদিন আপনি ভোজন না করিয়া অগ্রে কুব্জ, বামন প্রভৃতির মধ্যে কাহারও ভোজন হইল কি না, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।

বন পর্ব্ব (তীর্থ যাত্রা পর্ব্ব) ৯৭ অধ্যায়।

অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে গার্হস্থ্যব্যাপারে দক্ষা দেখিয়া বৈদর্ভ-সন্নিধানে কহিলেন, মহারাজ! আমি পুত্রার্থে দারপরিগ্রহ করিবার মানস করিয়াছি; আপনি আমাকে স্বীয় কন্যাসম্প্রদান করুন। মহারাজ বৈদর্ভ এই কথা শুনিবামাত্র বিচেতন প্রায় হইয়া রহিলেন, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান বা লোপামুদ্রা দান, উভয় বিষয়েই নিতান্ত অসম্মত হইলেন। তখন লোপামুদ্রা জনক-জননীকে নিতান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করত কহিলেন, হে পিতঃ! আমাকে অগস্ত্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিরাপদ হউন। ভগবান্ অগস্ত্য মহারাজ বৈদর্ভের রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না একমাত্র যুবতীকন্যা লোপামুদ্রাকে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে মহার্হ আভরণ ও বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগ কর। লোপামুদ্রা ভর্ত্তৃ নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ মহামূল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীর, বল্কল ও অজিন পরিধান করিয়া স্বামীর সমান ব্রত-ধারিণী হইলেন। অনন্তর অগস্ত্য গঙ্গা-দ্বার তীর্থে উপস্থিত হইয়া পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর সহিত অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১১০ অধ্যায়।

যখন গান্ধারী শ্রবণ করিলেন যে, পিতা মাতা তাঁহাকে নয়ন বিহীন পাত্রে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন সেই পতিপরায়ণা সান্দ্র বস্ত্র দ্বারা স্বীয় নেত্র যুগল বন্ধন করিলেন

এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া তাঁহাকে কদাপি অশ্রদ্ধা বা অসূয়া করিব না।

বরারোহা গান্ধারী বিবাহের পর সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা প্রদর্শনদ্বারা সমস্ত কৌরবগণের পরম সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি গুরু শুশ্রূষা ও সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন এবং কদাপি কাহারও অকীর্ত্তি বা নিন্দা করিতেন না।

বন পর্ব্ব (নলোপাখ্যান পর্ব্ব) ৫৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মহর্ষি বৃহদশ্বের উক্তিঃ—মহারাজ ভীম শুভকাল, পুণ্য তিথি ও পবিত্রক্ষণে মহীপালগণকে স্বয়ংবর সভায় আহ্বান করিলেন। ভীম দুহিতা দময়ন্তী নির্ব্বিশেষাকার পুরুষ-পঞ্চক নিরীক্ষণ করত সাতিশয় সন্দিহান হইয়া নলরাজাকে নিরূপণ করিতে পারিলেন না। তিনি তখন তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে অবলোকন করিলেন, তাঁহারই প্রতি নল ভ্রান্তি জন্মিয়া উঠিল। তখন চিন্তা করিতে করিতে শ্রুতপূর্ব্ব দেব-চিহ্নের বিষয় সহসা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তিনি ভূতলস্থ সেই পঞ্চ পুরুষের মধ্যে কাহাকেও তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাইলেন না। দময়ন্তী এইরূপে নল নিরূপণে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন এবং বাক্য ও মনে দেবগণকে নমস্কার করিয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি হংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি নৈষধকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, দেবতারা

নলরাজাকে আমার পতিরূপে নির্ণীত করিয়াছেন, আমি নল লাভের নিমিত্ত ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি। হে সুরগণ! আমি যেন অন্য পুরুষ-গামিনী হইয়া জ্ঞানত পাপচারিণী না হই। এক্ষণে আপনারা স্বীয় স্বীয় আকার স্বীকার করিলেই পুণ্য-শ্লোক নলভূপতিকে নিরূপণ করিতে পারিব। দেবগণ দময়ন্তীর এইরূপ কারুণ্যপূর্ণ পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া নলেতেই ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ, মনোবিশুদ্ধি, বুদ্ধি ও ভক্তি দৃঢ়রূপে সংসক্ত হইয়াছে, বোধ করিয়া স্বীয় স্বীয় চিহ্ন ধারণ করিলেন। অনন্তর দময়ন্তী পুণ্য-শ্লোক নলরাজাকে নিরূপণে সমর্থ হইয়া লজ্জাবনত মুখে বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিয়া মাল্য প্রদান পূর্ব্বক নলরাজাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। নলরাজা প্রীত ও প্রসন্ন মনে দময়ন্তীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি সুরগণ সন্নিধানে আমাকেই ভজনা করিলে, এক্ষণে আমি তোমার ভর্ত্তা ও বচনানুবর্ত্তী হইলাম। সত্যই কহিতেছি, আমি যত দিন জীবন ধারণ করিব, ততকাল তোমারই প্রণয় পরবশ হইয়া থাকিব। দময়ন্তী ও নিষধাধিপতিকেও ঐরূপ প্রণয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক সাতিশয় অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া হুতাশন প্রমুখ দেবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহাদিগেরই শরণ গ্রহণ করিলে লোক-পালগণ প্রহৃষ্ট মনে নলরাজাকে আটটি বর প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন, নৃপতিগণ নলদময়ন্তীর বিবাহ সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ১৯১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তিঃ—রাজা দল মহর্ষি বামদেবকে বামীদ্বয় প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়া ক্রোধান্ধ-চিত্তে সারথিকে কহিলেন, হে সুত! এক বিষবিদ্ধ সায়ক আনিয়া দাও আমি তদ্দ্বারা বামদেবকে সংহার করিয়া কক্কুরগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব। বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! আপনার শ্বেনজিৎনামে যে এক পুত্র আছে, আমার বচনানুসারে এই বিষাক্তবাণ তাহাকেই সংহার করিবে। মহর্ষি এই কথা কহিবা মাত্র দল বিস্পষ্টবাণ অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক রাজপুত্রকে সংহার করিল। দল সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ইক্ষ্বাকুগণ! তোমরা শীঘ্র আর একটী সুতীক্ষ্ণ বাণ আনয়নপূর্ব্বক আমার প্রভাব অবলোকন কর। অদ্যই এই ব্রাহ্মণকে নিধন করিয়া তোমাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! ঐ বিববিদ্ধ বাণ কদাচ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না। তখন রাজা বাণ মোক্ষণে অক্ষম হইলে মহর্ষি কহিলেন, হে রাজন্! তুমি এই বাণদ্বারা মহিষীকে স্পর্শ করিলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। রাজা দল মুনির বাক্য শ্রবণে তদনুসারে কার্য্য করিলেন। অনন্তর রাজমহিষী কহিলেন, হে বামদেব! আমি যেন এই নৃশংস স্বামীকে প্রতিদিন উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সত্যধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া চরমে পুণ্য-লোক লাভ করিতে পারি। বামদেব কহিলেন, হে শুভে! তুমি

এই রাজকুলকে পরিত্রাণ করিলে ; এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর, সমুদায় স্বজন ও এই বিস্তীর্ণ ইক্ষ্বাকু-রাজ্য শাসন কর। রাজমহিষী কহিলেন, হে ভগবন্ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার স্বামী পাপ হইতে বিমুক্ত হউন এবং পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণের মঙ্গল হউক। মহর্ষি বামদেব তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলে, মহারাজ দল পাপ বিমুক্ত হইয়া পরিতুষ্ট চিত্তে মহর্ষিকে প্রণাম পূর্ব্বক বামীদ্বয় প্রদান করিলেন।

বন পর্ব্ব (দ্রৌপদী হরণ পর্ব্ব) ২৬৫—২৬৯ অধ্যায়।

জয়দ্রথের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি ঃ—তোমার রাজ্য, কোষ ও বলের কুশল ত ? এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ কর, আমি তোমার প্রাতরাশ সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চ শত মৃগ প্রদান করিতেছি। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া স্বয়ং আরও বিবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন। জয়দ্রথ কহিল, হে বরাননে ! যে সমুদায় প্রাতরাশ প্রদান করিয়াছ, উহা পরমোৎকৃষ্ট। এক্ষণে আমার রথে আরোহণ কর। সুখে কাল যাপন করিবে। শ্রীহীন হৃতরাজ্য অরণ্যাচারী পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও।

পাঞ্চালী জয়দ্রথ মুখে এই হৃদয় কম্পন বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রূকুটি কুটিল মুখে তাহার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইয়া সিন্ধুরাজকে কহিলেন,

হে দুরাত্মন্! তোমার লজ্জা হয় না? তুমি এরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিও না। ওরে মূঢ়! কর্কটী আত্ম বিনাশের নিমিত্ত গর্ভধারণ করে তদ্রূপ তুমি আমাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছ। জয়দ্রথ কহিল, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডুনন্দনগণের যেরূপ বল বিক্রম, তাহা আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে সহজে আমার বশীভূত না হইলে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব, তখন অবশ্যই তোমাকে আমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দ্রৌপদী কহিলেন, ওরে অধম! আমি পাণ্ডবগণ ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষকে মনেও স্থান প্রদান করি নাই, অদ্য সেই সতীত্ব বলে অচিরাৎ অবলোকন করিবে যে, পাণ্ডুনন্দন-গণ তোমাকে সমরাঙ্গনে আকর্ষণ করিতেছেন, তিনি বারংবার জয়দ্রথকে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং ধৌম্য পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন, দুরাত্মা জয়দ্রথ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় উত্তরীয় বসন ধারণ করিল। তখন পতিব্রতা দ্রৌপদী উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া বেগে জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই দুরাত্মা ছিন্নমূল-পাদপের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রুপদ-নন্দিনী জয়দ্রথের আকর্ষণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক অগত্যা সিন্ধুরাজের রথে আরোহণ করিলেন।

তখন মহামতি ধৌম্য জয়দ্রথকে কহিতে লাগিলেন, অরে

পাপাত্মন্! তুমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখনও ইহাঁকে হরণ করিতে পারিবে না। কেন এরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে? একবার পুরাতন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি অচিরাৎ পাণ্ডবগণের নয়ন পথে পতিত হইয়া এই পাপের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে। ধৌম্য জয়দ্রথকে এই কথা বলিয়া তাহার পদাতি সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যশস্বিনী দ্রুপদ-নন্দিনীর অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিতে করিতে সহসা অশুভ সূচক দুর্নিমিত্ত দর্শনে সাতিশয় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া কাম্যবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, প্রিয়তমার দাসপত্নী ধাত্রেয়িকা রোদন করিতেছে।

ইন্দ্রসেন ত্বরায় রথ হইতে অবতরণ করিয়া ধাত্রেয়িকাকে তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ধাত্রেয়িকা কহিলেন, সারথে! পাপবুদ্ধি জয়দ্রথ পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা করত কৃষ্ণাকে হরণ করিয়া এই নূতন পথ দিয়া গমন করিয়াছে। পাণ্ডবগণ এই কথা শুনিবামাত্র শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জয়দ্রথের উদ্দেশে ধাবমান হইলেন।

দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের রথদর্শন করিয়া জয়দ্রথকে কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যদি আপনার শ্রেয় ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বে উঁহাদের শরণাপন্ন হও। পাণ্ডবগণ অচিরাৎ সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে নিহত করিলেন, তদ্দর্শনে জয়দ্রথ প্রাণভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া

সংগ্রাম স্থলে কৃষ্ণাকে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক স্বয়ং পলায়ন করিতে লাগিল।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৌম্য সমভিব্যাহারিণী দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণাকে নিরীক্ষণ করিয়া মাদ্রীসুতের সহিত তাঁহাকে রথে অরোহণ করাইলেন। ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ আপনি নকুল, সহদেব ও ধৌম্য সমভিব্যাহারে কৃষ্ণাকে লইয়া আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করুন। দুরাত্মা জয়দ্রথ যদি পাতালতলে প্রবেশ করে, আর সুররাজ ইন্দ্র যদি উহার সারথি হন; তথাপি আমি ঐ নরাধমকে নিধন করিব, তাহার সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবীর! নরাধম জয়দ্রথ নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সন্দেহ নাই: কিন্তু ভগিনী দুঃশলা ও জ্যেষ্ঠতাত পত্নী যশস্বিনী গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া সংহার না করাই কর্ত্তব্য। লজ্জানম্রমুখী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে ব্যাকুল চিত্ত হইয়া কোপকম্পিত কলেবরে ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে অবশ্যই ঐ দুরাত্মাকে সংহার করিও। দেখ যে ব্যক্তি ভার্য্যা বা রাজ্য অপহরণ করে, সে সংগ্রামে শরণাগত হইলেও তাহাকে নিধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বন পর্ব্ব (নলোপাখ্যান পর্ব্ব) ৬৩ অধ্যায়।

অনন্তর দময়ন্তী ব্যাধের নিকট আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলেন। পাপাত্মা ব্যাধ অর্দ্ধবসনাবৃত দময়ন্তীর উন্নত শ্রোণী,

পীন পয়োধর, সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল ও কুটিল পক্ষ পরিশোভিত নয়নযুগল অবলোকনে এবং সুমধুর সম্ভাসণ শ্রবণে কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া বহুবিধ মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। মহানুভাবা দময়ন্তী সেই লুব্ধকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া একবারে রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন কামার্ত্ত লুব্ধক তাঁহার প্রতি বল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাঁহাকে প্রজ্বলিত শিখার ন্যায় বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট হইল। অনাথা দময়ন্তী এই প্রকার বিষম সময় উপস্থিত দেখিয়া রোষাকুলিত চিত্তে শাপ প্রদান করিলেন, যদি আমি নল ভিন্ন অন্যকে কদাচ চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই দুরাচার মৃগ-জীবন অবিলম্বেই হতজীবন হইয়া পতিত হউক। এই কথা বলিবামাত্র সেই মৃগ-জীবী জীবন পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি দগ্ধ তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইল।

বন পর্ব্ব (নলোপাখ্যান পর্ব্ব) ৭০ অধ্যায়।

পর্ণাদ নামক ব্রাহ্মণের প্রতি বাহুক রূপধারী ছদ্মবেশী নল-রাজের উক্তি ঃ—কুলকামিনীগণ বিষম দশা প্রাপ্ত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে; এই নিমিত্ত ঐ সকল পতিপরায়ণা নিঃসন্দেহ স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তাহারা ভর্ত্তৃ বিরহিত হইলেও কদাচ ক্রোধাবিষ্ট হয় না, প্রত্যুত সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার প্রাণ রক্ষা করে। নলরাজা দময়ন্তীর প্রতি আদরই প্রকাশ করুন বা অনাদরই প্রকাশ করুন, তথাচ

তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও একান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ করা দময়ন্তীর উচিত নহে।

বিরাট পর্ব্ব (কীচক বধ পর্ব্ব) ১৬ অধ্যায়।

দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি ঃ—বীরপত্নীগণ! স্বামীর নিমিত্ত অশেষ বিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া চরমে পতিলোক প্রাপ্ত হন।

সভা পর্ব্ব (দ্যূত পর্ব্ব) ৬৫ অধ্যায়।

দুঃশাসনের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি ঃ—আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ দোষারোপ করিতে বাঞ্ছা করি না।

আদি পর্ব্ব (খাণ্ডব দহন পর্ব্ব) ২৩৩ অধ্যায়।

লোপিতার প্রতি মহর্ষি মন্দপালের উক্তি ঃ— স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর সেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারত্রিক বিনাশক, বৈরাগ্নি-দীপক ও উদ্বেগ জনক আর কিছুই নাই।

সুব্রতা সর্ব্বভূত-বিশ্রুতা অরুন্ধতী, বিশুদ্ধ ভাব, প্রিয়কারী, হিতসাধন তৎপর, সপ্তর্ষি-মধ্যস্থ মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির মহিলান্তর-সংসর্গাশঙ্কা করিয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন, সেইনিমিত্ত তিনি লক্ষ্যালক্ষ্য অনভিরূপা হইয়াছেন।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৪৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—কপোতের প্রতি কপোতীর উক্তি ঃ—স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহাকে

নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে সমুদায় দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন। অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পরিণয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়াই ভর্ত্তাই স্ত্রীদিগের পরম দেবতা স্বরূপ গণ্য হন।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৪৮ অধ্যায়।

কপোত (স্বামী) বিরহিনী কপোতীর উক্তি ঃ—পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত সুখ প্রদান করিয়া থাকেন; স্বামীভিন্ন রমণীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই। ভর্ত্তাই স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বন। ভর্ত্তার নিমিত্ত সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও বিধেয়। এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণকালও আমার জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। পতিব্রতা নারী পতি বিহীন হইয়া কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ৯০ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণীর উক্তি ঃ—স্ত্রীজাতীর সত্য, রতি, ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অন্যান্য অভিলষিত বিষয় সকলই পতির আয়ত্ত; পতিই স্ত্রীগণের পরম দেবতা।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৬৬ অধ্যায়।

গোতম পুত্র চিরকারীর উক্তি ঃ—ভর্ত্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা।

বন পর্ব্ব (নলোপাখ্যান পর্ব্ব) ৬৮ অধ্যায়।

দময়ন্তী দর্শনে সুদেব নামক ব্রাহ্মণের স্বগত উক্তি ঃ—পতিই নারীর প্রধান ভূষণ।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৩ অধ্যায়।

বিদুরের উক্তি ঃ—স্ত্রীর বন্ধু স্বামী। শুশ্রূষা স্ত্রীর বল।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩২৯ অধ্যায়।

বেদব্যাসের প্রতি নারদের উক্তি ঃ—পণ্ডিতেরা কৌতূহলকে স্ত্রীগণের কলঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৮ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—পতিব্রতার মল কৌতূহল, স্ত্রীলোকের মল প্রবাস।

যথাকালে স্বামীকে সৎ পরামর্শ প্রদান করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩৬০ অধ্যায়।

ভার্য্যার প্রতি পদ্মনাভ নাগরাজের উক্তি ঃ—আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা অতিথিদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি ; তুমি সেইরূপ করিয়াছ ত ? আমি এখান হইতে গমন করিলে তুমি স্ত্রীবুদ্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্ম্ম প্রতি-পালনে শৈথিল্য প্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাইত ? নাগভার্য্যার উক্তি ঃ—নাথ ! অদ্য পঞ্চ দিবস হইল এক ব্রাহ্মণ

কোন কার্য্যোপলক্ষে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোন রূপেই আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গোমতী তীরে কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব এক্ষণে অবিলম্বে গোমতী তীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভার্য্যার প্রতি নাগরাজের উক্তি ঃ—মনুষ্য কখনই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়া আমাকে আপনার নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা অসুর ও দেবর্ষিদিগের অপেক্ষা নাগ সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত, সমধিক বরদ ও বন্দনীয়। মনুষ্যেরা কখনই আমাদিগের সন্দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

নাগপত্নীর উক্তি ঃ—নাথ! তিনি আপনার একান্ত ভক্ত। অতএব নৈসর্গিক রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মহিতকর ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

নাগরাজের উক্তি ঃ—প্রিয়ে! আমার যে, নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার বচনানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই নাই। আজি তুমি আমার যৎপরোনাস্তি উপকার করিলে। এক্ষণে তোমার সদৃশী ভার্য্যা লাভ করিয়া আমি আপনাকে শ্লাঘ্য বিবেচনা করিতেছি।

স্বামীর হিতার্থে স্ত্রীর অতি কঠিন কর্ত্তব্যপালন।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ৮১ অধ্যায়।

ধনঞ্জয়ের প্রতি উলূপীর উক্তিঃ—আমি আপনার হিত সাধনার্থই বভ্রুবাহনকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। আমার পরামর্শ অনুসারে বভ্রুবাহন আপনাকে পরাজিত ও নিপাতিত করিয়াছিল বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। পুত্র আত্মার স্বরূপ; এই নিমিত্ত আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হইলেন। আপনি ভারতযুদ্ধে শিখণ্ডীর সহিত সমবেত হইয়া অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া সংহারপূর্ব্বক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; যদি ঐ পাপের শান্তি না হইতে হইতেই আপনার প্রাণবিয়োগ হইত, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতেন। পূর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার পাপশান্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

পুত্র অপেক্ষা স্বামী প্রিয়তম।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ৮০ অধ্যায়।

চিত্রাঙ্গদার প্রতি উলূপীর উক্তি ঃ—আমি এই বালক বভ্রু-বাহনের জীবন প্রার্থনা করিতেছি না; কেবল লোহিতলোচন ধনঞ্জয় পুনর্জ্জীবিত হউন, এই আমার প্রার্থনা।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্ যান পর্ব্ব) ৮৯ অধ্যায়।

কৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর উক্তি :—দ্রূপদনন্দিনী পুত্র সহ বাস অপেক্ষা পতিসহবাস শ্লাঘ্য জ্ঞান করে, তন্নিমিত্তই সে প্রিয়তর পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পতিগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছিল।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২২ অধ্যায়।

মহামতি মৈত্রেয়ের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি :—যে গৃহে ভর্ত্তা স্বীয় গৃহিণীতে আসক্ত থাকে এবং গৃহিণী আপনার ভর্ত্তার প্রতিই যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর কল্যাণই উৎপন্ন হয়।

শান্তিপর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩২১ অধ্যায়।

রাজর্ষি—প্রধান বংশ-সম্ভূতা সুলভার প্রতি রাজর্ষি জনকের উক্তি :—স্ত্রী, পুরুষ পরস্পর অনুরক্ত হইয়া মিলিত হইলে উহাদের মিলন অমৃত তুল্য হয় ; কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন বিরক্ত ও একজন অনুরক্ত হইলে ঐ মিলন বিষতুল্য হইয়া উঠে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩২ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি :—প্রিয়তমা ভার্য্যা, প্রিয়-বাদিনী বনিতা ও বশ্যপুত্র ইত্যাদি জীবলোকের সুখ।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৭ অধ্যায়।

শ্রীর উক্তি :—যে ব্যক্তির গৃহে মহিলাগণ প্রহার-যন্ত্রণাভোগ করে, এবং পান ভোজন পাত্র ও আসন সমুদায় ইতস্ততঃ

বিকীর্ণ হইয়া থাকে, দেবতা ও পিতৃগণ, পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে তাহার সেই পাপময় গৃহে কদাচ হব্য কব্য ভোজন করেন না।

পতিব্রতা হিন্দুরমণীর আত্মসম্মানে আঘাত প্রাপ্তহেতু কঠিন কর্ত্তব্যপালন।

শল্য পর্ব্ব ৫ অধ্যায়।

কৃপাচার্য্যের প্রতি দুর্য্যোধনের উক্তি ঃ—দুঃশাসন সভামধ্যে সর্ব্বলোক সমক্ষে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার নিমিত্ত যে ক্লেশপ্রদান করিয়াছিলেন, দ্রৌপদী আমাদিগের নিকট অবমানিত হইয়া অবধি আমাদিগের বিনাশ ও ভর্ত্তৃগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিত্য স্থণ্ডিলে শয়নকরত অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন। কৃষ্ণসহোদরা সুভদ্রা স্বীয় মান-মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক দাসীর ন্যায় তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

পিতাকর্ত্তৃক স্বামীর অপমানে সতীর মহান্ আদর্শ পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ।

বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের উক্তি ঃ—দক্ষপ্রজাপতি বৃহস্পতি-যাগের আরম্ভকালে শিবপক্ষীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ, সুরেশ্বরগণের অবমাননা করিবার নিমিত্ত যাবতীয় ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃলোক ও অমর-

গণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই যজ্ঞে তাঁহার জামাতা মহেশ্বর ও কনিষ্ঠা কন্যা সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই।

সতী লোকমুখে সেই যাগারম্ভের কথা শ্রবণ করিয়া তথায় যাইবার জন্য উৎসুক হওয়ায় মহেশ্বরের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! আপনার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ-মহোৎসবে আমার ভগিনীগণ স্ব স্ব স্বামীসহ তথায় গমন করিতেছেন এবং যাবতীয় দেব, ঋষি, পিতৃলোক, ব্রহ্মর্ষি ও সুরগণের সমাগম হইবে। বহুদিন যাবৎ মাতৃভূমি দর্শন, ভগিনীগণ, মাতৃস্বসা, জননী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের সাক্ষাৎলাভ হয় নাই। সেই কারণ তথায় আপনার সহিত গমন করিয়া পিতৃদত্ত অলঙ্কারাদি লাভ ও ভগিনীগণ, মাতৃস্বসা, জননী, আত্মীয় স্বজন ও জন্মভূমির দর্শন এবং সেই মহোৎসবে যোগদানপূর্ব্বক পরম আনন্দ ও পরিতৃপ্ত হইবার একান্ত বাসনা হইয়াছে। পিত্রালয়ে উৎসবাদির বার্ত্তা শ্রবণে কন্যার মন স্বভাবতই পুলকিত হয়। নিমন্ত্রিত না হইলেও তথায় গমন করা বিশেষ অসঙ্গত নহে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক তথায় গমন করিবার অনুমতি প্রদান ও ব্যবস্থা করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, হে অনিন্দিতে! আত্মীয়, স্বজন, সুহৃৎ, পিত্রালয় ও যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রণ না হইলেও তথায় গমন করিয়া থাকে। কিন্তু সেই আত্মীয় স্বজন যদি বৃথা ধন-জন বল গর্ব্বিত ও বৃথা ক্রোধাভিভূত না হন, তথায় যাওয়া সঙ্গত, নচেৎ নহে। দেখ, দক্ষ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজাপতিত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া অবধি সে

আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ ও শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে।

আরও দেখ, যখন মরীচিগণের যজ্ঞে আমি গমন করিয়াছিলাম তখন সে বিনাপরাধে আমায় কটুবাক্য প্রয়োগ, তিরস্কার ও অপমান করিয়াছিল। সে আমার উপর বিরক্ত ও পরম শত্রু, তুমি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা, সকলের অপেক্ষা আদরণীয়া, তথায় গমন করিলে সম্মান, আদর ও গৌরবলাভের পরিবর্ত্তে অসম্মান, অনাদর, উপেক্ষা, অপমান ও দুর্ব্বাক্যে মর্ম্মাহত হইতে হইবে।

অতএব সে তোমার জন্মদাতা পিতা হইলেও তাঁহার মুখদর্শন করা উচিত নহে। যদি ইহা সত্ত্বেও তুমি তথায় গমন কর নিশ্চয়ই তোমার অমঙ্গল ঘটিবে, এইরূপ কহিয়া দেবাদিদেব নিরস্ত হইলেন।

সুরেশ্বরী, একপক্ষে স্বামীর অবমাননা অপর পক্ষে পিত্রালয় গমনের প্রবল ইচ্ছায় মন দোদুল্যমান হওয়ায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষোভে দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে দুর্ব্বিপাক নিবন্ধন স্বামীর অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। তখন শিবানুচরগণ মণিমান প্রমুখ প্রমথগণ মহাদেবের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়াই দেবীর অনুগমন করিলেন।

পিত্রালয়ে পিতা দক্ষ তাঁহাকে সমাদর করিলেন না। ঋত্বিকাদি সদস্যগণ দক্ষের ভয়ে সতীকে অভ্যর্থনা করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু জননী, সহোদরাগণ ও মাতৃস্বসৃগণ স্নেহাশ্রু-

লোচনে অগ্রসর হইয়া সতীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সম্ভাষণ ও কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মাতা উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণাদি-দানে সমাদর করিতে লাগিলেন। কিন্তু সতী পিতার অনাদর ও উপেক্ষায় মর্ম্মাহত হইয়া কিছুই গ্রহণ বা প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না।

পরে রুদ্রভাগ বিহীন যজ্ঞ ও স্বামীর প্রতি পিতার বিদ্বেষ, শত্রুতা, অবজ্ঞাপ্রদর্শন ও নিজের প্রতি উপেক্ষা দর্শনে ক্রোধে এতই অভিভূতা হইয়া উঠিলেন যেন তাঁহার কোপে সর্ব্বদিক্ ভস্মভূীত প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

সতীর কোপ দর্শনে শিবদূতগণ যজ্ঞভঙ্গার্থ উদ্যোগী হইলে, দেবী ইঙ্গিতে নিবারণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দক্ষ-প্রজাপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। যিনি অখিলাত্মা, বৈরতাশূন্য, ও সর্ব্বগুণাধার। ব্রহ্মাদি দেবগণ, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণ যাঁহার সদাই গুণগান করিয়া থাকেন। যাঁহার চরণ-নির্ম্মাল্য সকলে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক কৃতার্থবোধ করেন। যিনি গুণাতীত, পরমাত্মা সেই মহাদেবের আপনি নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বামীর নিন্দাবাদ স্বকর্ণে শ্রবণ করা পতিব্রতা রমণীর পক্ষে অসম্ভব। স্বহস্তে কর্ণাবৃত করিয়া সেই অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ অথবা সেইস্থলে নিন্দাবাদীর অপবিত্র রসনা সমূলে উৎপাটিত কিংবা স্বীয় জীবন উৎসর্গ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

হে পিতঃ! প্রমাদ বা অজ্ঞানতাবশতঃ যদি অপবিত্র অন্ন ভোজন করা হয়, তাহা হইলে তাহা তখনই উদ্গারপূর্ব্বক

নিক্ষেপ করাই শুদ্ধিলাভের অন্যতম উপায়। সেইরূপ যে ব্যক্তি মহদ্‌লোকের অবমাননা করে সে অতি নীচ ও কুৎসিৎ। তাহার সংসর্গে অবস্থান করাও লজ্জার বিষয়। অতএব আপনার অপবিত্র সংসর্গ-জাত মদীয় এই পাঞ্চভৌতিক দেহ নিতান্ত নিন্দনীয় ও নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপ কটুবাক্যে পিতাকে তিরস্কার করিয়া ভুবনমোহিনী তনু পীতবসনে আবৃত করত যজ্ঞশালায় উত্তরভাগে উপবেশন-পূর্ব্বক আচমন করিয়া নিমীলিত নেত্রে সেই অনাদি অনন্ত দেবাদিদেব মহাদেবে মনসংযত করিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিলেন। সতীর দেহত্যাগে স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে ভীষণ হাহাকার উত্থিত হইল।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায়।

বীর প্রসবিনী বিধবা মাতার সময়োচিত উপদেশ ও কর্ত্তব্য বোধ।

আশ্রমবাস পর্ব্ব—১৬-১৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি কুন্তীর উক্তিঃ—এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (কর্ণের) প্রীতির নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে। যখন দুরাত্মা দুঃশাসন অজ্ঞান বশতঃ দাসীর ন্যায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল;

তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, কুরুকুল এককালে দগ্ধ হইবে। কদাপি দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। সর্ব্বদা ভ্রাতৃগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজি কুরুকুলের ভার তোমার উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। পূর্ব্বে তোমরা জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিলে। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র; সুতরাং তোমাদিগের নাশ ও যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তোমরা ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী সুতরাং তোমাদিগের শত্রুর বশীভূত হওয়া কখন উচিত নহে। এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও তেজ বর্দ্ধন মানসে এবং হিতসাধনের নিমিত্তই বাসুদেবের নিকট বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্য ভোগের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্র লোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। পুত্র নির্জ্জিত রাজ্য ভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যানপর্ব্ব) ৮৯ অধ্যায়।

বাসুদেবের প্রতি কুন্তীর উক্তি ঃ—হে মাধব ! আমি পুত্রগণের অদর্শনে যেরূপ শোকাবিষ্টা হইয়াছি ; বৈধব্য, অর্থনাশ ও জ্ঞাতিগণের সহিত শত্রুতায় তাদৃশী শোকাকুলা হই নাই। যে নারী পরাধীন হইয়া জীবনধারণ করে, তাহাকে ধিক্ ! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয় কন্যা যে নিমিত্ত

গর্ভধারণ করে ; তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে ; অতএব যদি তোমরা এই সময়ে তাহার বিপরীতাচরণ কর ; তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব ; সময় ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। হে কৃষ্ণ ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-নিরত মাদ্রী তনয়-দ্বয়কে কহিবে যে, তোমরা বিক্রমার্জ্জিত সম্পত্তি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর।

কাপুরুষ পুত্রকে কর্ত্তব্যে নিয়োগে তেজস্বিনী বিধবা মাতার উপদেশ।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ১৩১—১৩৪ অধ্যায়।

বাসুদেবের প্রতি কুন্তীর উক্তিঃ—(বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ) ক্ষত্রিয়কুল-সম্ভূতা যশস্বিনী সাতিশয় ক্ষাত্রধর্ম্ম-নিরতা ক্রোধ-পরায়ণা দীর্ঘদর্শিনী বিদুলা নামে এক রমণী ছিলেন। ঐ বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞা কামিনী একদা স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও দীনের ন্যায় শয়ান দেখিয়া আক্ষেপ করত কহিতে লাগিলেন, হা অরাতি হর্ষবর্দ্ধন কুসন্তান ! তুমি আমার গর্ব্ভে বা তোমার পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ কর নাই ; কোনও অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছ। আত্মাবমাননা করিও না, অল্পে সন্তুষ্ট হইও না, নির্ভয়চিত্তে কার্য্যে মনোযোগ

কর। হে কাপুরুষ! গাত্রোত্থান কর; পরাজিত হইয়া শত্রু-গণের হর্ষ ও মিত্রগণের শোকবর্দ্ধন পূর্ব্বক শয়ান থাকিও না। যেমন সর্পদষ্ট কুক্কুর কদাচ নিধন প্রাপ্ত হয় না; তদ্রূপ অরি পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিও না। হে পুত্র! হয় স্বীয় প্রভাব উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মে নিরপেক্ষ হইয়া জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। হে ক্লীব! তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হইয়াছে, কীর্ত্তি সকল বিলুপ্ত হইয়াছে ও ভোগ মূল রাজ্য ধন বিলুপ্ত হইয়াছে; তবে আর কি নিমিত্ত জীবনধারণ করিতেছ? হে পুত্র! স্বীয় পুরুষাকার, সত্ত্ব ও মান অবলম্বন কর, এই কুল তোমার দোষেই নিমগ্ন প্রায় হইয়াছে, অতএব তুমি ইহার উদ্ধার কর। হে পুত্র! কোন কামিনী যেন ক্রোধ শূন্য নিরুৎসাহ নির্ব্বীর্য্য শত্রুকুলের আনন্দজনক পুত্র প্রসব না করে। পরের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে বলিয়া নরের নাম পুরুষ হইয়াছে। যে লোক স্ত্রীলোকের ন্যায় নিরীহ ভাবে কালাতিপাত করে, তাহার পুরুষ নামে কিছু সার্থকতা নাই। তখন সঞ্জয় তাঁহাকে কহিলেন, মাতঃ! যদি আমি তোমার নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হই, তাহা হইলে তোমার আভরণ, ভোগ সমুদায়, পৃথিবী বা জীবনে প্রয়োজন কি? বিদুলার উক্তি:—আমার বাসনা এই যে, তুমি ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পরপিণ্ডোপজীবী সত্ত্বশূন্য দীনগণের বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না। যে মহাবল পরাক্রান্ত বীরের বলবিক্রমে বান্ধবগণ সুখী হন, তাহার জীবন ধন্য। যে ব্যক্তি স্বীয় বল প্রভাবে

জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ইহলোকে বিপুল কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারে। বৎস! যদি তুমি এই অবস্থায় স্বীয় পৌরুষ পরিত্যাগ করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ তোমাকে হীনজনের পদবীতে পদার্পণ করিতে হইবে! যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি ঔষধ সেবনে অরুচি প্রকাশ করে, তদ্রূপ আমার এই অর্থোপপন্ন গুণ সংযুক্ত বাক্যে তোমার অরুচি হইতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে আত্মপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া গিরিদুর্গে গমনপূর্ব্বক সিন্ধুরাজের ব্যসন ও অবসর অনুসন্ধান কর, সিন্ধুরাজ অজর ও অমর নহে। হে সঞ্জয়! আমি যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় তোমার যশস্য ও শ্লাঘনীয় কার্য্য না দেখিব, তদবধি কখনই আমার শান্তি লাভ হইবে না। ব্রাহ্মণের নিকট "না" এই কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; আমি বা আমার ভর্ত্তা আমরা কেহই কখন ব্রাহ্মণের নিকট না বলি নাই, হে পুত্র! যদি তুমি শত্রুগণের প্রতি তেজ প্রকাশ না করিয়া নিতান্ত ক্লীবের ন্যায় ব্যবহার করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ পাপ ক্ষত্রিয় বৃত্তি পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। হে বৎস! এই কুল-সম্ভূত কোন ব্যক্তিই কখনও পরের অনুগমন করেন নাই। অতএব তোমারও পরের অনুগামী হইয়া জীবনধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়ের নত হওয়া কদাপি উচিত নহে, কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট নত হইবে। সঞ্জয়ের উক্তি ঃ—হে অকরুণে বীরাভি-মানিনি জননি! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বিধাতা লৌহ দ্বারা

আপনার হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি আপনার একমাত্র পুত্র; বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার এই প্রিয় পুত্র নেত্র পথ হইতে অন্তর্হিত হইলে সমুদায় পৃথিবী, ভোগ, আভরণ ও জীবনে আপনার প্রয়োজন কি? বিদুলার উক্তি ঃ—বৎস! মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করা কর্ত্তব্য; আমি এই দুই বিষয়ের নিমিত্তই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছি। যদি আমি তোমাকে অযশস্বী দেখিয়াও কিছু না বলি তাহা হইলে গর্দ্দভীর ন্যায় অকারণ ফল বিহীন বাৎসল্য প্রদর্শন করা হইবে।

সঞ্জয়ের উক্তি ঃ—জননি! পুত্রকে এরূপ কথা বলা কদাপি আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি জড় ও মূকের ন্যায় হইয়া আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।

বিদুলার উক্তি ঃ—হে পুত্র! তুমি যে আমাকে দয়া করিতে কহিলে, ইহা শুনিয়া আমি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, তুমি আমাকে মাতার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ; হে পুত্র! সমুদায় সৈন্ধবকে নিহত করিয়া যখন তোমাকে সম্পূর্ণ জয় লাভ করিতে দেখিব, তখন তোমাকে সম্মান করিব। বিদুলার পুত্র স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ছিলেন, তথাপি মাতার বিচিত্রার্থ পরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তাঁহার অজ্ঞানতা দূর হইল। তখন তিনি মাতাকে কহিলেন, জননি! আপনি আমাকে নিয়ত শ্রেয়স্কর পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন; অতএব আমি হয় সলিলমগ্ন মেদিনীর ন্যায় এই পৈত্রিক রাজ্য প্রত্যুদ্ধার, না হয় সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

অনুশাসন পর্ব্ব ৭৩ অধ্যায়।

সুররাজের প্রতি ব্রহ্মার উক্তিঃ—গোলোক নানা প্রকার; ঐ সমুদায় আমার ও পতিব্রতা রমণীগণের দৃষ্টিগোচর হয়।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান পর্ব্ব) ৭৪ অধ্যায়।

রাজা দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তিঃ—মরণান্তর আর কিছুই অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকে। পতিব্রতা ভার্য্যা যদি পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করে। আর যদি পূর্ব্বে পতির পরলোক হয়, তবে তাঁহার সহমৃতা হয়।

বিধবা স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য।

মৌষল পর্ব্ব ৭ম অধ্যায়।

মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলে, অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃত-দেহ নরযানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা নামে বসুদেবের পত্নী চতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্যালঙ্কারে বিভূষিতা ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। দেবকী প্রভৃতি পত্নী চতুষ্টয় বসুদেবকে প্রজ্বলিত চিতাতে

আরোপিত দেখিয়া তদুপরি সমারূঢ়া হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নী সমবেত বসুদেবের দাহ-কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। এই সময় অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণে উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইহাঁরা সকলেই হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজনপূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন।

পুত্রদর্শন পর্ব্ব (আশ্রমবাসিক পর্ব্ব) ৩৩ অধ্যায়।

বেদব্যাস বিধবা রমণীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সীমন্তিনীগণ! তোমাদের মধ্যে যাঁহার যাঁহার পতি-লোকবাসনা আছে তাঁহারা অবিলম্বে এই জাহ্নবী জলে অবগাহন করুন। বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র পতিব্রতা কৌরব-কামিনীগণ সেই গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া অচিরাৎ মানুষ দেহ হইতে মুক্তিলাভ ও দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত হইয়া বিমানারোহণে পতিলোকে প্রস্থান করিলেন।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১২৮-অধ্যায়।

সত্যবতী ভীষ্মকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্নুষাদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বনগমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত মার্গে প্রস্থান

পতিলাভের উপায়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮১ অধ্যায়।

শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি :—তিন রাত্রি উপবাস পূর্ব্বক গোমতীমন্ত্র জপ করিয়া পতিকামনা করিলে পতিলাভ হয়।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩৪১ অধ্যায়।

জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তি :—ঋগ্বেদোক্ত নারায়ণের স্তবপাঠ বা শ্রবণ করিলে কন্যা অভিলষিত পতিলাভ করে।

অনুশাসন পর্ব্ব। ১৯ অধ্যায়।

মহর্ষি অষ্টাবক্রের প্রতি তৎপিতা মহর্ষি বদান্যের উক্তি :— দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে (কৈলাস পর্ব্বতে) অতি কঠোর তপঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান উহাঁদের উভয়েরই অতি সন্তোষকর হইয়াছে।

শল্য পর্ব্ব (গদাযুদ্ধ পর্ব্ব)) ৪৯ অধ্যায়।

জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তিঃ—হে মহারাজ! বদর-পাচন তীর্থে ভারদ্বাজের শ্রুবাবতী নামে অসামান্যা রূপ-লাবণ্যবতী কৌমার ব্রহ্মচারিণী কন্যা দেবরাজের পত্নী হইবার অভিলাষে স্ত্রীজনের দুষ্কর বিবিধ তীব্র নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রুবাবতীর ভক্তি তপঃ অনুষ্ঠান ও নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, "তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে।" শ্রুবাবতী কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

কিরূপ চক্ষে স্ত্রীজাতিকে দেখা কর্ত্তব্য।

"বালাং বা যুবতীং রামাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা।
কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্বা বিভাবয়েৎ॥"

বালিকা হউক, বা যুবতী হউক, বা বৃদ্ধা হউক, বা সুন্দরী হউক, বা কুৎসিতা হউক, অথবা দুষ্টা হউক ইহাঁদিগকে নমস্কারের উপযুক্ত মনে করিবে।

"মাতৃবৎ পরদারেষু"—চাণক্যঃ।

মাতৃ চক্ষে স্ত্রীজাতিকে দেখিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৪ অধ্যায়।

পার্ব্বতীর প্রতি মহেশ্বরের উক্তি ঃ—যাঁহারা পরস্ত্রী সংসর্গের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও করেন না, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে মাতা ভগিনী ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন ; তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়।

যাঁহারা নির্জ্জনে কামুকী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াও যাঁহাদিগের মন বিচলিত না হয়, তাঁহারাই স্বর্গলাভের যথার্থ অধিকারী।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৫ অধ্যায়।

পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি ঃ—যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পরস্ত্রীর প্রতি কাম ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে পর-জন্মে জন্মান্ধ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা অসদভিসন্ধি করিয়া বিবসনা কামিনীকে নিরীক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে নিরন্তর রোগে নিপীড়িত হইয়া থাকে।

যে সকল দুরাত্মা পশ্বাদির সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত ও নিরন্তর স্ত্রীসংসর্গে অনুরক্ত হয় ও যাহারা গুরু দারা অপহরণ করে, তাহারা পরজন্মে ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব। ১৬২ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—বিবস্ত্রা স্ত্রী ও উলঙ্গ পুরুষকে দর্শন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

শান্তি পর্ব্ব। ২৮৯ অধ্যায়।

মহারাজ সগরের প্রতি মহাত্মা অরিষ্টনেমীর উক্তি :—যে ব্যক্তির মন স্ত্রীলোক দর্শনে বিকৃত না হয়; সে ব্যক্তি যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

পরস্ত্রী স্পর্শে পাপ।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৯ অধ্যায়।

বৃদ্ধা তপস্বিনীর প্রতি অষ্টাবক্রের উক্তি :—বৃদ্ধা অসঙ্গত প্রার্থনা করিলে অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! আমি কদাচই পর-নারী স্পর্শ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা ঐ কার্য্যকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনুশাসন পর্ব্ব। ২য় অধ্যায়।

সুদর্শনের উক্তি :—“প্রিয়ে! কোথায় গমন করিলে?” ওঘবতী তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না। অতিথি তাঁহাকে কর দ্বারা স্পর্শ করাতে, তিনি আপনাকে উচ্ছিষ্ট বিবেচনা করিয়া নিতান্ত লজ্জিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৯৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—স্ত্রীলোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন করা উচিত নহে।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

ইতি মনুসংহিতা।

মাতা, ভগিনী, অথবা কন্যার সহিত (নির্জ্জনে) একাকী মিলিত হইবে না। কারণ অত্যন্ত বলবান্ ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান্ ব্যক্তিরও চিত্ত বিকৃতি ঘটাইয়া থাকে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্ যান পর্ব্ব) ১১২ অধ্যায়।

গরুড়ের প্রতি শাণ্ডিলীর উক্তি :—স্ত্রীলোক বস্তুত নিন্দনীয় হইলেও কখন তাহার নিন্দা করিও না।

শান্তিপর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—যে কন্যা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে এক অংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির দোষ।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৬ অধ্যায়।

কুন্তীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি :—আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাতেই আমাকে বিষম দুঃখভোগ করিতে হইল।

অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারিবে না। শোকাকুলিত চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে স্ত্রীজাতির প্রতি শাপ প্রদান করিলেন।

বনপর্ব্ব (তীর্থ যাত্রাপর্ব্ব) ১২৪ অধ্যায়।

দেবরাজের বিনয় নম্র বাক্য শ্রবণে মহাত্মা চ্যবন মুনির ক্রোধানল অচিরাৎ উপশম হইলে তিনি তাঁহাকে মদাসুর হইতে মুক্ত করিলেন। পরে সেই মদকে স্ত্রীজাতি, পান, অক্ষ-ক্রীড়া ও মৃগয়াতে বিভক্ত করিয়া দিলেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—পরপুরুষ দূষণ স্ত্রীজাতির স্বভাব।

উদ্যোগপর্ব্ব (প্রজাগরপর্ব্ব) ৩৫ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—মহিলাগণেই চাপল্য জন্মে।

স্ত্রী ও পুরুষ জাতির গুণ।

উদ্যোগপর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৩ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—শীলই পুরুষের প্রধান গুণ ;

অনুশাসন পর্ব্ব ১২ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—(ভৃঙ্গাস্বন রাজার পুরাতন ইতিহাস।) ধর্ম্মদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, মৃদুত্ব কোমলত্ব ও কাতরত্ব এই তিনটী স্ত্রীলোকের এবং ব্যায়াম সহিষ্ণুতা ও বীর্য্যবত্তা এই তিনটী পুরুষের প্রধান গুণ।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য।

অনুশাসনপর্ব্ব ৪৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—(দক্ষের মত) স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী, পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতি নিবন্ধন সে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না। অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতিসম্পাদন ও তাহা-দিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনী-গণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক হয় না। কুল-কামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হইয়া যায়।

যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপ, অতএব উহাদিগকে প্রতি-পালন করিলে লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।

উদ্যোগপর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৭ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি :—পূজনীয়া সচ্চরিত্রা ভাগ্যবতী, রমণী সকল গৃহের শ্রী ও দীপ্তি স্বরূপ, অতএব তাহাদিগকে সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করিবে। পিতার হস্তে অন্তঃপুর, মাতার হস্তে মহানস এবং পুত্রের হস্তে দ্বিজ সেবার ভার ন্যস্ত করিবে।

উদ্যোগপর্ব্ব (প্রজাগরপর্ব্ব) ৩৬ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি :—যে স্ত্রীগণকে অত্যন্ত পরিবাদিত (নির্জ্জিত) করে, তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ৯০ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণীর প্রতি ব্রাহ্মণের উক্তি :—কীট পতঙ্গদিগেরও ভার্য্যার ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পত্নীর দয়াতেই পুরুষের শরীর রক্ষা হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, সন্তান ও পিতৃকার্য্য সমুদায় ভার্য্যার অধীন। যে ব্যক্তি ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে না পারে, তাহাকে ইহলোকে অযশ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

বনপর্ব্ব (নলোপাখ্যান) ৬৯ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণের প্রতি দময়ন্তীর উক্তি :—পত্নীকে সতত রক্ষা ও প্রতিপালন করা পরিণেতার অবশ্য কর্ত্তব্য।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান) ৭৪ অধ্যায়।

রাজা দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তি :—ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভৎর্সিত হইলেও তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করা স্বামীর কদাপি বিধেয় নহে ; কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখ-সাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত।

পত্নীগণের প্রতি তুল্য প্রীতি প্রদর্শন করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

শল্য পর্ব্ব (গদা যুদ্ধ পর্ব্ব) ৩৬ অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে দান করেন। ঐ সমস্ত কন্যার মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ছিলেন। ভগবান্ চন্দ্র তাঁহারই প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাঁহারই সহিত সুখ সম্ভোগ করিতেন। তদ্দর্শনে দক্ষতনয়ারা কুপিতা হইয়া পিতৃ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমাদিগের প্রতি চন্দ্রের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তিনি নিরন্তর

রোহিণীর সহিত সুখসম্ভোগে কালযাপন করিয়া থাকেন। অতএব আমরা আপনার সমক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক মিতাহারিণী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর নতুবা তোমার ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে। তখন দক্ষ কন্যারা পিতার অনুমতিক্রমে চন্দ্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলেন। চন্দ্র তাঁহাদের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া প্রীত মনে রোহিণীর সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যাগণ পুনরায় দক্ষ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! চন্দ্র আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। আমাদের উপর তাহার আর কিছুমাত্র প্রীতি নাই। অতএব আমরা আপনার শুশ্রূষায় নিরতা হইয়া আপনারই সন্নিধানে কালযাপন করিব, দক্ষ কন্যাগণের কথা শ্রবণে চন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্য প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তোমাকে শাপ প্রদান করিব। চন্দ্র তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কালহরণ করিতে লাগিলেন। পুনরায় দক্ষ কন্যাগণ পিতৃ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক জ্ঞাত করিল যে চন্দ্র আমাদের সহবাসে এককালে বিমুখ হইয়াছেন। কন্যাগণের বাক্যশ্রবণে দক্ষ একান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। যক্ষ্মা দক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। চন্দ্র নিজে যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া

দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। সুরগণ চন্দ্রের মুখে ক্ষয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দক্ষের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! চন্দ্রকে শাপ হইতে বিমুক্ত করুন। দক্ষ কহিলেন, চন্দ্র সারস্বত তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক পত্নীগণের প্রতি নিয়ত তুল্যরূপ স্নেহ-প্রদর্শন করিলে শাপ বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। তখন চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অমাবস্যায় সরস্বতীতে গমন করিয়া প্রভাসাখ্যতীর্থে অবগাহন-পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। মহর্ষি দক্ষ কন্যাগণকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদায় দিয়া প্রীত মনে চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি স্বীয় পত্নীগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না।

অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীর সেবা কর্ত্তব্য।

বন পর্ব্ব (তীর্থ যাত্রা পর্ব্ব) ১৪৩ অধ্যায়।

দ্রৌপদী পদব্রজে গমন করিতে অক্ষম হইয়া একান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিবর্ণবদনা দেখিয়া ক্রোড়ে করিয়া কাতরস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরা বারংবার দ্রৌপদীর গাত্রে করস্পর্শ ও সুশীতল জলার্দ্র ব্যজন

দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। নকুল ও সহদেব কিণাঙ্কিত-পাণি দ্বারা অল্পে অল্পে দ্রৌপদীর চরণ সংবাহন করিতে লাগিলেন।

বনপর্ব্ব (তীর্থ যাত্রা পর্ব্ব) ১৪৯ অধ্যায়।

ভীমসেনের প্রতি হনুমানের উক্তি ঃ—স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ইত্যাদির সহিত কদাচ গূঢ় মন্ত্রণা করিবে না।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্ যান পর্ব্ব) ৮৯ অধ্যায়।

কুন্তীর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি ঃ—আপনার ভর্ত্তা সতত আপনার সম্মান করিতেন।

আদি পর্ব্ব (খাণ্ডব-দহন পর্ব্ব) ২৩৩ অধ্যায়।

লপিতার (স্ত্রী) প্রতি মহর্ষি মন্দপালের উক্তি ঃ—পুরুষের ভার্য্যার প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু পতিপরায়ণা কামিনীও পুত্রবতী হইলে স্বামীর প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অনুরক্তা থাকে না।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৮ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না।

শান্তি পর্ব্ব ৫৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যাকে অর্ণব মধ্যে ভগ্ন নৌকার ন্যায় অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৯ অধ্যায়।

লোমশের উক্তি ঃ—পরস্ত্রী গমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ এই দ্বিবিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ। যাহারা উহার অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের প্রদত্ত পিণ্ডগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন এবং দেবগণও তাহাদিগের হবনীয় দ্রব্যে সমাদর করেন না। অতএব পরস্ত্রী গমন ও বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হওয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৭৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—বন্ধ্যা ভার্যা কিছুমাত্র কার্য্যকারক নহে।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৩৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি ঃ—যথাসময় ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম। যে ঐরূপ কার্য্য করে, তাহাকে ঐ কুকর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

বন পর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ১৩২ অধ্যায়।

রাজা জনকের প্রতি অষ্টাবক্রের উক্তি ঃ—পথিমধ্যে যাবৎ কাল ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ অগ্রে অন্ধ, তৎপরে বধির, স্ত্রী, ভারবহ ও রাজারা, ক্রমান্বয়ে গমন করিবে।

বন পর্ব্ব (অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্ব) ১৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বাসুদেবের উক্তি ঃ—স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া ও সুরাপান এই কামসমুত্থিত ব্যসন চতুষ্টয় দ্বারা লোক সকল শ্রীভ্রষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যসনই বহু দুঃখাকর ও দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন।

ধন বিভাগ আইন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—সহধর্ম্মিণীকে তিন সহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করা ভর্ত্তার অবিধেয়। সহধর্ম্মিণী সেই ভর্ত্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিবে। পতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্ত্রী পতি ধনের উত্তরাধিকারিণী হইয়া কেবল উপভোগ করিবে, উহার বিক্রয়াদি করিবার অধিকার কিছুমাত্র নাই। ভর্ত্তৃধন অপহরণ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে।

অনুশাসন পর্ব্ব ২৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা উহার দ্বারা পিতৃকার্য্য করা কদাচ বিধেয় নহে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৯৪ অধ্যায়।

মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক উৎপাটিত মৃণাল সমুদায় অকস্মাৎ অপহৃত হওয়ায় মহর্ষি ও দেবর্ষিগণের শপথ—যে আপনার

মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ ও নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করুক। (অতএব উহা নিন্দনীয়)।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৬৬ অধ্যায়।

গৌতম পুত্র চিরকারীর উক্তি ঃ—যদি পুরুষ কোন রমণীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তাহার রক্ষায় পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ ঘটিলেও সে নিন্দনীয় হয় না। স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন এই উভয়বিধ গুণ বিরহে তাহাকে ভর্ত্তা বা পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই; প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলে তাহার স্বামীকেই সেই বিষয়ে অপরাধী স্থির করা উচিত, পুরুষেরই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ; স্ত্রীলোক পুরুষেরই একান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না।

রাজ্ঞি অমাত্যজো দোষঃ
পত্নী পাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপম্
গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

তন্ত্রসারঃ।

অমাত্যজনিত যে দোষ, তাহা রাজাতে বর্ত্তে; স্ত্রীকৃত পাপ স্বামীতে বর্ত্তে। সেইরূপ শিষ্যকৃত পাপ গুরুতে নিশ্চয়ই বর্ত্তিয়া থাকে।

"ভার্য্যামূলং গৃহস্থস্য পুণ্যপাপাদিকঞ্চ যৎ
অর্দ্ধাঙ্গিনী যতো জায়া তস্মাৎ পুণ্যার্দ্ধভাগিনী।
পত্যুঃ স্বানি চ পাপানি ভোক্তান্যো ন হি বিদ্যতে॥
—মেধাতিথিঃ

গৃহস্থ ব্যক্তির পুণ্য ও পাপাদি সমস্ত ক্রিয়াই ভার্য্যামূলক। যে হেতু জায়া ধর্ম্মের অর্দ্ধভাগিনী অতএব অর্দ্ধাঙ্গিনী নামে অভিহিতা। পতির স্বকীয় পাপ সমূহের কেহ ভাগী হয় না।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—যে ব্যক্তি গর্ভিণীকে নিপতিত করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যা পাপের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

অনুশাসন পর্ব্ব। ১১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বৃহস্পতির উক্তিঃ—স্ত্রীহত্যাকারী নরাধমকে দেহান্তে যমলোকে গমনপূর্ব্বক বহুতর ক্লেশভোগ ও বিংশতি প্রকার নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঐ যোনিতে বিংশতি বৎসর নরকভোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সভা পর্ব্ব (দ্যূত পর্ব্ব) ৬৭ অধ্যায়।

দুঃশাসনের প্রশ্নের উত্তর দানে কুরুসভায় দ্রৌপদীর

উক্তি ঃ—শুনিয়াছি ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোককে সভামধ্যে আনয়ন করিতে নাই। আমি স্বয়ম্বর কালে রঙ্গমধ্যে সমাগত ভূপাল-গণের নেত্রপথে একবার নিপতিত হইয়াছিলাম।

নাশ্নীয়াৎ ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেৎ চাশ্নতীং
ইতি মনুঃ।

স্ত্রীর সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবে না, এবং স্ত্রীর আহারের সময় তাহাকে দেখিবে না।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৩৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—(মার্জ্জার মূষিক সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস) ঃ—শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, স্ত্রী ও সমস্ত ধন দিয়াও আত্মরক্ষা করাও কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধন ও পুত্রাদি সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৮২ অধ্যায়।

শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি রাজা যযাতির উক্তি ঃ—পরিহাস প্রসঙ্গে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কটে ও সর্ব্বস্ব নাশ কালে মিথ্যা ব্যবহার কদাচ দোষাবহ নহে।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—স্ত্রীর নিকট মিথ্যা প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩২১ অধ্যায়।

রাজর্ষি জনকের প্রতি স্থূলভার উক্তিঃ—গুণবতী স্ত্রীর নিকট কপটতা কাহারও বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি উহাদের নিকট কপটতা প্রকাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৩৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেদব্যাসের উক্তিঃ—স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাতে স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, স্বামীকেও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—ভার্য্যা ব্যভিচারিণী বা কারাগারে নিরুদ্ধা হইলে তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রদান করিবে। ব্যভিচারী পুরুষের যে ব্রত ব্যভিচারিণী স্ত্রীকেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে।

ব্যভিচারী স্ত্রী পুরুষের প্রতি রাজার কর্ত্তব্য।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

ভীষ্মের উক্তিঃ—যে নারী আপনার পতিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিকৃষ্ট জাতির সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহাকে

প্রশস্ত প্রকাশ্য স্থানে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষকে বহ্নিতপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ান করাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্ত্তব্য।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—পরস্ত্রী গমন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পরস্ত্রী গমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পরস্ত্রী গমন করে, তাহাকে সেই কামিনীর কলেবরে যাবৎসংখ্যক রোমকূপ থাকে, তাবৎ সংখ্যক বৎসর নরকভোগ করিতে হয়। যাহারা অসবর্ণা পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ুঃ ও পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ২৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যাহারা পরদারাপহরণ, পরস্ত্রী-সংসর্গ, পারদারিক কার্য্যে দৌত্য কার্য্য করে এবং যাহারা বালিকা বৃদ্ধা ও অনাথা স্ত্রীদিগের বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়; তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। পরম যত্ন সহকারে ভার্য্যাকে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষ্যা প্রদর্শন আয়ুঃ ক্ষয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া

থাকে। পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে তাহার শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক।

উদ্যোগ পর্ব্ব (সনৎ সুজাত পর্ব্ব) ৪২ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎ সুজাতের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি ভার্য্যা-দ্বেষী, সে নৃশংস মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ২৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পোষ্য-বর্গ ও অতিথিদিগকে ভোজ্যবস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয়।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৭ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—স্ত্রী বা বালক যে স্থলে শাসনকর্ত্তা তত্রত্য লোকও উৎসন্ন হইয়া যায়।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৯৭ অধ্যায়।

গঙ্গার প্রতি রাজা প্রতীপের উক্তি ঃ—তুমি কামিনী ভোগ্য বামোরু পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূ সেব্য দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুত্রবধূ স্থানীয়া হইয়াছ। অতএব কিরূপে তোমাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৫ অধ্যায়।

সুররাজের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—যে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ

সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ করে তাহাদিগকে ষড়শীতি বৎসর দুর্ব্বৃত্ত ও কুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া কালযাপন করিতে হয়।

শান্তি-পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৮৯ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যথাকালে পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবনধারণে সমর্থ ও যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক স্নেহপাশ বিমুক্ত হইয়া যথাসুখে পরিভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা পুত্রবৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে বিষয় কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থের অন্বেষণ করা উচিত। পুত্র হউক বা না হউক প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছা লব্ধ দ্রব্যে সন্তোষ লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—পুরুষদূষণ স্ত্রী জাতির স্বভাব। অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যেরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আসক্তি প্রদর্শন করিবে না।

পুত্রের উদ্দেশ্য।

পিণ্ড নিমিত্ত এবং পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ নিমিত্ত এবং ইহলোক ও পরলোকের শুভকার্য্যের ফলভোগ হেতু পুত্রের আবশ্যক।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১২০ অধ্যায়।

শংসিতব্রত মহর্ষিগণের প্রতি পাণ্ডুর উক্তি ঃ—হে মহাভাগ-গণ! অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নাই; আমি অনপত্য, পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই, এ নিমিত্ত আমার মন সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুজঋণ, এই চতুর্ব্বিধ ঋণে ঋণবান্ হয়। এই সমস্ত ঋণ যথাকালে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। আমি পিতৃঋণ হইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই।

কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর উক্তি ঃ—ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা, কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয় না। আমি সন্তানবিহীন, আমার শুভলোক প্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হে কুন্তি! আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ। অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি। দেখ পূর্ব্বে শরদণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শান্তিপর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ২১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবস্থানের উক্তি ঃ—স্বায়ম্ভুব মনুও স্বয়ং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদনকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ২৮ অধ্যায়।

বিদেহ দেশাধিপতি জনকের প্রতি মহামতি অশ্মার উক্তিঃ—পিতৃলোক, দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোকের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ১৯৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তিঃ—অপুত্র ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিস্ফল।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ১১৭ অধ্যায়।

ভোজরাজ উশীনরের প্রতি মহর্ষি গালবের উক্তিঃ—আপনি পুত্রহীন এক্ষণে ইহার (মাধবীর) গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃগণকে ও আত্মাকে পরিত্রাণ করুন। পুত্রবান্ ব্যক্তিকে অপুত্রের ন্যায় স্বর্গভ্রষ্ট ও নিরয়গামী হইতে হয় না।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৭ অধ্যায়।

গার্গ্যের উক্তিঃ—কোন ব্যক্তির শ্রাদ্ধ, দৈব কার্য্য তীর্থযাত্রা বা পর্ব্ব উপলক্ষে হবনীয় দ্রব্য আহরণ করিলে যদি পুত্রবিহীনা স্ত্রী উহা দর্শন করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাহার ঐ দ্রব্য ভোজনে পরাঙ্মুখ হন এবং পিতৃগণ ত্রয়োদশ বর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

আদি পর্ব্ব (আস্তীক পর্ব্ব) ১৩ অধ্যায়।

একদা সাক্ষাৎ প্রজাপতি সদৃশ ব্রহ্মচারী উর্দ্ধরেতা, পরম-ধার্ম্মিক জরৎকারু মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কতিপয় ব্যক্তি উর্দ্ধপদ ও অধোমস্তক হইয়া মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অপনারা কে? কি নিমিত্তই বা মূষিকছিন্নমূল উশীরস্তম্বমাত্র অবলম্বন করিয়া অধোমুখে এই মহাগর্ত্তে লম্বমান্ রহিয়াছেন? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবর নামে ঋষি; সন্তানক্ষয় হওয়াতে অধঃপতিত হইতেছি। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য আমাদিগের জরৎকারু নামে এক পুত্র আছে; সেই দুর্ম্মতি, পুত্রার্থ দারপরিগ্রহ না করিয়া সংসার সুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অহর্নিশি কেবল তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছে। সুতরাং কুলক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া এই মহাগর্ত্তে লম্বমান্ রহিয়াছি। জরৎকারু কহিলেন, আপনারাই আমার পূর্ব্বপুরুষ, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি করিব। পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! তোমার ও আমাদিগের পারত্রিক মঙ্গল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কুলরক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হও। লোকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা যেরূপ সদ্‌গতি সম্পন্ন হয়, ধর্ম্মফল দ্বারা সেরূপ সদ্‌গতিলাভ করিতে পারে না।

আদি পর্ব্ব (আস্তীক পর্ব্ব) ৪৫ অধ্যায়।

মহর্ষি জরৎকারুর প্রতি পিতৃগণের উক্তিঃ—আমাদের তপঃ-সিদ্ধ আছে, আমাদের কঠোর তপস্যার ফল অদ্যাপি বিনষ্ট হয়

নাই। কেবল বংশক্ষয়োপক্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা এই অপবিত্র নরকে নিপতিত হইতেছি। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, "সন্তানই পরম ধর্ম্ম।" আমরা সবান্ধবে এই গর্ত্তে পতিত হইলে তাঁহাকেও (জরৎকারুকেও) কালনিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হইবে। হে ব্রহ্মণ্! কি তপস্যা, কি অন্যান্য পুণ্য কর্ম্ম, সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না।

বন পর্ব্ব (তীর্থ যাত্রা পর্ব্ব) ৯৬ অধ্যায়।

একদা ভগবান্ অগস্ত্য এক গর্ত্তে অধোমুখে লম্বমান্ পিতৃগণকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি কারণে অধোমুখে গর্ত্তে লম্বমান্ রহিয়াছেন? তাঁহারা কম্পিত কলেবরে কহিলেন, বৎস! আমরা সন্তানার্থ এই গর্ত্তে লম্বমান্ হইয়া রহিয়াছি? আমরা তোমারই পূর্ব্বপুরুষ, এক্ষণে কেবল ত্বদীয় সন্তানের নিমিত্ত এইরূপ দুর্ব্বিসহ দুঃখ ভোগ করিতেছি। যদি তুমি সন্তান উৎপাদন কর, তাহা হইলে আমরা এই ঘোরতর নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব এবং তুমিও চরমে পরমগতি প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই! অগস্ত্য কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি আপনাদের এই মনোরথ পূর্ণ করিব। উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৯৫ অধ্যায়।

বেদব্যাসের প্রতি সত্যবতীর উক্তি ঃ—বৎস! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য পুত্র বিহীন হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন,

এক্ষণে তুমি তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা কর। দ্বৈপায়ন মাতার আজ্ঞায় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হইবে বলিয়া বরদান করিলেন।

কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুরাজের উক্তি ঃ—আমি শুনিয়াছি, অপুত্র ব্যক্তি নিরয়গামী হয়; অতএব তুমি অপত্যোৎপাদন করিয়া আমার আয়তির শুভবিধান কর।

আদি পর্ব্ব (খাণ্ডবদহন পর্ব্ব) ২২৯ অধ্যায়।

মন্দপাল নামে এক পরমধাম্মিক তপঃপরায়ণ, বেদ-পারগ মহর্ষি ছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি তপস্যার পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হইয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃলোকে গমন করিলেন; কিন্তু তথায় তপস্যার ফলপ্রাপ্ত হইলেন না। মহর্ষি বহুদিন অনুষ্ঠিত তপস্যা নিষ্ফল হইল দেখিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপস্থ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; হে সুরগণ! আমি কি নিমিত্ত বহু দিবসার্জ্জিত তপস্যার ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম, বলুন। দেবগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেব, ঋষি ও পিতৃ, এই ঋণত্রয়গ্রস্ত হয়। ঐ ঋণত্রয়ের মধ্যে যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, তপস্যার দ্বারা ঋষিঋণ ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তুমি তপশ্চারণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ কিন্তু তোমার সন্তান নাই। এই নিমিত্ত তোমার সমুদায় কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়াছে। অতএব তুমি পরম যত্ন সহকারে অপত্যোৎপাদন কর, তাহা হইলে এই অমরলোকে পরমসুখ

সমৃদ্ধিভোগ করিতে পারিবে। হে দ্বিজোত্তম! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে রক্ষা করে, অতএব তুমি অবিলম্বে অপত্যোৎপাদনে যত্নবান্ হও। মহর্ষি মন্দপাল দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বহু প্রসবশালী বিহঙ্গমমণ্ডলে গমন করত শাঙ্গর্কমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জরিতানাম্নী এক শাঙ্গিকার গর্ভে চারিটী ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপাদন করিলেন।

উদ্যোগপর্ব্ব (প্রজাগরপর্ব্ব) ৩৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—অগ্রে অপত্যোৎপাদন-পূর্ব্বক ঋণশূন্য হইয়া পশ্চাৎ অরণ্য গমনপূর্ব্বক মুনি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবে।

বন পর্ব্ব (তীর্থ যাত্রা পর্ব্ব) ১৩৩ অধ্যায়।

জনকের প্রতি কহোড়ের উক্তি ঃ—হে জনক! লোকে এই নিমিত্তই পুত্রের কামনা করে, যেহেতু অবলের বলবান, অজ্ঞের পণ্ডিত এবং অবিদ্বানেরও বিদ্বান্ পুত্র জন্মিয়া থাকে।

দ্রোণ পর্ব্ব (ঘটোৎকচ বধ পর্ব্ব) ১৭৪ অধ্যায়।

ঘটোৎকচের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঃ—হে ভীমবিক্রম ভীমতনয়! তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং আপনার তেজস্বিতা ও অস্ত্রবলের অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িম্বা-তনয়! মানবগণ পুত্র দ্বারা বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত ইহলোকে দুঃখ হইতে

বিমুক্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইবার মানসে পুত্র কামনা করিয়া থাকেন।

আদি পর্ব্ব (বকবধ পর্ব্ব) ১৫৯ অধ্যায়।

পিতামাতার প্রতি ব্রাহ্মণ কন্যার উক্তি ঃ—"সন্তান বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে" এই ভাবিয়াই লোকে অপত্যকামনা করিয়া থাকে। ইহকালে ও পরকালে পরিত্রাণ করে বলিয়া পণ্ডিতগণ পুত্রের পুত্র নাম দিয়াছেন। পিতামহগণ, আমার গর্ভে দৌহিত্র উৎপন্ন হইবে, এই অভিলাষ করেন ; কারণ তাহা হইলে পিণ্ডলোপের ভয় হইতে পরিত্রাণ হয়। পুত্র আত্মার স্বরূপ এবং কন্যা কৃচ্ছ্র স্বরূপ।

আদি পর্ব্ব (শকুন্তলোপাখ্যান) ৭৪ অধ্যায়।

রাজা দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তি ঃ—ভগবান্ মনু কহিয়াছেন ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ।

পুত্র লাভের উপায়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমাতে একবার মাত্র আহার করিলে ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হয়। সে কদাচ বংশহীন বা দরিদ্র হয় না।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮১ অধ্যায়।

শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি ঃ—তিন রাত্রি উপবাস-পূর্ব্বক গোমতী মন্ত্র জপ করিয়া পুত্র কামনা করিলে পুত্র লাভ হয়।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৬ অধ্যায়।

জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তি ঃ—কামিনীগণ পুত্রলাভ বাসনায় এই বিষ্ণু কথাত্মক মহাভারত শ্রবণ করিবেন।

উদ্যোগপর্ব্ব (প্রজাগরপর্ব্ব) ৩৮ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি জ্ঞাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তাহার পুত্র ও পশু বৃদ্ধি হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৫ অধ্যায়।

সুররাজের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—যাহারা বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের বংশে পুত্রোৎপন্ন হয় না।

পিতৃগণের উক্তি ঃ—যে সমস্ত মনুষ্য অমাবস্যাতে পিতৃ-লোকের উদ্দেশে তাম্রপাত্র করিয়া মধুমিশ্রিত তিলোদক দান করে তাহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। তাহাদের সন্তানগণ সতত হৃষ্ট মনে কালযাপন করে এবং তাহাদের বংশে সন্তান-সন্ততিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৬১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যাঁহারা পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে ভরণপোষণ করেন, তাঁহাদের অচিরাৎ অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব। ৬৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—রত্নগর্ভা ভূমিদান করিলে বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কুল

মহাকুল সংজ্ঞা

উদ্যোগপর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৫ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—যে কুলে তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বেদাধ্যায়ন, ধন, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্য বিবাহ ও সতত অন্ন-দান, এই সাতটী পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে তাহাই মহাকুল।

পিত্রাদি যাঁহাদিগের চরিত্র দর্শনে ব্যথিত না হন, যাঁহারা এককালে মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নমনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং স্বীয় বংশ মধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপনের অভিলাষ করেন, তাঁহারাই মহাকুল প্রসূত। যে সমস্ত কুল, ধর্ম্ম-দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, সেই সকল কুল অল্প ধনসম্পন্ন হইলেও যশোলাভ করিয়া কুলমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। যে কুলে ধর্ম্ম নাই, তাহা বিদ্যা, পশু, অশ্ব, কৃষি ও সমৃদ্ধি দ্বারা কখনই সমুজ্জ্বল হইতে পারে না।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যে কুলে পাপাত্মারা জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলের কীর্ত্তি বিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২২৮ অধ্যায়।

দেবরাজের প্রতি লক্ষ্মীর উক্তি ঃ—পূর্ব্বপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রে অর্থদান করিলে পুত্র পৌত্রাদিরা তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৮০ অধ্যায়।

রাজা বৃষপর্ব্বার প্রতি শুক্রাচার্য্যের উক্তি ঃ—অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপ পরায়ণ ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। যদিও

তাহার ফলভোগ না হয়, তত্রাপি তাহার পুত্র বা পৌত্রদিগকেও তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৯১ অধ্যায়।

মান্ধাতার প্রতি উতথ্য মুনির উক্তি ঃ—পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফলভোগ না করে, তাহা হইলে পুত্র পৌত্র বা প্রপৌত্রকে উহা ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যানপর্ব্ব) ১১৪ অধ্যায়।

গরুড়ের প্রতি কাশীশ্বর মহারাজ যযাতির উক্তি ঃ—অর্থী যাচ্ঞা করিয়া হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে কুল দগ্ধ হইয়া যায়। অর্থী ব্যক্তি হতাশ হইয়া প্রতি নিবৃত্ত হইলে, প্রত্যাখ্যানকারীর পুত্র ও পৌত্র বিনষ্ট হয়।

বন পর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ৮২ অধ্যায়।

ভীষ্মের প্রতি পুলস্ত্যের উক্তি ঃ—সংযতচিত্তে কুমারকোটিতে গমনপূর্ব্বক অভিষেক এবং দেব পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে লোক নিজ কুল উদ্ধার করে। এবং রুদ্রকোটিতে স্নান করিলে কুলোদ্ধার হয়।

বনপর্ব্ব (তীর্থযাত্রাপর্ব্ব) ৮৩ অধ্যায়।

ভীষ্মের প্রতি পুলস্ত্যের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি অগ্নিতীর্থে গমন পূর্ব্বক স্নান করে, সে ব্যক্তি স্বীয় কুল উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি পবিত্র চিত্তে ব্রহ্মযোনিতীর্থে স্নান করে, তাহার সপ্তমকুল পর্য্যন্ত

পবিত্র হয়। সরস্বতীরুণাসঙ্গম তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া স্নান করিলে তাহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ২৬ অধ্যায়।

শিলবৃত্তিকের প্রতি সিদ্ধের উক্তি ঃ—মনুষ্য গঙ্গাদর্শন; গঙ্গাসলিল স্পর্শন, ও গঙ্গায় অবগাহন করিলে, তাহার উর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্তপুরুষের সদ্‌গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গা মাহাত্ম্য শ্রবণ, গঙ্গাদর্শনাভিলাষী, ও গঙ্গাজল পান করে, ভগবতী ভাগীরথী তাহার উভয়কুল পবিত্র করেন।

বনপর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ৮৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি পুলস্ত্যের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি গয়াতীর্থে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে বাস করে, তাহার সপ্তম কুল পবিত্র হয়। মহা নদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে নিজ কুলোদ্ধার হয়। মাহেশ্বরী ধারায় গমন করিলে কুলোদ্ধার হয়।

ভীষ্মের প্রতি পুলস্ত্যের উক্তি ঃ—যে মনুষ্য গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করে, তাহার সমস্ত কুল উদ্ধার হয়। অরুন্ধতী বটে গমনপূর্ব্বক সমুদ্রজলে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে কুলোদ্ধার হয়। মহালয় তীর্থে ষষ্ঠকাল অনাহারদ্বারা একমাস অতিবাহিত করিলে পূর্ব্বতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ উদ্ধার হয়।

বন পর্ব্ব। (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ৮৫ অধ্যায়।

ভীষ্মের প্রতি পুলস্ত্যের উক্তিঃ—যে ব্যক্তি বিরজতীর্থে গমন করে, সে স্বীয় কুল পবিত্র ও উদ্ধার করিতে পারে। তুঙ্গকারণ্যে গমন করিলে স্বীয়কুল উদ্ধার করিতে পারে। পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা, এবং মগধ এইসকল তীর্থে কেবল স্নান করিলেই পূর্ব্ব সপ্তপুরুষ ও অধঃ সপ্তপুরুষ উদ্ধার হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৬২ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, তাহার দশ পুরুষ পবিত্র হয়। রত্নগর্ভা ভূমি দান করিলে বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৫৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—যে ব্যক্তি ইহলোকে সুবর্ণ শৃঙ্গ ও কাংস্য ক্রোড় সম্পন্ন সবৎসা ধেনু প্রদান করে, তিনি পরলোকে ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম বিদ্যমান থাকে তত বৎসর অভিলষিত সুখ সম্পদ ও স্বীয় পৌত্রাদি সপ্ত পুরুষের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৬ অধ্যায়।

জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তিঃ—যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন বা অন্যকে উহা শ্রবণ করান তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ

হন এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ ও পুত্র কলত্রের নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৫৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—উদ্ভিদ পদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্মী বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত, এই সমুদায় রোপণ করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি, স্বর্গে শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মান লাভ হইয়া থাকে। বৃক্ষ রোপণ কর্ত্তা স্বর্গে গমন করিলেও তাঁহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষ উদ্ধার করিতে পারেন। পাদপগণ পুত্র স্বরূপ হইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। বৃক্ষগণ পুষ্প দ্বারা দেবতা, ফল দ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়া দ্বারা অতিথিদিগকে সংকার করিয়া থাকে অতএব জলাশয় তীরে বৃক্ষ সমুদায় রোপণ করিয়া পুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্মানুসারে রোপণ কর্ত্তার পুত্র স্বরূপ সন্দেহ নাই।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮০ অধ্যায়।

মহারাজ সৌদাসের প্রতি বশিষ্ঠের উক্তিঃ—যিনি বিধান অনুসারে লক্ষ গো দান করেন, তাঁহার পুণ্যবলে পিতৃকুলের দশ পুরুষ ও মাতৃকুলের দশ পুরুষ উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন এবং তাঁহার কুল পরম পবিত্র হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব। ৭৪ অধ্যায়।

ইন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি ঃ—গো দান করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা সম্প্রদান করিলে অষ্টাবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। সুবর্ণ দান করিলে দাতার কুল পবিত্র হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব। ৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—মহর্ষি মনু কহিয়াছেন, সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট। অতএব মনুষ্য কূপ, বাপী ও তড়গাদি খনন করাইবে। সলিলপূর্ণ কূপ খননকর্ত্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ সাধু, মনুষ্য ও গো সমুদায় জলপান করে, তাহার সমুদায় বংশ পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া থাকে এবং জলদাতা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ১৮৫ অধ্যায়।

মহর্ষি তার্ক্ষ্যের প্রতি সরস্বতী দেবীর উক্তি ঃ—দ্রবিণ (ভাড়) ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্যসহকারে কাংস্যোপদোহসম্পন্ন সচেলা কপিলা প্রদান করিলে, পরকালে প্রদাতার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৫ অধ্যায়।

পিতৃগণের উক্তি ঃ—যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সন্তানোৎপাদন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগের পিতা-

পিতামহাদি উর্দ্ধতন পুরুষদিগকে দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ১৭ অধ্যায়।

পুত্রগণের প্রতি কুন্তীর উক্তিঃ—যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভূত হয়; তাহার পুত্র ও পৌত্রগণও শুভলোক লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

ভীষ্ম পর্ব্ব (জম্বুখণ্ড বিনির্ম্মাণ পর্ব্ব) ৩ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বেদব্যাসের উক্তিঃ—যে ব্যক্তি স্বকীয় দেহ স্বরূপ কুলধর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেই ধর্ম্ম পুনরায় তাহাকে সংহার করিয়া থাকে।

আদর্শ হিন্দুরমণীর স্বরূপ (ব্যবহার) ও শাশ্বত ধর্ম্ম ।

সিন্দূরধারণাৎ পত্যুরায়ুর্ব্বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি।
হরিদ্রা কুঙ্কুমঞ্চৈব সিন্দূরং কজ্জ্বলং তথা।
কার্পাসকঞ্চ তাম্বূলং মঙ্গল্যাভরণং শুভম্॥
কেশ সংস্কার কবরী কর কর্ণ বিভূষণম্।
ভর্ত্তুরায়ুষ্যমিচ্ছন্তী দূয়ন্নেব পতিব্রতা॥

ইতি কাশীখণ্ডে চতুর্থাধ্যায়ে।

পতিব্রতা রমণী পতির দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া হরিদ্রা, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কজ্জল পান প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য ব্যবহার এবং কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান, কেশ সংস্কার, কবরী বন্ধন এবং হস্তে ও কর্ণে ভূষণ ধারণ করিবেন।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩৬০ অধ্যায়।

নাগরাজ পদ্মনাভের প্রতি তৎপত্নীর উক্তিঃ—নাথ! পাতিব্রত্য স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম।

বন পর্ব্ব (দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ পর্ব্ব) ২৩১ অধ্যায়।

যশস্বিনী সত্যভামার প্রতি দ্রৌপদীর উক্তিঃ—স্বামী কদাচ মন্ত্র দ্বারা বশীভূত হন না। দেখ, স্বামী পত্নীকে মন্ত্রপরায়ণা জানিতে পারিলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহার নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকেন। অনেক পাপপরায়ণা কামিনীগণ ও অসতী স্ত্রীগণই স্বামীদিগকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ জলোদরগ্রস্ত, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পলিত, কেহ বা পুরুষত্ব রহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে। হে বরবর্ণিনি! কামিনীগণের কদাপি স্বামীর বিপ্রিয়াচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। হে সত্যভামে! আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা

করিয়া থাকি। অভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ও দুরবেক্ষণে (ভবিষ্যৎ বিষয়ে) শঙ্কিত থাকি, কদাপি দ্রুতপদ-সঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিত উপবেশন করি না এবং সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অরাতি নিপাতন মহারথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সতত সেবা করি ; কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব কি পরম সুন্দর অলঙ্কৃত যুবা মানব কাহাকেও মনে স্থান প্রদান করি না। ভর্ত্তৃগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। ভর্ত্তা ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন ও উদক প্রদান দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্টা স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না, তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না, সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্য শূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিস্কৃত স্থানে কিম্বা গৃহোপবনে সতত বাস করি না, অতিহাস ও অতি রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি ; তাঁহাদিগকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন, আমিও তৎসমুদায়

তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি। আমার শ্বশ্রূ কুটুম্ব বিষয়ে আমাকে যে সমুদায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমার মনে জাগরূক আছে, আমি অতন্দ্রিতচিত্তে দিবারাত্র তৎসমুদায় পালন করি। আমি প্রযত্নাতিশয়-সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল, সাধু ও ধর্ম্মপালক পতিগণকে ক্রুদ্ধ সর্প সমূহের ন্যায় জ্ঞান করত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। হে ভদ্রে! আমার মতে পতি আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম, পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি, তজ্জন্য তাঁহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গর্হিত। আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না, এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূ-নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। হে শুভে! সতত সাবধানতা, কার্য্য-দক্ষতা ও গুরুশুশ্রূষা সন্দর্শনে স্বামিগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন। হে সত্যভামে! আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে স্বয়ং অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি; কদাপি উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন ভূষণ পরিধান করি না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্ট-সহস্র ব্রাহ্মণ রুক্মপাত্রে ভোজন করিতেন এবং যাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমভিব্যাহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মচারী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, এমন অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক প্রতিদিন প্রতি-

পালিত হইতেন। অপর দশসহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণপাত্র সমুদায় সুসংস্কৃত অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত, আমি ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক সমুচিত সংকার করিতাম। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীত বিশারদ শত সহস্র দাসী ছিল, তাহারা মহার্হ মাল্য ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়, কেয়ূর, নিষ্ক ও মণি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকিত। আমি তাহাদের সকলেরই নাম, রূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্ম সমুদায় জ্ঞাত ছিলাম এবং তাহাদিগকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্য-শাসন সময়ে এই সমস্ত বিষয় ছিল, আমি তৎসমুদায় এবং অন্তঃ-পুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপালগণ, মেষপালকগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। হে ভদ্রে! আমি একাকিনী মহারাজের সমুদায় আয় ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমস্ত পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন, আমি সমুদায় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম। দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত কৌরবগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে! আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাকার কামিনীগণের ন্যায়

কদাচ কু-ব্যবহার করি না, তাহা করিতে অভিলাষও করি না।

বন পর্ব্ব ২৩২ অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, সখি! স্বামীর চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণ করিবার যে অব্যর্থ উপায় বলিতেছি, তদনুরূপ কার্য্য করিলে তোমার স্বামী আর অন্য নারীর মুখাবলোকন করিবেন না। পতিই পরম দেবতা, পতির ন্যায় দেবতা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব তাঁহার প্রসাদে সমস্ত মনোরথ সফল হয়, কোপ সমুদায় বিনষ্ট হয়, তাঁহা হইতেই অপত্য, বিবিধ বিষয়োপভোগ, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মাল্য, স্বর্গ, পুণ্যলোক ও মহতী কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। সুখের সময় সুখলাভ হয় না, সাধ্বী স্ত্রী, প্রথমতঃ দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে সুখভাগিনী হন। তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক রমণীয় বেশভূষা, সুচারু ভোজন-দ্রব্য মনোহর গন্ধমাল্য প্রদান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি আপনাকে প্রণয়াস্পদ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে, অনন্তর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলেই পাদুকা ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত দাসীকে নিয়োগ

করিলে তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তোমার এইপ্রকার সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে কৃষ্ণ তোমাকে অবশ্যই সাতিশয় পতিপরায়ণা জ্ঞান করিবেন। পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না; কারণ তোমার সপত্নী যদি কখনও সেই কথা কৃষ্ণকে বলে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত ও হিতসাধনে নিযুক্ত; বিবিধ উপায়দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে, এবং প্রযত্নাতিশয় সহকারে স্বামীকে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতকারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে। অন্য পুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনাবলম্বিনী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিও না। সৎকুলজাত পুণ্যশীলা, পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে, ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সর্ব্বগন্ধচর্চ্চিত কলেবর ও মহার্হ মাল্যাভরণ বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষা পরতন্ত্র হইবে। এইরূপ সদাচরণে কাল হরণ করিলে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গলাভ হইবে।

বন পর্ব্ব (পতিব্রতা মাহাত্ম্য পর্ব্ব) ২৯৩ অধ্যায়।

মহারাজ অশ্বপতি দুহিতা সাবিত্রীকে পাত্রসাৎ করিয়া স্বভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতার প্রস্থানানন্তর সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক অরণ্য-সুলভ বল্কল ও কাষায় বসন পরিধান করিলেন এবং বিনয় লজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণ, সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও পরিচর্য্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শরীর সংস্কার ও আচ্ছাদনাদি প্রদান দ্বারা শ্বশ্রূকে, দেবপূজা ও বাক্‌সংযম দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়োক্তি, নৈপুণ্য, শান্তি ও নির্জ্জনে উপহার প্রদান দ্বারা ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

বনপর্ব্ব (পতিব্রতা মাহাত্ম্য পর্ব্ব) ২৯৫ অধ্যায়।

পিতৃপতি যম সাবিত্রীকে আপনার পশ্চাদাগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, সাবিত্রি! প্রতিনিবৃত্ত হও, শীঘ্র গিয়া সত্যবানের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান কর। তোমা হইতে তোমার ভর্ত্তা আনৃণ্য লাভ করিয়াছেন, তুমি যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়াছ। সাবিত্রী কহিলেন, আমার স্বামী যে স্থানে নীত হন অথবা স্বয়ং গমন করেন; আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য ইহাই নিত্য-ধর্ম্ম। যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে! নিবৃত্ত হও; আমি তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর। সত্যবানের জীবন

ভিন্ন যে যে বর প্রার্থনা করিবে, তৎসমুদায়ই তোমাকে প্রদান করিব। সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি তোমার প্রসাদে চক্ষুলাভ এবং অগ্নি ও দিবাকরের ন্যায় বল ধারণ করুন। যম কহিলেন, আমি ঐ বর প্রদান করিলাম। তুমি নিবৃত্ত হও নতুবা আরও শ্রান্তি হইবে। সাবিত্রী কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি যখন স্বামীর সমীপে রহিয়াছি, তখন আমার পরিশ্রমের বিষয় কি? স্বামীই আমার একমাত্র গতি। অতএব তুমি যে স্থানে স্বামীকে লইয়া যাইবে, আমিও তথায় গমন করিব। এক্ষণে কিঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ কর। সাধুগণের সহিত একবার মাত্র সমাগমেই মিত্রতা জন্মে; সাধুসমাগম কদাপি নিষ্ফল হয় না; এই নিমিত্ত সাধুসংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য। যম কহিলেন, হে ভামিনি! সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর পূর্ব্বাপহৃত রাজ্য লাভ করুন এবং স্বধর্ম্ম হইতে অপরিচ্যুত থাকুন।

যম কহিলেন, তথাস্তু। যম কহিলেন, হে শুভে! এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও। সাবিত্রী কহিলেন, হে দেব! কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ ও অনুগ্রহ দান করাই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। এই নিমিত্ত সজ্জনগণ শত্রুগণকেও দয়া করিয়া থাকেন। যম কহিলেন, হে শুভে! সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার পিতার সন্তান-সন্ততি নাই, অতএব যেন তাঁহার বংশধর একশত ঔরসপুত্র জন্মে ; আমি তোমার নিকটে এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতেছি। যম কহিলেন, হে ভদ্রে ! তোমার পিতার বংশধর তেজস্বী শতপুত্র সমুৎপন্ন হউক। হে রাজপুত্রি ! প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমি অতি দূরপথে আগমন করিয়াছ। সাবিত্রী কহিলেন, তুমি ভগবান্ বিবস্বানের তনয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তোমাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন। আর প্রজাগণ ইহ-সংসারে তোমার পক্ষপাত-রহিত ধর্ম্মশাসনে সঞ্চরণ করিতেছে ; এই নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। সাধু ব্যক্তিকে যতদূর বিশ্বাস করা যায় আপনার প্রতিও তত বিশ্বাস হয় না, এই নিমিত্ত সকলেই সাধু ব্যক্তির উপর বিশ্বাস ও প্রণয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়। যম কহিলেন ; ভদ্রে ! তুমি যেরূপ কহিলে আর কাহারও নিকটে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই, অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন চতুর্থ বর গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। সাবিত্রী কহিলেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্য্যশালী কুলবর্দ্ধন একশত পুত্র হইবে, আমি এই চতুর্থ বর প্রার্থনা করি। যম কহিলেন, তথাস্তু।

এক্ষণে নিবৃত্ত হও। সাবিত্রী কহিলেন, সজ্জনের ধর্ম্মবৃত্তি চিরকালই সমান। সাধুগণ চিরকাল পরোপকার করিয়া থাকেন। অতএব সাধুগণ সকলের রক্ষা কর্ত্তা। যম কহিলেন, হে পতিব্রতে ! তোমার সুবিন্যস্ত ধর্ম্মসংহিত বাক্য শ্রবণে

আমার ভক্তিবৃত্তি তোমার প্রতি উচ্ছ্বসিত হইতেছে। অতএব তুমি পুনরায় অভিলষিত বর গ্রহণ কর। সাবিত্রী কহিলেন, হে মানদ! স্বামীর ঔরসপুত্র যেরূপ ক্ষেত্রজাদি পুত্র তদ্রূপ নহে, বিশেষতঃ পতি ব্যতীত আমি জীবনধারণে সমর্থ নহি। অতএব সত্যবান্ জীবিত হউন, এই বর প্রার্থনা করি। আমি স্বামী বিনাকৃত সুখ, স্বামী বিনাকৃত স্বর্গ অথবা স্বামী বিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিনী নহি এবং স্বামী ব্যতীত জীবন ধারণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি আমার শতপুত্রতা বর প্রদান করিয়াছ এবং তুমিই আমার পতিকে অপহরণ করিতেছ; অতএব হে ধর্ম্মরাজ! সত্যবান্ জীবিত হউন, এই বর আমি প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তোমার বাক্য সত্য হইবে। ধর্ম্মরাজ যম আনন্দচিত্তে তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্কে পাশমুক্ত করিলেন এবং সাবিত্রীকে কহিলেন, এই তোমার ভর্ত্তাকে মুক্ত করিলাম। ইনি রোগমুক্ত, কৃতার্থ ও তোমারই বশীভূত হইয়া তোমার সহিত শতবৎসর জীবিত থাকিবেন। ইনি যজ্ঞ ও ধর্ম্মদ্বারা খ্যাতিলাভ এবং তোমার গর্ভে শতপুত্র উৎপাদন করিবেন। তোমার নামে তোমার পুত্রগণের নামধেয় হইবে।

বনপর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ২০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তিঃ—কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা ঐ বিপ্র বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন এমত সময়ে এক বলাকা ঐ বৃক্ষের

উপরিভাগ হইতে তাঁহার গাত্রে পূরীষ পরিত্যাগ করায়, ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা-মাত্র সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণ, আমি রোষাভিভূত হইয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক এক গৃহস্থভবনে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী কহিলেন, মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি। গৃহিণী এই বলিয়া ভবন মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্ষা পাত্র পরিস্কৃত করিতেছেন, এমত সময়ে তাহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া আবাসে প্রবেশ করিলে ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়াই পাদ্য, আচমনীয়, আসন, ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ্য দ্বারা অতি বিনীতভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, অনন্যমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচার সম্পন্না, শুচিদক্ষা ও কুটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সতত অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কালযাপন করিতেন। পতিব্রতা স্বীয় স্বামী সেবা করিতে করিতে ভিক্ষা-কাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করত সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িত লোচনে তাঁহাকে

কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া উপরুদ্ধ করিলে? বিদায় করিলে না কেন? পতিব্রতা কহিতে লাগিলেন, হে বিদ্বন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি ভর্ত্তাকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি; তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অতএব এযাবৎ কাল তাঁহার সেবা করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুমি ব্রাহ্মণগণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না, কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক। তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর। হে গর্ব্বিতে! ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ, উহাঁরা মনে করিলে অনায়াসেই সমুদায় বসুন্ধরা দগ্ধ করিতে সমর্থ হন। পতিব্রতা কহিলেন, হে তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, আমি বলাকা নহি, আপনি ক্রোধ দৃষ্টি দ্বারা আমার কি করিবেন। আমি কদাচ মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করি না। হে ব্রহ্মণ! আমার মতে পতি শুশ্রূষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদায় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান, আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখুন, আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। হে বিপ্রেন্দ্র! ক্রোধ মনুষ্যগণের পরম শত্রু। ধর্ম্ম নানাপ্রকার কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। আপনি স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞ, কিন্তু বোধ হয়, আপনি যথার্থ ধর্ম্ম জানেন না। যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না

থাকেন, তবে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি; আমার ক্রোধেরও উপশম হইয়াছে তোমার তিরস্কার বাক্যে আমার সাতিশয় হিতকর হইল, তোমার মঙ্গল হউক।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ— সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী স্বর্গে সমারূঢ়া হইলে, দেবলোক নিবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেবি! তুমি কিরূপ সুশীলতা ও সদাচার দ্বারায় সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনলশিখা ও চন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল কলেবরে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে? তখন শাণ্ডিলী সুমনাকে কহিলেন, দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন জটাধারণ অথবা কাষায় ধারণ, বা বল্কল পরিধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি, এইরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কখনও ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কুটিলভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য কোন হাস্যজনক ও অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে

প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম, যে সমুদায় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতাম না। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদায় সম্পাদন করিতাম ; আমার পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ সংস্কার এবং গন্ধ, মাল্য, অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্য সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযত চিত্তে মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না ; পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইতাম না ; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহ সমুদায় পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম। হে দেবি ! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন ; তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখ-সম্ভোগে সমর্থ হন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৬ অধ্যায়।

ভগবান ভূতভাবনের, প্রিয়তমা পার্ব্বতীর প্রতি উক্তি :—

প্রিয়ে ! স্ত্রীজাতির শাশ্বত ধর্ম্মবিষয় তোমার অবিদিত নাই, এক্ষণে উহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর।

কারণ তুমি যাহা কীর্ত্তন করিবে, তাহা অবশ্যই এ জগতে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। মহেশ্বরের প্রতি পার্ব্বতীর উক্তিঃ—ভগবন্! এই ভূমণ্ডলে বা স্বর্গমধ্যে কেহই একাকী বিজ্ঞান বিষয়ে স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্ত আমি সরিদ্বরা সরস্বতী, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু-বেদিকা, সিন্ধু, কৌশিকী, গোমতী এবং দেবনদী গঙ্গা ইহাদিগের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক এবং আমি স্ত্রীধর্ম্ম যতদূর অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের অনুমতি অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান ধর্ম্ম। স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হন এবং স্বামীর মুখদর্শনে পুত্রবদন দর্শন জনিত আহ্লাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দম্পতি-ধর্ম্ম শ্রবণে অনুরাগিণী, ভর্ত্তৃতুল্য ব্রতচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হন এবং স্বীয় স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান ও দেবতুল্য পরিচর্য্যা করেন; যিনি একান্তচিত্তে স্বামীর বশীভূতা হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাঁহার মন স্বামীচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়; স্বামী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন; অন্যপুরুষের কথা দূরে থাকুক যিনি চন্দ্র, সূর্য্য বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না; স্বামী দরিদ্র, ব্যাধিপীড়িত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি তাঁহার প্রতি অকপটভাবে সমাদর প্রকাশ করেন; যিনি কার্য্য-

দক্ষা, প্রযতা, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী, যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করেন, যাঁহার মন স্বামীর প্রতি সততই প্রসন্ন থাকে, যিনি প্রতিনিয়ত অন্নপ্রদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন ; যিনি বিষয় কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য বা সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন ; যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহমার্জ্জন, গৃহে গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলি প্রদান এবং দেবতা অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন; পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্তা হন ; যাঁহার দ্বারা লোক সকল সন্তুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষ সাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মফল লাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধপ্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা ও তাঁহার হিতসাধনে নিরতা হন, তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ফললাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তি স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতি স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরমাগতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গলাভের কামনা হয় না। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিয়োগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ

তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য! যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই পাতিব্রত্য ধর্ম্মভাগিনী হন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি:—একদা কন্দর্প জননী রুক্মিণী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মীকে নারায়ণের ক্রোড়ে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিলোকেশ্বরি! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে ও কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাক। তখন চন্দ্রাননা কমলা নারায়ণের সমক্ষে মধুর বাক্যে রুক্মিণীকে কহিলেন, সুন্দরি! যে কামিনী-গণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা, ক্ষমাশীলা, সত্যনিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়া, সত্যসরলতাদি গুণসম্পন্না, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণা, সৌভাগ্যসম্পন্না ও সৌন্দর্য্যযুক্তা, আমি সতত তাহাদিগের নিকট অবস্থান করি। যে গৃহে প্রতিনিয়ত হোম এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়, আমি কদাচ সেই গৃহপরিত্যাগ করি না।

অপর স্ত্রী চরিত্র

অনুশাসন পর্ব্ব ১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি:—যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠান

সময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামীর প্রতিকূল বাক্য বিন্যাস করে, পরভবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, আমি (লক্ষ্মী) সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষ ধর্ম্মপর্ব্ব) ২২৮ অধ্যায়।

দেবরাজের প্রতি লক্ষ্মীর উক্তি ঃ—যেখানে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করে, যেখানে সন্তানপালনে পরাঙ্মুখ হয়, মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিদিগকে অশ্রদ্ধা করে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, ধান্য সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ এবং দুগ্ধ অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হয় এবং উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃত স্পর্শ করে। যেখানে গৃহিণীগণ কুদ্দাল, দাত্র, পেটক, কাংস্য পাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদায় উপেক্ষা করিয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না; প্রতিগৃহে দিবারাত্র কলহ হইয়া থাকে। দাসীগণ দুর্জ্জনাচরিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলয়াদি বিবিধ আভরণ ধারণ করে; স্ত্রীলোকেরা পুরুষবেশ ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া বিহারাদিতে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে। কুলবধূরা শ্বশুরের সমক্ষেই ভৃত্যগণের শাসন ও স্বামীকে আহ্বানপূর্ব্বক

গর্ব্বিতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করে। আমি (লক্ষ্মী) সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

অনুশাসন পর্ব্ব ৩৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—কামিনীগণের কিরূপ স্বভাব তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছ। আমি এই নারদ পঞ্চচূড়া (ব্রহ্মলোকের অপ্সরা) নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নারদের প্রতি পঞ্চচূড়ার উক্তি ঃ—কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূতা, রূপসম্পন্না ও সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণা আর কেহই নাই, উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান্ রূপবান্ পতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পরপুরুষ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ, পরস্ত্রী সম্ভোগে অভিলাষী হইয়া, তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে। উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না; পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে। উহারা ধর্ম্মভয়, কুলভয়, অর্থলোভে কদাচ স্বামীর বশীভূত হয় না। কুলকামিনী-

গণ সতত যৌবনসম্পন্না দিব্যাভরণভূষিতা বেশ্যাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে। পতিগণ অতি যত্ন সহকারে উহাদিগকে রক্ষা করিলেও উহারা কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গু প্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের মত কামোন্মত্তা আর কেহই নাই। উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে; কৃত্রিম পুংচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থ করে। উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধবন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করে। উহারা নিতান্ত চঞ্চল স্বভাব। উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। সুশ্রী পুরুষদর্শন করিবামাত্র উহাদের যোনি আর্দ্র হয়। ভর্তৃগণ সমুদায় অভিলষিত দ্রব্যপ্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্ন সহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুরতক্রীড়া উহাদের প্রিয়, বিবিধ ভোগ্য বস্তু; দিব্য অলঙ্কার বা বিবিধ গৃহপ্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে, স্ত্রীজাতি ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সময় সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উদ্যোগপর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৯ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—শত শত পুরুষ সম্ভোগেও কামিনীর তৃপ্তিলাভ হয় না।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৯ অধ্যায়।

মহর্ষি অষ্টাবক্রের প্রতি বৃদ্ধা তপস্বিনীর উক্তি ঃ—পুরুষ-স্পর্শে স্ত্রীলোকের স্বভাবতই ধৈর্য্যলোপ হইয়া থাকে। আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া অধৈর্য্য হইয়াছি, আপনি প্রফুল্লমনে আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। পুরুষ সংসর্গাপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই, উহা যেমন প্রীতিকর অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও তাদৃশ প্রীতিকর নহে। স্ত্রীলোকের মনোভববৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইলে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা ও দেবরের অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যস্ত হইয়া থাকে। প্রজাপতি স্ত্রীজাতি সংক্রান্ত যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই আমি কীর্ত্তন করিলাম।

অনুশাসন পর্ব্ব ২০-২১ অধ্যায়।

মহর্ষি অষ্টাবক্রের প্রতি বৃদ্ধা তপস্বিনীর উক্তি ঃ—ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামজ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি অষ্টাবক্র শান্তভাবে

যুক্তিপূর্ণ বাক্যদ্বারা সমস্ত যুক্তিতর্ক খণ্ডনপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তোমার অভিলাষ আমার জ্ঞান ও শাস্ত্রার্থ বিরোধী অতএব উহা অনুষ্ঠান করা নিতান্ত অবৈধ বিধায় প্রত্যাখ্যান করিতেছি, অন্যথা আমাকে ও তোমাকে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪০ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি:—ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদায়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে প্রজাগণ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। তাহারা স্বীয় পুণ্যবলে আপনারাই দেবত্বলাভ করিত। দেবগণ তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বর্গলাভ করিতে দেখিয়া শঙ্কিতমনে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের অন্তর্গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া মানবগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ছিল, ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক ঐরূপ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হওয়া অবধি স্ত্রীলোক ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকারে ঐরূপ মহিলাগণের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষয়ভোগেচ্ছা প্রদান করিলেন। উহারাও কাম-

লুব্ধ হইয়া মানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল।[১৩৩] অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কামের সহায় স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন। তখন মানবগণ কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ সমুদায় স্ত্রীতে আসক্ত হইল। স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্য্যবিহীনা, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যা ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা, কটুবাক্য প্রয়োগ ও রতি এই সমুদায় আসক্ত করিয়া দিয়াছেন। কটুবাক্য প্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা বিবিধপ্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষ সংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ১৮৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি ঃ—হে রাজন্! কলিযুগ অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে কামিনীগণ আপন মুখে ভগকার্য্য সমাধান করিবে। পত্নীগণ স্বামীর দ্বেষ করিবে। কামিনীগণ সপ্তম বা অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে গর্ভবতী হইবে। বিপরীতাচরণী রমণীগণ উপযুক্ত পতিদিগকে বঞ্চনা করত দাস ও পশুদিগকে লইয়া আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিবে, কি বীর-পত্নীগণ, কি অন্যান্য মহিলাগণ সকলেই পতিবর্ত্তমানেও পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে।

১৩৪

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ১৮৯ অধ্যায়।

এক্ষণে দেবদেব প্রসাদে কলিকাল সম্বন্ধী যে সকল ভবিষ্য-লোকবৃত্তান্ত অনুভূত হইতেছে, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর :—পুরুষগণ নিতান্ত স্ত্রৈণ হইবে, কোন ব্যক্তিই বিবাহার্থী হইয়া কন্যার প্রার্থনা করিবে না, এবং কেহ কন্যা দানও করিবে না, কন্যারা স্বয়ংগ্রহা হইবে। পত্নী পতিশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিবে। কন্যাগণ পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষে সন্তান প্রসব করিবে। ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি ও ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবে না। কামিনীগণ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বামীকে দ্বেষ করিবে। রমণীগণ পরুষবাদিনী, ক্রূরস্বভাবা ও রোদন প্রিয়া হইয়া কদাচ স্বামীর বশীভূত হইবে না। স্ত্রীলোক স্বতন্ত্র হইয়া পতি ও পুত্রগণকে বিনষ্ট করিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি (মার্কণ্ডেয় যে উপাখ্যান ভাগীরথী তীরে পূর্ব্বে ভীষ্মের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন) :—ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোক-মাতা সাধ্বীগণ এই সসাগরা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। কুল-ঘাতিনী পাপনিরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ দুষ্ট লক্ষ্মণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদিগের কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না। উহাদিগের

প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কেবল ধর্ম্ম-রক্ষার্থ অনাসক্তচিত্তে উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাঁহাকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়।

উৎপত্তি।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৯০ অধ্যায়।

রাজর্ষি অষ্টকের প্রতি যযাতির উক্তি ঃ—ইন্দ্রাদি দেবতারা ক্ষীণ পুণ্য ব্যক্তিকে দেবলোক হইতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। পুণ্যক্ষয় হইলে মনুষ্যেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেবলোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোকরূপ ঘোর নরকে পুনরায় পতিত হয়। স্বর্গচ্যুত হইয়া নরলোকে আগমন করিবার কালে পথি-মধ্যে পতঙ্গেরা নরকলেবর ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং ঐ সময়ে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ভয়ঙ্কর, ভৌমরাক্ষসগণ পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে কষ্টদান করিয়া থাকে। অশ্রুপ্রবাহে জলভাবাপন্ন মনুষ্য কলেবর রেতোরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীস্থ বনস্পতি, ওষধি, ফল, পুষ্প ও পঞ্চভূতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সেই ফলাদি ভক্ষণ করিলে রেতঃ জন্মে। সেই রেতঃ স্ত্রীগর্ভে সিক্ত হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহাতে চতুষ্পদ, দ্বিপদ প্রভৃতি জন্তুগণ গর্ভে আবির্ভূত

হইয়া থাকে। ঋতুকালে বায়ু, পুষ্পরসানুপৃক্ত রেতঃ গর্ভযোনিকে আকর্ষণ করে ; সেই রেতঃ প্রথমতঃ তন্মাত্ররূপী হইয়া ক্রমশঃ গর্ভকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তদনন্তর সেই গর্ভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বতন বাসনা অবলম্বনপূর্ব্বক মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য জাতমাত্রেই চৈতন্যলাভ করিয়া— শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ অনুভব করিতে এবং মন দ্বারা সমুদায় ভাব অবগত হইতে পারে। পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকীয় পুণ্য পাপের অনুসারে অচিরাৎ অন্য যোনি আশ্রয় করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্য যোনি ও পাপচারী ব্যক্তিরা পাপযোনি প্রাপ্ত হয়।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩০৬ অধ্যায়।

বশিষ্ঠের প্রতি জনকের উক্তি ঃ—প্রকৃতির সহিত পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ ; স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধও তদ্রূপ। পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী জাতিরা গর্ভধারণ করিতে পারে না এবং স্ত্রীজাতি ব্যতীত পুরুষেরাও কখনও পুত্রোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ঋতু-কালে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সহযোগ নিবন্ধন সন্তান সন্ততি সমুৎপন্ন হয়, বেদ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পিতা হইতে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা এবং মাতা হইতে ত্বক্ মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে

যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই সনাতন প্রমাণ, সন্দেহ নাই। "কেশাঃ শ্মশ্রু চ লোমানি নখা দন্তাঃ শিরাস্তথা। ধমন্যঃ স্নায়বঃ শুক্রমেতানি পিতৃজানি হি॥" কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ পিতৃজাত। "মাংসাসৃঙ্ মজ্জামেদাংসিযকৃৎ প্লীহান্ত্রনাভয়ঃ। হৃদয়ঞ্চ গুদঞ্চাপি ভবন্ত্যে-তানি মাতৃতঃ॥"

মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও গুহ্য, এই কয়েকটী কোমল পদার্থ মাতৃজাত।

শারীরস্থান সুশ্রুতঃ।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৯০ অধ্যায়।

ভরদ্বাজের প্রতি ভৃগুর উক্তিঃ—স্ত্রীলোক সর্ব্বভূতজননী পৃথিবী স্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতি স্বরূপ এবং শুক্র তেজঃ স্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্ত্রীপুরুষের সহযোগে শুক্র প্রভাবে লোক সৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২১৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—রস সমুদায় শিরাজাল দ্বারা মনুষ্যদিগের বাত, পিত্ত, রক্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু ও মজ্জা ও মেদকে বর্দ্ধিত করে। মনুষ্যদিগের দেহে বাতাদি বাহিনী—দশটী নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণদ্বারা পরিচালিত

হয়, অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটী নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া শরীর মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। মানবগণের হৃদয় মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্ব্বগাত্র প্রবাহিনী অন্যান্য শিরা সমুদায় ঐ শিরা হইতে বিনির্গত হইয়া তৈজসগুণ বহন পূর্ব্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে। মন্থান্ দণ্ডদ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ মন স্ত্রীদর্শনাদি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ী ও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সঙ্কল্প এই তিনটী শুক্রের বীজভূত।

অনুশাসন পর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি—ভগবান্ সূর্য্য কিরণ জাল-দ্বারা ভূমির রস গ্রহণ করেন। ঐ রস সমুদায় মেঘরূপে পরিণত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ু দ্বারা সেই মেঘ সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করেন। মেঘ হইতে বারিধারা নিপতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হন এবং পৃথিবী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে জগতের জীবনোপায় স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সমুদ্ভূত হয় এবং শুক্র হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ অগ্নি ও চন্দ্র শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করেন। এইরূপে অন্ন-

দ্বারা শুক্র উৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ সূর্য্য ও পবনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া জন্তুগণের সৃষ্টি করে।

অনুশাসন পর্ব্ব। ১১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতিঃ ও মন, শরীরস্থ এই সমুদায় ইন্দ্রিয় অন্নাদি ভোজনদ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেতঃ উৎপন্ন হয়। স্ত্রী পুরুষের সহযোগ সময়ে ঐ রেতঃ প্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে। জীব রেতঃ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য পঞ্চভূত উহাকে আবরণ করে, তন্নিবন্ধনই উহার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্ম্য লাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়াই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকে। আর উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পরলোকে গমন করে।

শান্তিপর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩৩২ অধ্যায়।

শুকদেবের প্রতি নারদের উক্তি :—স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহযোগ সময়ে পুরুষের শুক্র জীবরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে সে নৌকার উপর সংস্থাপিত নৌকার ন্যায় মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। সেই শুক্র উদর মধ্যে থাকিয়া অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তুর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যায় না।

১৪০
সকলকেই মূত্র পুরীষের আধার গর্ভমধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে গর্ভমধ্যে বাস ও উহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না। কেহ কেহ গর্ভস্রাবে, কেহ কেহ জন্মপরিগ্রহের সময় এবং কেহ কেহ জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থাবির্য্য ও প্রাণরোধ প্রভৃতি দশা সমুদায় দেহকেই আক্রমণ করে ; আত্মাকে কখনই আশ্রয় করে না।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ২৪ অধ্যায়।

দেবমতের প্রতি নারদের উক্তি ঃ—শুক্র গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সর্ব্ব প্রথমে প্রাণবায়ু উহাতে সঞ্চারিত হইয়া উহা বিকৃত করে। শুক্র প্রাণবায়ু দ্বারা বিকৃত হইলেই উহাতে অপান বায়ুর সঞ্চার হয়। এইরূপে জড়দেহ নির্ম্মিত হইলে পরমাত্মা সেই দেহ ও তাহার কারণে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীস্বরূপ দেহমধ্যে অবস্থান করেন। সমান ও ব্যান বায়ুর প্রভাবে শুক্র শোণিতের সৃষ্টি ও কাম প্রভাবে ঐ পদার্থ দ্বয়ের উদ্রেক হয়। ঐ দুই পদার্থ উদ্রিক্ত হইয়াই স্থূল দেহের সৃষ্টি করে। স্থূল দেহ সৃষ্ট হইলে তন্মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা জীবের উর্দ্ধগতি ও অধোগতি এবং ব্যান ও সমান বায়ুর প্রভাবে উহার তির্য্যগ্‌গতি ও ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২১৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—দেহের রেতোরূপ স্নেহাংশ

দ্বারা পুত্র ও দেহের স্বেদরূপ স্নেহাংশ দ্বারা কৃমি কীটাদি স্বভাব বা কর্ম্মযোগ প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩২১ অধ্যায়।

মিথিলাধিপতি জনকের প্রতি সুলভার উক্তিঃ—সমুদায় প্রাণীই শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। শুক্র শোণিতের সহযোগকে কলল (গর্ভ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কলল হইতে বুদ্‌বুদ্‌ জন্মে, বুদ্‌বুদ্‌ হইতে মাংসপেশী ; মাংসপেশী হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও রোম সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ব্ভমধ্যে শুক্র শোণিতের সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র উহাকে চিহ্নানুসারে স্ত্রী বা পুরুষ নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। ঐ সময় উহার পাণিতল, নখ ও অঙ্গুলিদল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে কৌমারাবস্থা উপস্থিত হইলে উহার সেই রূপ তিরোহিত হইয়া যায়। পরে কৌমারাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে যৌবন কাল উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৪ অধ্যায়।

দেবরাজের প্রতি উপমন্যুর উক্তিঃ—স্ত্রীজাতি পার্ব্বতীর অংশে সম্ভূত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিহ্নে চিহ্নিত, আর পুরুষেরা

মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া লিঙ্গচিহ্নিত হইয়াছে ; যাহারা উহাঁদের উভয়ের চিহ্নে চিহ্নিত নহে, তাহারা ক্লীব পদবাচ্য হইয়া জনসমাজে বহিস্কৃত হয়।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ১৭ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঃ—জীব মৃত্যু সময়ে যেরূপ কষ্টভোগ করে, তাহাকে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার সময়ও সেইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঐ সময় সে তীব্র বায়ুপ্রভাবে শীতে কম্পিত ও ক্লেদে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

স্ত্রী পর্ব্ব (জলপ্রাদানিক পর্ব্ব) ৪ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—জীব সর্ব্বপ্রথমে গাঢ় রক্তে লীন থাকে। পরে পঞ্চম মাস অতীত হইলে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া মাংস শোণিতলিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে। পরিশেষে বায়ু প্রভাবে উর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনি দ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়পাশে বদ্ধ হইতেথাকে। তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। গ্রহ সমুদায় আমিষ লোলুপ সারমেয়গণের ন্যায় তাহার সন্নিধানে সমাগত হয়। ব্যাধি সকল কর্ম্ম দোষে

তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং আর আর বিবিধ ব্যসন তাহাকে নিপীড়িত করিতে থাকে। মনুষ্য বাল্যকালে এই প্রকার বিবিধ ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোনক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় কাহাকে সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম বলে, তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তিরাই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২১৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—সত্ত্বগুণ রজোগুণে ও রজোগুণ তমোগুণে অবস্থান করিতেছে। সেই অব্যক্ত তমোগুণ অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিলে বুদ্ধি ও অহঙ্কারের জ্ঞাপক হয়। উহা দেহীদিগের উৎপত্তির বীজ এবং উহাই জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। জীব সপ্নাবস্থায় যেমন মনোবৃত্তি লইয়া শরীরীর ন্যায় ক্রীড়া করে, তদ্রূপ সে কর্ম্মসম্ভূত অহঙ্কারাদি গুণের সহিত মাতৃগর্ভে বাস করিয়া থাকে। তথায় বীজভূত কর্ম্মপ্রভাবে উহার যে যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, অনুরাগ সহকৃত মনোবৃত্তি দ্বারা অহঙ্কার হইতে তৎ সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তির শব্দানুরাগ নিবন্ধন শ্রোত্র, রূপানুরাগ নিবন্ধন চক্ষু, গন্ধানুরাগ নিবন্ধন ঘ্রাণ, এবং স্পর্শানুরাগ নিবন্ধন ত্বক্ উৎপন্ন হয়। আর প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু উহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে! এইরূপে মনুষ্য

কর্ম্মজনিত ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ঐ দুঃখ মাতৃগর্ভে অঙ্গীকারনিবন্ধন (স্বকৃত) উৎপন্ন এবং অভিমান প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ২০৭ অধ্যায়।

দ্বিজসত্তম কৌশিকের প্রতি ধার্ম্মিকবর ধর্ম্মব্যাধের উক্তি ঃ—জন্মের বিষয় পিণ্ডোৎপত্তি প্রকাশক গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু আপাততঃ দৃশ্যমান্ উৎপত্তি কেবল পূর্ব্ব কর্ম্মফল মাত্র। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মবীজ সম্ভার সঞ্চয় করত পুনরায় সঞ্জাত হয়। পুণ্য কর্ম্মকারী পুণ্যযোনি ও পাপ কর্ম্মকারী পাপযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব একমাত্র শুভ কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব, শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। নিরয়গামী পাপাত্মা নিরবচ্ছিন্ন অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সম্ভোগ।

স্ত্রীলোকের সহজ ধর্ম্ম।

"আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্‌গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥" মনুঃ

পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের আহার দ্বিগুণ, বুদ্ধি চতুর্গুণ, চেষ্টা ছয় গুণ এবং কাম অষ্টগুণ ইহাই পণ্ডিতেরা কহেন।

ঋতুকাল নির্ণয়।

মাসেনোপচিতং কালো ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবম্।
ঈষৎকৃষ্ণং বিবর্ণঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ।
তদ্ বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥" সুশ্রুতঃ

যথা সময়ে প্রতিমাস সঞ্চিত ধমনী দ্বারা প্রবাহিত ঈষৎ কৃষ্ণ ও বিবর্ণ ঋতুর রক্তকে বায়ু যোনি দ্বারে চালিত করে। তাহা দ্বাদশ বৎসরের পরে প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চাশ বৎসরে নিবৃত্ত হয়।

মৈথুনের কাল ও সময় নির্ণয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬২ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—হোমকালে বহ্নি যেমন আজ্যপাত্রের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষসংসর্গের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করা কর্ত্তব্য।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৪৩ অধ্যায়।

শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি ঃ—ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রী সম্ভোগ করা গৃহস্থের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

আদি পর্ব্ব (আদিবংশাবতরণিকা) ৬৪ অধ্যায়।

বৈশম্পায়নের প্রতি জনমেজয়ের উক্তি ঃ—তৎকালে (সত্যযুগে) তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণিগণও ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই ভার্য্যা সম্ভোগ করিত। কামতঃ বা ঋতুকাল অতিক্রমে কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিত না। কেবল ঋতুকালে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে যে সন্তানজন্মে তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ নির্ব্যাধি ও নিরাধি হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। তৎকালে লোকের অকাল মৃত্যু হইত না বা যৌবনকাল আগত না হইলে কেহ দারপরিগ্রহ করিত না।

ঋতুকালাভিগামী স্যাং যাবৎ পুত্রো ন জায়তে।

তৎকালশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যোক্তঃ—ষোড়শর্তু নিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।

স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ষোল দিন, তন্মধ্যে ঋতুস্নানের পর যুগ্মদিনে স্ত্রী সহবাস করিবে। যতদিন না পুত্র জন্মে ততদিন ঋতুকালে সহবাস করিতেই হইবে।

চতুর্থাদি দিবসেঽপি রজো নিবৃত্তৌ স্ত্রীপত্যা সংগচ্ছেৎ। নতু রজঃ প্রবৃত্তৌ সুশ্রুতঃ

চতুর্থ দিবসে রজো রক্তের স্রাব নিবৃত্তি হইলে স্বামীর সহিত সঙ্গত হওয়া কর্ত্তব্য, যাবৎ রজো রক্ত প্রস্রাবিত হয়, তাবৎকাল পতি সহবাসে বিরত হইবেন।

আদি পর্ব্ব (আদিবংশাবতরণিকা) ৬৪ অধ্যায়।

বৈশম্পায়নের প্রতি জনমেজয়ের উক্তি ঃ—পূর্ব্বকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ভগবান্ ভার্গব ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় করিলে ক্ষত্রিয় রমণীগণ সুতার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সমাগত ক্ষত্রিয় কুলকামিনীদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতেন। কিন্তু কামতঃ বা ঋতুকাল অতিক্রমে তাহাদিগের সহবাস করিতেন না। ক্ষত্রিয়াঙ্গনারা এইরূপে ব্রাহ্মণ সহযোগে গর্ব্ভবতী হইয়া যথাকালে বীর্য্যবান্ পুত্র ও কন্যা সকল প্রসব করিতে লাগিলেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়।

পার্ব্বতীর প্রতি মহেশ্বরের উক্তিঃ—শূদ্র যদি ঋতুস্নানের পর পত্নীর সহবাস করে, তাহা হইলেই পরজন্মে তাহার বৈশ্যত্ব লাভ হয়। বৈশ্য যদি ঋতুকালে পত্নীতে গমন করে তাহা হইলে সে পরজন্মে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া তৎপরে অনায়াসে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৪ অধ্যায়।

পার্ব্বতীর প্রতি মহেশ্বরের উক্তি ঃ—যাঁহারা ঋতুস্নানের পর স্ত্রীসংসর্গ করেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ১১০ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যাঁহারা পরদারাভিমর্ষণে নিবৃত্ত হইয়া ঋতুকালে আপন আপন ধর্ম্মপত্নীতে গমন করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৯৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যিনি কেবল ঋতুকালে ভার্য্যা সম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬২ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে পত্নী সংসর্গ না করিলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—ঋতুস্নান দিবসে রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ঋতুস্নানের পরদিবসে ভার্য্যা সম্ভোগ করিলে কন্যা ও তৎপরদিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রীসংসর্গ করিলে কন্যা ও ষষ্ঠাদি যুগ্ম দিবসে স্ত্রীসংসর্গ করিলে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬২ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—গোপনেই স্ত্রী সম্ভোগ করা উচিত।

গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ প্রবৃত্তিঃ স্ত্রী পুংসয়োর্যাদৃশ ভাবমেতি
তাদৃঙ্ মনোভাবযুতশ্চ পুত্রো জায়তে তস্মাৎ সুকৃতং স্মরেতাং।
ইতি সুশ্রুতঃ

গর্ভকালে স্ত্রী পুরুষের মনোবৃত্তি যেরূপ ভাবাপন্ন থাকে সন্তানও সেইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। সেই হেতু তৎকালে দম্পতীর পুণ্য স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

সম্ভোগের অবিহিতকাল।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—অমাবস্যা, পূর্ণিমা চতুর্দ্দশী ও উভয় পক্ষ অষ্টমীতে এবং সমুদায় পর্ব্বকালে ব্রহ্মচারী হওয়া উচিত। দিবাবিহার, ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও দাসীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দূষণীয়।

অবিহিত সংসর্গ।

অনুশাসন পৰ্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীকে সম্ভোগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করাও কর্ত্তব্য নহে। রজঃস্বলা কর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। ঋতুমতী ভার্য্যাকে আহ্বান করা নিতান্ত গর্হিত।

স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বিকলাঙ্গী, কুমারী, স্বগোত্রা, বা মাতামহ গোত্র সমুদ্ভবা, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা, পতিব্রতা, আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বর্ণজা ও অজ্ঞাতকুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

রজস্বলা ব্যাধিমতী বিশেষাদ্ যোনিরোগিনী।
বয়োধিকা চ নিস্কামা মলিনা গর্ভিণী তথা॥
এতাসাং সঙ্গমাদ্‌গর্ভবৈগুণ্যানি ভবন্তি হি॥

ইতি ভাবপ্রকাশ।

রজস্বলা, রুগ্না, বিশেষতঃ যোনিরোগাক্রান্তা, বয়োজ্যেষ্ঠা, কামোদ্রেক বিহীনা, মলিন দেহবিশিষ্ঠা এবং গর্ভবতী স্ত্রী রমণে গর্ভদোষ হইয়া থাকে।

শান্তি পৰ্ব্ব (মোক্ষধৰ্ম্ম পৰ্ব্ব) ২৮২ অধ্যায়।

অপ্সরাদিগের প্রতি প্রজাপতি ব্রহ্মার উক্তি ঃ—হে বর-

বর্ণিনিগণ! যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রীতে গমন করিবে ব্রহ্মহত্যা পাপ তাহাকে আশ্রয় করিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৭ অধ্যায়।

গার্গ্যের উক্তি ঃ—কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দৈব্যকার্য্য, তীর্থযাত্রা বা পর্ব্ব উপলক্ষে হবনীয় দ্রব্য আহরণ করিলে যদি রজস্বলা উহা দর্শন করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাহার ঐ দ্রব্য ভোজনে পরাঙ্মুখ হন এবং পিতৃগণ ত্রয়োদশবর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

বনপর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ২১৯ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি ঃ—যদি ঋতুমতী নারী অগ্নিহৌত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে দস্যুমান্ নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৩১ অধ্যায়।

প্রমথগণের উক্তি ঃ—যাহারা স্ত্রীসম্ভোগের পর পবিত্র না হয় সেই সমুদায় অপবিত্র লোকেরাই আমাদের বধ্য ও ভক্ষ্য।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৫ অধ্যায়।

মহর্ষিগণের প্রতি সৌতির উক্তি ঃ—যিনি রাত্রিযোগে স্ত্রীসংসর্গ নিবন্ধন যে পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাতঃসন্ধ্যা

সময়ে মহাভারতের কিয়দংশমাত্র পাঠ করিলে, তাঁহার সেই রাত্রিকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

গর্ভবতী স্ত্রীর এই জয়াখ্য পবিত্র ইতিহাস (মহাভারত) শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—গর্ভবতী স্ত্রীকে পথপ্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৪০ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—সুরাপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ, মৃগয়া ও গীতবাদ্য এই সমস্ত কার্য্য যুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে। ঐ সমুদায় কার্য্যে একান্ত অনুরাগ দোষ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

বন পর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ৯৭ অধ্যায়।

ভগবান্ অগস্ত্য তপঃপ্রভাসম্পন্না লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিয়া সহযোগ বাসনায় আহ্বান করিলেন। তখন লোপামুদ্রা লজ্জাবনতমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি অপত্যলাভের নিমিত্ত আমার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। কিন্তু আমার পিতৃগৃহে প্রাসাদে যাদৃশ শয্যা প্রস্তুত থাকিত, এইস্থলেও তদ্রূপ শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা করি, আপনিও মাল্য, বসন-ভূষণ পরিধান করুন। আমি

অভিলাষানুরূপ দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আপনার নিকট গমন করিব, অন্যথা আমি চীরকাষায় বসন পরিধানপূর্ব্বক এস্থানে উপস্থিত হইতে পারিব না। তপস্বিগণের কাষায় বসন প্রভৃতি পবিত্র ভূষণ সামগ্রী সকল কদাচ দূষিত করা কর্ত্তব্য নহে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২ অধ্যায়।

নারীরূপধারী মহারাজ ভঙ্গাস্বনের প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তিঃ—এক্ষণে বল, তোমার পুরুষাবস্থায় ঔরসপুত্রগণ ও এক্ষণকার গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে কোনগুলিকে জীবিত করিয়া দিব। ভঙ্গাস্বন কহিলেন, দেবরাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার বরপ্রভাবে তাহারাই পুনর্জীবিত হউক। দেবরাজ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কি নিমিত্ত তোমার বিদ্বেষভাজন ও তোমার অঙ্গনাবস্থায় যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই বা কি নিমিত্ত এইরূপ স্নেহের পাত্র হইল? ভঙ্গাস্বন কহিলেন, সুররাজ! স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের স্নেহ কদাচ প্রবল হয় না। এই নিমিত্ত আমার অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র। দেবরাজ কহিলেন, আর এক্ষণে তোমার কি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, না তুমি এইরূপ অঙ্গনাবস্থাতেই অবস্থান করিবে? ভঙ্গাস্বন কহিলেন, সুররাজ! আমি এক্ষণে

এই স্ত্রীভাবেই সমধিক সন্তোষ লাভ করিতেছি। স্ত্রী পুরুষ সংসর্গ-কালে স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে বাসনা করি। আমি এই নিদর্শনানুসারে স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গকালে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৬৬ অধ্যায়।

গৌতমপুত্র চিরকারীর উক্তি ঃ—মৈথুন সময়ে পিতা ও মাতা উভয়েই উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ অভিলাষ পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই।

সম্ভোগকালীন বিঘ্নদান অবিধেয়।

আদি পর্ব্ব (স্বয়ম্বর পর্ব্ব) ১৮২ অধ্যায়।

১। একদা মহাত্মা শক্তি্র শাপাভিগ্রস্ত রাক্ষসরূপী কল্মাষ-পাদ রাজা ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত আহারান্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, এক বিপ্রদম্পতী (অঙ্গিরার জামাতা ও পুত্রী) কামক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজাকে নয়নগোচর করিয়া কৃতকার্য্য না হইতেই পলায়ন করিতে বাধ্য

হইলেন। রাজা পলায়নপর ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীকে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আদিত্যবংশে প্রসূত, সর্ব্বলোকে সুবিখ্যাত; অতএব আপনার পাপাচরণ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্ত্তার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলাম, অধুনাপি কৃতার্থ হইতে পারি নাই, অতএব প্রসন্ন হইয়া আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করুন। রাজা সেই কামিনীর প্রার্থনাবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাঁহার স্বামীকে ভক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূতা ব্রাহ্মণীর যতগুলি অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হইল, সমুদায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হইয়া সেই বনপ্রদেশ দগ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর ভর্ত্তৃবিয়োগ বিধুরা শোকসন্তপ্তা ব্রাহ্মণী ক্রোধভরে রাজর্ষি কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্রনৃপাধম! তুমি যেমন মনোরথ পরিপূর্ণ না হইতেই আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণ সংহার করিলে, তোমাকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নী সংযোগ করিবা মাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। তুমি যাঁহার পুত্র বিনষ্ট করিয়াছ, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে তোমার পত্নী পুত্র উৎপাদন করিবেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮৪ অধ্যায়।

২। পরশুরামের প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠের উক্তিঃ—একদা পরিণয়ের পর ভগবান্ শূলপাণি গিরিবর হিমাচলে অপত্য উৎপাদনের নিমিত্ত পরস্পর সমাগম হইলেন। তখন দেবগণ

নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রুদ্রের নিকট গমন এবং তাঁহার ও দেবী পার্ব্বতীর পাদবন্দনা পূর্ব্বক দেবদেবকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি তপস্বী এবং দেবী পার্ব্বতীও তপস্বিনী। আপনাদের উভয়ের তেজ অমোঘ। আপনাদের উভয়ের সমাগম সকলের সন্তাপের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব আপনার নিকট প্রণত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আপনার ঔরসে দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হয় তাহার উপায় বিধানে মনোযোগী হউন। দেবগণের প্রার্থনায় রুদ্র তথাস্তু বলিয়া আপনার তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন। মহাদেব এইরূপে ঊর্দ্ধরেতা হইলে দেবী পার্ব্বতী দেবগণের প্রযত্নে আপনার পুত্র উৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা আমার ভর্ত্তার সন্তানোৎপত্তি রোধ করিয়া দিলে; অতএব আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি তোমাদিগের কখনই সন্তান উৎপন্ন হইবে না।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১১৮ অধ্যায়।

৩। জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তিঃ—একদা মৃগয়াবিহারী মহীপাল পাণ্ডু মহারণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মৃগযূথপতি মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে ব্যাপৃত রহিয়াছে দেখিয়া তাহাদের উপর উপর্য্যুপরি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ মৃগ প্রকৃত মৃগ নহে, মহাতেজাঃ এক ঋষিপুত্র। ঋষিতনয়

ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরম সুখে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন। পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ধরাতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ সহকারে কহিলেন, মহারাজ! আমার বিহার-বিরতি কাল প্রতীক্ষা করা তোমার অবশ্য উচিত ছিল। তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে; আমিও শাপ দিতেছি, তুমি যে সময়ে স্ত্রী সংসর্গ করিবে, সেই সময়েই তোমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই মৃগভ্রমেই শরবিদ্ধ করিয়াছ, এ নিমিত্ত তোমার ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইবে না।

ভোগে অত্যাশক্তিই দুঃখ—ত্যাগেই সুখ।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৭৫ অধ্যায়।

মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলেন। দীর্ঘসত্রানুষ্ঠানকালে মহর্ষি উশনার শাপে কামার্থ-বিনাশিনী জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্য সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি; অতএব হে পুত্রগণ! তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার জীর্ণ কলেবর লইয়া রাজ্য শাসন কর। যিনি জরাগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহার নবীন তনু আশ্রয় করিয়া বিষয় সম্ভোগ করিব। তাহা শুনিয়া যদু প্রভৃতি চারিজন তাঁহার জরাগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরু সম্মত

হইলে রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুত্রশরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন। অনন্তর পূরু তদীয় বয়ঃপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এবং সেই নৃপতি পূরুর বয়োলাভ করিয়া যৌবনশালী হইয়া সহস্র বৎসর উভয় পত্নীর সহিত পরম সুখে বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরে চৈত্ররথ নামক কুবেরোদ্যানে বিশ্বাচী নাম্নী এক অপ্সরার সহিত কিছুকাল বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে মনোমধ্যে এই পৌরাণিকী গাথা অনুধ্যান কারিলেন। কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যদি একজনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট। অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প। মহারাজ যযাতি বৈরাগ্যের সারত্ব ও কামের অসারত্ব আলোচনা করিয়া পুত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন ও তদীয় যৌবন তাঁহাকে সম্প্রদানপূর্ব্বক অনশন ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন।

উদ্যোগ পর্ব্ব (সনৎসুজাত পর্ব্ব) ৪২ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎসুজাতের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি বনিতা সম্ভোগই পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া নিতান্ত দুর্ব্ব্যবস্থিত হয়, সে নৃশংস মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৪০ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—স্ত্রী সম্ভোগ ইত্যাদি কার্য্য যুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে। ঐ সমুদায় কার্য্যে একান্ত অনুরাগ দোষ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

সৎ ও অসৎ পুত্র লাভের হেতু।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৯৯ অধ্যায়।

রাজর্ষি জনকের প্রতি পরাশরের উক্তি :—মানবগণের জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য দ্বারাই রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রপৌত্র প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮১ অধ্যায়।

শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি :—তিনরাত্র উপবাস-পূর্ব্বক গোমতী মন্ত্র জপ করিয়া পুত্রকামনা করিলে পুত্র লাভ হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৫৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—ইহজন্মে যাঁহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন, পরজন্মে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। নিত্য শ্রাদ্ধ দ্বারা সন্তানসন্ততি লাভ হয়।

সভা পর্ব্ব (রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্ব) ১৭ অধ্যায়।

বৃহদ্রথ রাজার প্রতি জরা রাক্ষসীর উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি নবযৌবনসম্পন্না সপুত্রা মদীয় প্রতিমূর্ত্তি গৃহভিত্তিতে লিখিয়া রাখিবে, তাহার গৃহ সতত ধনধান্যে, পুত্র, কলত্রাদিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। তাহা না করিলে অবশ্য তাহার অমঙ্গল ঘটিবে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩৪১ অধ্যায়।

জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তি ঃ—ঋক্ বেদোক্ত নারায়ণের স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীর বন্ধ্যতা দোষ দূরীভূত হইয়া যায়। পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রলাভ করে। গর্ভিনী গর্ভবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্তব শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পুত্র প্রসব করে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ১৩৪ অধ্যায়।

বাসুদেবের প্রতি কুন্তীর উক্তি ঃ—গর্ভবতী রমণী এই পুত্র-প্রসবকর বীরজনন বিদুলা-সঞ্জয় উপাখ্যান শ্রবণ করিলে অবশ্যই বীরপুত্র প্রসব করে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৯৭ অধ্যায়।

রাজর্ষি জনকের প্রতি পরাশরের উক্তি ঃ—পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয় যথার্থ বটে ; কিন্তু তপস্যার অপকর্ষ নিবন্ধন মানব-গণের উত্তরোত্তর হীন জাতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পিতামাতার পুণ্যবলে সন্তান ধার্ম্মিক হয়, পিতামাতার পাপেই সন্তান অধার্ম্মিক হয়।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৬৩ অধ্যায়।

মহাত্মা তুলাধারের প্রতি জাপকাগ্রগণ্য মহামতি জাজলির উক্তি ঃ—যাহারা কামসম্পন্ন হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সেই সমস্ত যজ্ঞপ্রভাবে লুব্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়। লুব্ধ হইতে লুব্ধ ও রাগদ্বেষাদি শূন্য ব্যক্তি হইতে রাগদ্বেষ শূন্য পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজমান ও ঋত্বিক্ সকাম হইলে তাহাদের পুত্র সকাম ও নিষ্কাম হইলে তাহাদিগের সন্তান নিষ্কাম হয়, সন্দেহ নাই। যেমন নভোমণ্ডল হইতে নির্ম্মল সলিল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যাগযজ্ঞ হইতে পুত্রের উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উদ্যোগপর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ১৩০ অধ্যায়।

কেশবের প্রতি কুন্তীর উক্তি ঃ—মনুষ্য ও দেবতাগণ সম্যক্ আরাধিত হইলে, ইহলোকে দীর্ঘায়ু, ধন ও পুত্র এবং পরলোকে স্বাহা ও স্বধা প্রদান করেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যিনি একাহার করিয়া আষাঢ় মাস অতিক্রম করেন, তিনি ধনধান্য সম্পন্ন ও বহু পুত্রযুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিন মাস অতিক্রম করেন, তিনি শুদ্ধিযুক্ত, বাহনাঢ্য ও বহুপুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৭৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—মানবগণ মঙ্গল কামনা করিয়া শুদ্ধাচারে এই গোসম্ভক (কপিলার উৎপত্তির বিষয়) বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহাদের সমুদায় পাপ বিনাশ এবং অনায়াসে পশু, পুত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—গো ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, কন্যার্থী হইলে কন্যা লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

অনুশাসন পর্ব্ব ৫৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—নিত্যশ্রাদ্ধ দ্বারা সন্তান সন্ততি লাভ হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৭৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—মনুষ্য কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যালাভ করিয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, ঐ একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্রলাভ করিয়া থাকে।

বন পর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ৮৩ অধ্যায়।

ভীষ্মের প্রতি পুলস্ত্যের উক্তি ঃ—কন্যাশ্রমে গমনপূর্ব্বক

ত্রিরাত্র উপবাস ও শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে ভোজন করিলে শতসংখ্যক দিব্য কন্যালাভ হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮৯ অধ্যায়।

নরপতি শশবিন্দুর প্রতি যমের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে সে শোকসন্তাপবিহীন ও পুত্রবান্ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শান্তস্বভাব সম্পন্ন পুত্র লাভ হয়। চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান্ পুত্রলাভ হয়। বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র লাভ হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৫ অধ্যায়।

দেবরাজের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—যাহারা বায়ুর দ্বেষ করে, তাহাদিগের সন্তান গর্ভাবস্থাতেই বিনষ্ট হয়।

বিরাট পর্ব্ব (পাণ্ডবপ্রবেশ পর্ব্ব) ৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভগবতী দুর্গার উক্তি ঃ—যে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিরা আমার নাম-সংকীর্ত্তন করে, আমি প্রসন্ন হইয়া তাহা-দিগকে পুত্র প্রদান করি।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৫ অধ্যায়।

মহর্ষিগণের প্রতি সৌতির উক্তি ঃ—এই জয়াখ্য পবিত্র

ইতিহাস (মহাভারত) শ্রবণ করিলে, গর্ভবতী রমণীদিগের পুত্র বা সৌভাগ্যবতী কন্যা লাভ হইয়া থাকে।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৫০ অধ্যায়।

রাজা পরীক্ষিতের প্রতি মহর্ষি ইন্দ্রোতের উক্তি ঃ—পিতা বহুবিধ মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিয়াই তপ, দেবার্চ্চনা, যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুপুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৭ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি ঃ—পিতা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক বহু কল্যাণযুক্ত পুত্রলাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। আর মাতা উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত ও মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা গর্ভধারণ করিয়া দশমাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করত মনে মনে চিন্তা করেন যে, আমার সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহুদিন জীবিত থাকিবে এবং বলিষ্ঠ ও সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া আমাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে সুখী করিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৪ অধ্যায়।

বাসুদেবের প্রতি উপমন্যুর উক্তি ঃ—পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রলাভের নিমিত্ত তিনশত বৎসর-ব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞশীল সহস্র পুত্র প্রদান করেন।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩২৪ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—পূর্ব্বকালে ভগবান্ ভূতনাথ পার্ব্বতীর সহিত সুমেরুশৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মহর্ষি বেদব্যাস সেই ভগবানের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় গুণ-সম্পন্ন পুত্রলাভ করিবার বাসনায় ইন্দ্রিয় সমুদায় রুদ্ধ করিয়া বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ঐরূপে দেবদেবের আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার একশতবর্ষ অতীত হইল। অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর সেই দৃঢ়তরা ভক্তি ও কঠোর তপোনুষ্ঠান দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, দ্বৈপায়ণ! তুমি অচিরাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি, সলিল ও আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ পুত্রলাভ করিবে। তাহার যশঃ সৌরভে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৪-১৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও মহর্ষিগণের প্রতি বাসুদেবের উক্তি ঃ—জাম্ববতী, রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ প্রভৃতি পুত্রগণকে দর্শনপূর্ব্বক পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি অবিলম্বে আমাকে একটী মহাবল পরাক্রান্ত আপনার তুল্য গুণবান্ পরম সুন্দর পুত্র প্রদান করুন। পূর্ব্বে আপনি যেরূপে দ্বাদশবর্ষ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে

রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই কয়েকটী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমাকেও সেইরূপ একটী পুত্র প্রদান করিতে হইবে। জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম, দেবি! আমি তোমার বাক্যানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিলাম, তুমি প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি কর। তখন জাম্ববতী কহিলেন, নাথ! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনা করিতে গমন করুন। ব্রহ্মা, শিব, কশ্যপ ইত্যাদি আপনাকে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানেই আপনার কোন বিপদ্ উপস্থিত হইবে না। রাজপুত্রী জাম্ববতী এইরূপে প্রস্থানকালীন মঙ্গলাচরণ করিলে আমি পিতা, মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলাম, তৎপরে আমি গদ ও বলদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগের গোচর করাতে তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমরা প্রার্থনা করি নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপস্যার ফললাভ হউক। এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, আমি গরুড়কে স্মরণ করিলাম। বিহঙ্গমরাজ আমাকে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে উপমন্যুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। তথায় ঐ ব্রাহ্মণ আমার মস্তক মুণ্ডন এবং আমাকে দণ্ড, কুশ, চীর, মেখলা গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত করিলেন। পরে আমি একমাস ফলাহার ও চারিমাস জলপানপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান

করিলাম। অনন্তর ষষ্ঠমাস উপস্থিত হইলে, ভগবান্ মহাদেব স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীর সহিত দেবগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার রূপদর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর। ত্রিলোক মধ্যে তোমার তুল্য আমার পরমভক্ত আর কেহই নাই।

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলাম, ভগবন্! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মে দৃঢ়তা ইত্যাদি ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করি। অনন্তর জগন্মাতা ভবানী আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! আমার নিকট আটটি বর প্রার্থনা কর। তখন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা ও শত পুত্র লাভ ইত্যাদি বর প্রার্থনা করিলাম। পার্ব্বতী কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্ব) ২২০ অধ্যায়।

...রের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তিঃ—ভগবান্ অত্রি অপত্যকামনায় স্রষ্টুকাম অগ্নিদিগের ধ্যান করাতে তাঁহারা

তদীয় শরীর হইতে নিঃসৃত হইলেন। এইরূপে হুতাশনগণ অত্রির বংশে সঞ্জাত হন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৪ অধ্যায়।

মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ভর্ত্তাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আর আমি ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইব না স্থির করিয়া মহাদেবের শরণাপন্না হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিন শত বৎসর অনাহারে, মূষলে শয়ন করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! তুমি আমার বরে স্বামি সহবাস ভিন্ন অনায়াসে এক পুত্রলাভ করিবে। ঐ পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত হইয়া অভিলষিত খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

পুত্র কয়প্রকার।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১২০ অধ্যায়।

কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুরাজের উক্তি ঃ—হে পৃথে! ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ছয়প্রকার বন্ধুদায়াদ ও ছয় প্রকার অবন্ধুদায়াদ পুত্র আছে; স্বয়ংজাত, প্রণীত, পরিক্রীত, পৌনর্ভব, কানীন, স্বৈরিণীজ, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, স্বয়মুপাগত, সহোঢ়, জ্ঞাতিরেতা এবং হীনযোনিধৃত এই দ্বাদশপ্রকার পুত্র। ইহার মধ্যে স্বয়ং-

জাতাভাবে, প্রণীত তদ্‌ভাবে পরিক্রীত, তদ্‌ভাবে পৌনর্ভব ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারের অভাবে পর পর প্রকার স্বীকার করা শাস্ত্রসম্মত। এতদ্ভিন্ন আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবরদ্বারাও পুত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায়। আর স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, ঔরসপুত্র অপেক্ষা প্রণীতপুত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মফলদ।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৭৪ অধ্যায়।

রাজা দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তি ঃ—ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—ঔরসজাত পুত্র আত্মার স্বরূপ। যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে তাহার সেই পুত্র নিরুক্তজ এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিরপেক্ষ হইয়া জারদ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র প্রসৃতিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্র পতিতজ বলিয়া অভিহিত হয়। বিনামূল্যে অন্য হইতে যে পুত্রকে লাভ করা যায়, তাহাকে দত্তক পুত্র এবং মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে প্রাপ্ত হওয়া

যায়, তাহাকে ক্রীত পুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে অব্যূঢ় কহে। অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০০ অধ্যায়।

দেবব্রতের প্রতি শান্তনুর উক্তি ঃ—ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন যাঁহার এক পুত্র তিনি অপুত্রমধ্যেই পরিগণিত।

অনুশাসন পর্ব্ব ৬৯ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা দোষ বিনষ্ট হয়।

বন পর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ৮৪ অধ্যায়।

ভীষ্মের প্রতি পুলস্ত্যের উক্তি ঃ—মনুষ্যের বহুপুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য কারণ তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ গয়ায় গমন, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা নীলকায় বৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়।

পুত্রের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য।

পিতা পাঁচ প্রকার ঃ—

অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, যস্য কন্যা বিবাহিতা।
উপনেতা জনয়িতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥

ইতি চাণক্যঃ

অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, গুরু ও জনক এই পাঁচজন পিতা বলিয়া অভিহিত হন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৬৯ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—যে ব্যক্তি জন্মদান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহারা তিন জনেই পিতা বলিয়া পরিগণিত হন !

উদ্যোগ পর্ব্ব (যানসন্ধি পর্ব্ব) ৫৩ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের উক্তি :—যিনি সুহৃৎ, সম্যক্ সাবধান চিত্ত ও হিতকারী, তিনি যথার্থ পিতা, কিন্তু যিনি অনিষ্টাচরণপরায়ণ, তিনি পিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

শান্তিপর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৯৩ অধ্যায়।

জনক রাজার প্রতি পরাশরের উক্তি :—মানবগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবতা, পিতৃ, অতিথি ও পুত্রাদিপোষ্যগণ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের, সৎকার দ্বারা অতিথি কুলের, জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞাবশিষ্ঠ অন্ন ভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষা দ্বারা আত্মার ঋণ পরিশোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৪০।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা সুহৃৎ যে কেহই হউক না কেন অর্থের বিঘ্নানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিত চিত্তে তাহার শাসন করা কর্ত্তব্য।

আদি পর্ব্ব (আস্তীক পর্ব্ব) ৪২ অধ্যায়।

শৃঙ্গীর প্রতি তৎপিতা শমীকের উক্তিঃ—হে পুত্র! পিতা বয়স্থ সন্তানকেও শাসন করিতে পারেন, যে হেতু ক্রমে ক্রমে পুত্রের গুণ ও যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তুমি বালক অবশ্যই আমার শাসনার্হ।

অনুশাসন পর্ব্ব ৫৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—আমিষ পরিত্যাগ করিলে পুত্রগণের দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৭১ অধ্যায়।

নচিকেতের প্রতি যমরাজের উক্তিঃ—গুরুকার্য্য সাধন এবং পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার কল্যাণার্থ ও শুভ সম্পাদনের নিমিত্ত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে গোদান করা উচিত।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৪ অধ্যায়।

দৈত্যেন্দ্র বিরোচনের প্রতি সুধন্বার উক্তিঃ—হে বিরোচন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা পিতা পুত্রে একাসনে

উপবেশন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ঐ চারি বর্ণের পরস্পর একাসনে উপবেশন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৩৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—সবর্ণ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—পুত্র ও শিষ্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাড়না করা বিধেয়।

বনপর্ব্ব (আরণ্যক পর্ব্ব) ৯ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি ঃ—হে নরনাথ! তোমারও যেন পুত্রগণের প্রতি আন্তরিক ভাব সমান থাকে। বিশেষতঃ সহায়হীন দীনের প্রতি সমধিক কৃপাদৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

পুত্রের অসৎ কর্ম্মে উপেক্ষাপ্রদর্শন করা পিতার অকর্ত্তব্য।

বন পর্ব্ব (ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্ব্ব) ৫১ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের উক্তি ঃ—আপনি সমর্থ হইয়াও পুত্রকে নিবারণ করেন নাই, প্রত্যুত উপেক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা আপনার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত।

ধন বিভাগ আইন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—ফলতঃ সমুদায় বর্ণেরই সবর্ণা গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের পৈতৃক ধনের সমান অধিকার। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যৈষ্ঠাংশস্বরূপ একভাগ অধিক গ্রহণ করিতে পারে। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগবিধি নির্ণয় করিয়াছেন। মরীচিপুত্র কশ্যপ কহিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে অনেক সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে প্রথমার গর্ভসম্ভূত পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ, মধ্যমার গর্ভসম্ভূত পুত্র মধ্যমাংশ ও কনিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত পুত্র কনিষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে অবশিষ্ট ধন সমানভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সবর্ণা গর্ভসম্ভূত পুত্রই সমুদায় পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শান্তি পৰ্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পৰ্ব্ব) ৩৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি :—অনুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য ধন প্রদান করা অধর্ম্ম। তাহাকে ঐ কুকর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

বন পৰ্ব্ব (পতিব্রতামাহাত্ম্য পৰ্ব্ব) ২৯১ অধ্যায়।

সাবিত্রীর প্রতি তৎপিতা অশ্বপতির উক্তি :—বৎসে! যে পিতা কন্যাকে সম্প্রদান না করে, সে নিন্দনীয় হয়।

শান্তি পৰ্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পৰ্ব্ব) ২৮৯ অধ্যায়।

মহারাজ সগরের প্রতি মহর্ষি অরিষ্টনেমির উক্তি :— যথাকালে পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবনধারণে সমর্থ ও যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদনপূর্ব্বক স্নেহপাশ বিমুক্ত হইয়া যথাসুখে পরিভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

উদ্যোগ পৰ্ব্ব (প্রজাগর পৰ্ব্ব) ৩৬ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি :—অগ্রে অপত্যোৎপাদন-পূর্ব্বক ঋণশূণ্য হইয়া পুত্রদিগের কোন বৃত্তিবিধান ও কুমারী-গণকে সৎপাত্রে প্রদান করিবে ; পশ্চাৎ অরণ্যগমনপূর্ব্বক মুনি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিবে।

বন পৰ্ব্ব (ইন্দ্রলোকাভিগমন পৰ্ব্ব) ৪৩ অধ্যায়।

দেবরাজ সেই প্রশ্রয়াবনত আত্মজকে আলিঙ্গন ও তাঁহার

মস্তকাঘ্রাণ করত অঙ্কে লইয়া তদীয় করগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় দেবর্ষি-সেবিত পবিত্রাসনে উপবেশন করাইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্নেহবশতঃ বজ্রকিণাঙ্কিত কর দ্বারা অর্জ্জুনের শুভানন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

মাতা সাতপ্রকার।

আত্মমাতা, গুরোঃপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নীকা।
গাভী, ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ।

ইতি—চানক্যঃ

জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজমহিষী, গাভী, ধাত্রী ও পৃথিবী এই সাতজন জননী বলিয়া অভিহিতা হন।

বন পর্ব্ব (আরণ্যক পর্ব্ব) ৯ অধ্যায়।

দেবরাজের প্রতি সুরভীর উক্তি ঃ—যদিচ আমার পুত্র সহস্র-সংখ্যক, তথাচ তাহাদিগের উপর আমার আন্তরিক ভাব এক-রূপই আছে, কিন্তু তন্মধ্যে যে দীন ও সাধু আমি তাহাকে সমধিক কৃপা করিয়া থাকি।

মাতার স্নেহ।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ৮৯ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর উক্তি :—হে মাধব! আমি পুত্র-গণের নিমিত্ত যেরূপ শোকাবিষ্টা হইয়াছি ; বৈধব্য অর্থনাশ ও জ্ঞাতিগণের সহিত শত্রুতায় তাদৃশী শোকাকুলা হই নাই।

সপত্নী পুত্রের প্রতি স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন ও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১২৫ অধ্যায়।

কুন্তীর প্রতি মাদ্রীর উক্তি :--যদি আমি জীবিত থাকিয়া আমার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় আপনার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে ইহকালে লোকনিন্দায় ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০৫ অধ্যায়।

বেদব্যাসের প্রতি সত্যবতীর উক্তি :—পুত্র পিতামাতার উভয়েরই সাধারণ ধন, পুত্রেরপ্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে।

ভীরুপুত্রকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিয়োগ করিতে মাতার সময়োচিত উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ১৩৩ অধ্যায়।

পুত্র সঞ্জয়ের প্রতি মাতা বিদুলার উক্তিঃ—যদি আমি তোমাকে অযশস্বী দেখিয়াও কিছু না বলি, তাহা হইলে গর্দ্দভীর ন্যায় অকারণ বাৎসল্য প্রদর্শন করা হইবে। হে পুত্র! সমুদায় সৈন্ধবকে নিহত করিয়া যখন তোমাকে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে দেখিব, তখন তোমাকে সম্মান করিব।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০৫ অধ্যায়।

সত্যবতী বহুদিবসের পর, পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি সম্মান ও বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহনিঃসৃত স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন; এবং অবিরল বিগলিত আনন্দ সলিলে তদীয় হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল।

পুত্র-সংজ্ঞা।

পুন্নাম নরকাৎ ত্রায়তে ইতি পুত্রঃ।

পুং নামক নরক হইতে যে পিতামাতাকে পরিত্রাণ করে, তাহাকেই পুত্র বলা হয়।

পুত্রের কর্ত্তব্য।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৮৫ অধ্যায়।

বর্ণচতুষ্টয় প্রজাদিগের প্রতি রাজা যযাতির উক্তি ঃ— যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সে সাধুসমাজে পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যে পুত্র পিতামাতার আজ্ঞাবহ ও কায়মনো-বাক্যে তাঁহাদিগের হিতসাধন করে, তাহাকে যথার্থ পুত্র বলা যায়।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৩৯ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি (পূজনীনামক পক্ষীর সহিত ব্রহ্মদত্ত নরপতির কথোপকথন, নরপতি ব্রহ্মদত্তের প্রতি পূজনীর উক্তি) ঃ—যে পুত্র হইতে সুখলাভ হয় তাহাকেই পুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ১৩০ অধ্যায়।

কেশবের প্রতি কুন্তীর উক্তি ঃ—পিতা, মাতা ও দেবগণ পুত্রের নিকট হইতে নিরন্তর দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ ও প্রজাপালন অভিলাষ করিয়া থাকেন।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্ব) ২০৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি ঃ—পিতা, মাতা পুত্র হইতে যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া

থাকেন। যে ব্যক্তি পিতামাতার আশা পূর্ণ করে, সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, তাহার ইহকাল ও পরকালে শাশ্বত ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ হয়।

বন পর্ব্ব (যক্ষযুদ্ধ পর্ব্ব) ১৫৮ অধ্যায়।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের উক্তি:— পিতৃগণ স্ব স্ব কুলসম্ভূত পুত্র, পৌত্রাদির অসৎ ও সৎকর্ম্ম সন্দর্শনে ইহাদিগের অধর্ম্মে আমাদিগকে সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ও ইহাদিগের ধর্ম্মবলে আমরা অতুল সুখসম্পত্তি সম্ভোগ করিব, এই মনে করিয়া শোক ও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া পরিতুষ্ট থাকেন। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, অগ্নি, গুরু ও আত্মা এই পাঁচজনকে পরিতুষ্ট করিতে পারে, তাহার উভয়-লোক জয় করা হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ৩১ অধ্যায়।

কেশবের প্রতি নারদের উক্তি:—যাঁহারা তোমার ন্যায় পিতা, মাতা ও গুরুজনের প্রতি সতত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় আপদ্ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া সদ্গতি লাভে সমর্থ হন।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্যান পর্ব্ব) ১৪৩ অধ্যায়।

কর্ণেরপ্রতি কুন্তীর উক্তি:—মহাত্মাগণ ধর্ম্মবিনিশ্চয় বিষয়ে

পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৭৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও আচার্য্যের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত হয় এবং কদাপি তাঁহাদিগের দ্বেষ না করে, তাহার স্বর্গলাভ হয়। গুরু শুশ্রূষা নিবন্ধন তাহাকে কদাপি নরক দর্শন করিতে হয় না।

অনুশাসন পর্ব্ব ৯১ অধ্যায়।

মহর্ষি নিমির প্রতি অত্রির উক্তি ঃ—ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃদেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেব-দিগকে অর্চ্চনা করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ১০৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—আমার মতে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই পরম ধর্ম্ম। উহা অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দিব্যলোক ও মহীয়সী কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয়। তাঁহারা সুসেবিত হইয়া যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, উহা ধর্ম্ম হউক বা অধর্ম্ম হউক, অবিচারিত চিত্তে অচিরাৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অনভিমত কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই।

তাঁহারা তিনলোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ এবং তিন অগ্নি-স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অন্যান্য গুরুজন আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হন। পিতার সেবায় ইহ-লোক মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজিত করা যায়। যাঁহারা ঐ তিনের সমাদর করেন, তাঁহাদের সমুদায় লোক বশীভূত হয়, আর যাঁহারা উহাঁদিগের সমাদর না করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই বিফল হয় এবং তাঁহারা কি ইহলোক কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন না। পিতামাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বধ করা পুত্রের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অপরাধী পিতা-মাতার দণ্ডবিধান না করিলে পুত্রগণকে দূষিত হইতে হয় না। পিতামাতা ধর্ম্মদ্বেষী হইলেও তাঁহাদের প্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি পিতামাতার স্বরূপ। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্না হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রীত হইলে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব পিতামাতা অপেক্ষা উপাধ্যায় পূজ্যতম। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হন। অতএব কোনরূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। যে উপাধ্যায়ের সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে তাহাকে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যাহারা পিতামাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের

ভরণপোষণে বিরত হয়, তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহই নাই।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ১২৯ অধ্যায়।

গৌতমের প্রতি যমের উক্তি ঃ—সতত সত্যধর্ম্ম, তপস্যা ও পবিত্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক পিতামাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশে দুর্ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩২২ অধ্যায়।

শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি ঃ—যাহারা ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, পরলোকে ভীষণাকার কুক্কুর, অয়োমুখ, বল ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষী এবং শোণিত-লোলুপ কীটগণ তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০২ অধ্যায়।

মহর্ষি গৌতমের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র রূপধারী দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি ঃ—যে সকল ব্যক্তিরা মদমত্ত হইয়া পিতামাতার সহিত

শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে তাহারাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে, দেহান্তে তাহাকে দশবৎসর গর্দ্দভ ও এক বৎসর কুম্ভীর যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্ট সাধন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোধান্বিত করেন, সে দেহান্তে প্রথমতঃ গর্দ্দভ, পরে চতুর্দ্দশ মাস কুক্কুর তৎপরে সাতমাস বিড়াল যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতাকে তিরস্কার করিলে দেহান্তে সারিকাযোনি এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দেহান্তে প্রথমতঃ দশবৎসর কচ্ছপ, তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী তৎপরে ছয়মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণানন্তর পরিশেষে মানবযোনি লাভ হয়।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৫৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—(গৃধ্রজম্বুক সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস) ঃ—যাহারা জীবিত থাকিয়া পিতামাতা ও অন্যান্য বান্ধবগণের তত্ত্বাবধান না করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি অকারণে পিতা, মাতা ও গুরুজনকে পরিত্যাগ করে সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়।

বন পর্ব্ব (পতিব্রতামাহাত্ম্য পর্ব্ব) ২৯৪ অধ্যায়।

সত্যবান্ স্কন্ধে পরশু গ্রহণপূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে সাবিত্রী স্বামীকে কহিলেন, একাকী গমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি অদ্য তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তোমার সহিত গমন করিব। সত্যবান্ কহিলেন, যদি গমনের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। কিন্তু তোমাকে আমার পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা আমিই ইহার দোষভাগী হইব। সাবিত্রী সত্যবানের বাক্যানুসারে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র ফলমাত্র আহার করিয়া অরণ্যানী মধ্যে গমন করিতেছেন, আজি আমি উহাঁর বিরহ সহ্য করিতে পারিব না, ইচ্ছা করিয়াছি, উহাঁর সমভিব্যাহারে গমন করিব। বিশেষতঃ কিঞ্চিদূন এক বৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হই নাই, এই জন্য কুসুমিত কানন নিরীক্ষণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। আপনারা অনুমতি করুন। দ্যুমৎসেন কহিলেন, যে অবধি সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ

হইয়াছেন, তদবধি আমার নিকটে কিঞ্চিৎমাত্রও প্রার্থনা করেন নাই; অতএব অদ্য ইনি স্বাভিলষিত ফললাভ করুন। পরে সাবিত্রীকে কহিলেন, বৎসে! পথে সত্যবানের প্রতি অবহিত থাকিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব। ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতা, পিতা ও আচার্য্যকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য।

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া পুত্রের অকর্ত্তব্য।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ৬৮ অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি :—বৎস! সঞ্জয় আমাদের হিতকারী; অতএব তুমি কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। দুর্য্যোধনের উক্তি :—তাত! যদি কেশব অর্জ্জুনের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিয়া সমস্ত লোক সংহারার্থ সমুদ্যত হন, তথাপি আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইব না। গান্ধারীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি :—প্রিয়ে! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যাপরায়ণ, অভিমানী ও উপদেশগ্রহণপরাঙ্মুখ; অতএব উহাকে নরক গমন করিতে হইবে।

গান্ধারীর উক্তি ঃ—হে দুরাশয়! তুমি ঐশ্বর্য্য, জীবন ও পিতামাতাকে পরিত্যাগ করত শত্রুগণের প্রীতিবর্দ্ধন এবং আমাকে শোকসাগরে বিসর্জ্জন করিয়া ভীমের হস্তে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতার বাক্য স্মরণ করিবে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৯৮ অধ্যায়।

রাজর্ষি জনকের প্রতি মহর্ষি পরাশরের উক্তি ঃ—পিতা পুত্রের পরম দেবতা এবং মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা অন্য ব্যক্তির প্রাণহিংসা দ্বারা অপত্যাদির জীবন রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে নিবারণ করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনুশাসন পর্ব্ব ৯৩ অধ্যায়।

(মহর্ষিগণ, ও দেবী অরুন্ধতী প্রভৃতিকর্ত্তৃক উৎপাটিত মৃণাল সমুদায় অপহৃত হওয়ায় উহাঁদের অভিশাপ প্রদান)।

গৌতমের উক্তি :—যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে পিতা, মাতা ও গুরুর হিংসা করুক। অতএব উহা করা অধর্ম্ম।

আদর্শ পিতৃমাতৃ ভক্তি।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্ব) ২১২-২১৩ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের 'প্রতি ধর্ম্মব্যাধের উক্তি ঃ—হে ভগবন্! ইহাঁরা আমার পিতামাতা। আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন। ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় পিতামাতাকে অবলোকন করিবামাত্র তাঁহাদিগের পদতলে নিপতিত হইল। বৃদ্ধদম্পতী কহিতে লাগিল, "বৎস! গাত্রোত্থান কর, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন। আমরা তোমার শৌচ সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি ইষ্টগতি, জ্ঞান ও মেধাপ্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি আমাদের সৎ পুত্র, প্রত্যহই যথাকালে উত্তমরূপে আমাদিগকে পূজা করিয়া থাক ও দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। তুমি দ্বিজাতিগণের প্রতি সতত প্রযতচিত্ত ও দান্ত হইয়াছ, অতএব হে পুত্র! আমার পূর্ব্ব পিতামহগণ তোমার দম ও পিতৃপূজন সন্দর্শনে তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদের শুশ্রূষা করিতে অনুমাত্রও ত্রুটি কর না।" হে ব্রহ্মণ! দেবগণের উদ্দেশে যাহা যাহা করিতে হয়, আমি তৎসমুদায় ইহাঁদের সমীপেই সম্পন্ন করিয়া থাকি, ব্রাহ্মণগণ যেমন দেব-গণের নিমিত্ত উপহার আহরণ করেন, আমিও ইহাঁদের নিমিত্ত তদ্রূপ উপহার আহরণ করিয়া থাকি। আমি ইহাঁদিগকে নানাবিধ পুষ্প ফল ও রত্নদ্বারা সতত পরিতুষ্ট করি। আমি এই

দুইজনকে অগ্নি, যজ্ঞ ও চারিবেদের ন্যায় জ্ঞান করি। হে ব্রহ্মণ! আমার ভার্য্যা পুত্র সুহৃজ্জন ও প্রাণ এই সমুদায়ই ইহাঁদিগের সেবার নিমিত্ত আছে। আমি পুত্রকলত্র সমভি-ব্যাহারে সতত ইহাঁদিগের শুশ্রূষা করি। হে দ্বিজসত্তম! আমি স্বয়ং ইহাঁদিগকে স্নান করাইয়া পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক স্বহস্তে আহার প্রদান করি। সতত ইহাঁদের অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করি, বিপ্রিয় বাক্য কদাচ আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি, ইহাঁদের প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যদি অধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হই না। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচজন গুরু।

হে বিপ্রবর! আপনি পিতামাতার অনুমতি না লইয়াই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ জনকজননী আপনার শোকে অন্ধ হইয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গমন করুন। নতুবা আপনার সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্মই ব্যর্থ হইবে।

পিতামাতার শাসনে থাকা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ১২৩ অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের প্রতি বাসুদেবের উক্তিঃ—তুমি লজ্জাশীল,

সৎকুলজাত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদয়স্বভাব; অতএব পিতামাতার শাসনে অবস্থান কর। পিতার শাসনপরবশ হওয়া পুত্রের নিতান্ত শ্রেয়স্কর; দেখ, মনুষ্যেরা বিপন্ন হইলে পিতৃশাসন স্মরণ করিয়া থাকেন।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ৯৪ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মধুসূদনের উক্তি ঃ—আপনার আজ্ঞা পালন করা আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার শাসনে থাকিলে, তাহাদের যথেষ্ট শ্রেয়োলাভ হইবার সম্ভাবনা।

পিতার দোষ ধরা পুত্রের অকর্ত্তব্য।

বন পর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ১৩১ অধ্যায়।

পিতা কহোড়ের প্রতি সুজাতার গর্ভস্থিত হুতাশন সম প্রভাবসম্পন্ন শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে উক্তি ঃ—হে তাত! আপনি সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করেন কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক্ হয় না। আমি আপনার প্রসাদে এই গর্ভস্থাবস্থাতেই সমুদায় সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন, সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; অতএব আমি শ্রবণ করিতেছি, আপনার উত্তমরূপ হইতেছে না। মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণমধ্যে গর্ভস্থ বালক কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া রোষভরে তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন, "তুমি গর্ভে থাকিয়া

আমার প্রতি এইরূপ অবমাননা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, অতএব তোমার কলেবরের অষ্টস্থল বক্র হইবে।” কহোড়-নন্দন পিতার শাপানুসারে বক্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অষ্টাবক্র বলিয়া বিখ্যাত হইল।

পিতাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা পুত্রের অকর্ত্তব্য।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২২৭ অধ্যায়।

দৈত্যেশ্বর বলির প্রতি ইন্দ্রের উক্তি ঃ—কালক্রমে প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলে, যখন পুত্র মোহবশতঃ পিতাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, সেই সময় তুমি এক একটী পাশ হইতে বিমুক্ত হইবে (অতএব পিতাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা পুত্রের পক্ষে অধর্ম্ম)।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ৯০ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণকুমারের উক্তি ঃ—পিতঃ! আপনি আমার এই শক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথিকে এই শক্তু প্রদান করুন। আমার মতে অতিথিকে প্রদানপূর্ব্বক আপনার প্রীতি সাধন করা অপেক্ষা পুণ্য কর্ম্ম আর নাই। সর্ব্বদা যথোচিত যত্নসহকারে আপনাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। বৃদ্ধদশায় পিতাকে পালন করা যে পুত্রের অবশ্য

কর্ত্তব্য, ইহা ত্রিলোক মধ্যে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আমি আপনার আত্মাস্বরূপ ; সুতরাং আমার দ্বারা আত্মরক্ষা করিলে, আপনার আত্মাদ্বারাই আত্মরক্ষা করা হইবে।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৫৩ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি (গৃধ্রজম্বুক সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস) ঃ—পুত্র পিতার অথবা পিতা পুত্রের কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করেন না। সকলকেই স্ব স্ব সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে ফলভোগ করিতে হয়।

বন পর্ব্ব (ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্ব্ব) ৪৩ অধ্যায়।

অনন্তর অর্জ্জুন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিনীতভাবে সুররাজ সমীপে আগমনপূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

বন পর্ব্ব (নিবাতকবচযুদ্ধ পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ মহাত্মা সুররাজকে অবলোকন করিবামাত্র প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণাসহকারে বিধিবিহিতরূপে পূজা করিয়া পরম প্রীত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয় দেবরাজকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমীপে ভৃত্যবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

পিতার প্রীত্যর্থে পুত্রের মহান্ ত্যাগ।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০০ অধ্যায়।

অনন্তর একদিবস দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত ! আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না, কেবল দিন দিন মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন, অতএব আপনার কি রোগ হইয়াছে, আজ্ঞা করুন, আমি তাহার প্রতীকার করিব।

শান্তনুর উক্তি ঃ—আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র পুত্র, ধর্ম্মবাদারা কহিয়া থাকেন, যাঁহার এক পুত্র তিনি অপুত্র মধ্যেই পরিগণিত। আমি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হয় না, তন্নিমিত্ত আমি অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি। অনন্তর দেবব্রত মন্ত্রী প্রমুখাৎ ধীবরকুমারীবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ধীবরসমীপে গমনপূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন।

ভীষ্মের প্রতি দাসরাজের উক্তি ঃ—যাঁহার ঔরসে বরবর্ণিনী সত্যবতীর জন্ম হয়, তিনি বারংবার আমার নিকট ত্বদীয় পিতার গুণ কীর্ত্তনপূর্ব্বক কহিয়াছেন, যে সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজাই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। আমি কন্যার পিতা, অতএব একটী কথা বলিব, হে পরন্তপ ! বোধ হইতেছে এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে। কেবল

এইমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে, নতুবা এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

ভীষ্মের উক্তি ঃ—হে সত্যবাদিন্! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যাহা কহিবে, অবিকল সেইরূপ কার্য্য করিব। যিনি ইহাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদিগের রাজা হইবেন।

জালজীবীর উক্তি ঃ—তুমি সত্যবতীর নিমিত্ত যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করি না, কিন্তু যিনি তোমার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি জানিয়া কহিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে।

মাতৃবাক্য অলঙ্ঘনীয়।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ৩৪৩ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি ঃ—পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নামে ত্বষ্টার পুত্র দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। উহাঁর অপর নাম ত্রিশিরা, তিনি অসুরদিগের ভাগিনেয় হইয়াও তাহাদিগকে গোপনে এবং দেবতাদিগকে প্রকাশ্যভাবে যজ্ঞভাগ প্রদান

করিতেন। অনন্তর একদা অসুরগণ হিরণ্যকশিপুকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া বিশ্বরূপের মাতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগিনি! তোমার পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে এবং আমাদিগকে গোপনে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেছেন। সেই কারণে ক্রমশঃ আমাদিগের বলক্ষয় এবং দেবগণের বলবৃদ্ধি হইতেছে! অতএব যাহাতে ত্রিশিরা দেবপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন, তুমি অচিরাৎ তাহার উপায় কর। বিশ্বরূপের মাতা পুত্রের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত শত্রুপক্ষের বলবর্দ্ধন ও মাতুল পক্ষকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বরূপের মাতা এই কথা কহিলে তিনি মাতৃবাক্য নিতান্ত অনুল্লঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া দেবপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর নিকট সমুপস্থিত হইলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে হোতৃপদে নিযুক্ত করিলেন।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—জননীকে প্রতিপালন করা অপেক্ষা সৎকার্য্য আর কিছুই নাই।

বন পর্ব্ব (পতিব্রতামাহাত্ম্য পর্ব্ব) ২৯১ অধ্যায়।

সাবিত্রীর প্রতি তৎপিতা অশ্বপতি রাজার উক্তিঃ—যে ব্যক্তি ভর্ত্তৃহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে সে নিন্দনীয় হয়।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০৫ অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস দুঃখিত জননীকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন করিলেন।

পুত্রের কঠিন কর্ত্তব্য পালন।

বন পর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ১১৫ অধ্যায়।

একদা জমদগ্নি পত্নী রেণুকা স্নান করিবার নিমিত্ত নির্গত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতেছেন, এই অবসরে চিত্ররথ নামক এক মহীপাল তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। রেণুকা প্রভূত সম্পত্তিশালী কমলমালাধারী সেই ধরাপতিকে মহিষীর সহিত জলবিহার করিতে দেখিয়া অনঙ্গশরে ব্যথিত ও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি তদ্রূপ ব্যভিচারদোষে দূষিত ও বিচেতন প্রায় হইয়া সশঙ্কিত মনে আশ্রম প্রবেশ করিবামাত্র জমদগ্নি তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত ও ব্রাহ্মী লক্ষ্মী হইতে পরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সমস্তই অবগত হইলেন এবং ধিক্ ধিক্ বলিয়া বারংবার নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর রুমন্বান্, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু ইহাঁরা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে, জমদগ্নি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে সকলকেই মাতৃ-বিনাশ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা স্নেহ-পরবশ হইয়া পিতৃনিদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন

জমদগ্নি ক্রোধভরে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলে, তাঁহারা শাপপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাবিহীন, পশুধর্ম্মী জড়প্রায় হইয়া রহিলেন। এই অবসরে পরশুরাম তথায় প্রত্যাগমন করিলে, জমদগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি অক্ষুব্ধচিত্তে ত্বদীয় পাপচারিণী জননীকে এইক্ষণেই সংহার কর। পরশুরাম তৎক্ষণাৎ পরশুগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর জমদগ্নির ক্রোধশান্তি হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! আমার নিদেশানুসারে তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, এক্ষণে অভিলাষানুসারে বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন, হে তাত! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জননীর পুনর্জ্জীবন, আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, ইহা যেন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত না হয়, তাঁহার বধজনিত পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ভ্রাতৃগণের পুনঃ প্রকৃতিলাভ এই কয়েকটী বর প্রদান করুন। জমদগ্নি "তথাস্তু" বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই সকল বর প্রদান করিলেন।

পিতা মাতা ও পুত্রের সম্পর্ক এবং প্রমাদবশতঃ পুত্রের প্রতি কঠিন কর্ত্তব্য অর্পণ, বিচার দ্বারা পুত্রের তাহা যথাযথ সমাধান।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৯৮ অধ্যায়।

জনকরাজার প্রতি পরাশরের উক্তি :—পিতা পুত্রের পরম-দেবতা এবং মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৩৯ অধ্যায়।

ব্রহ্মদত্ত নরপতির প্রতি পূজনী পক্ষীর উক্তি :—ইহলোকে পিতামাতাই লোকের পরম বন্ধু।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতা এবং পিতা ও সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক, অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। যিনি বাল্যকালে স্তন্যদ্বারা দেহের পুষ্টি সম্পাদন করেন, তাঁহাকে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃ-ভার্য্যাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৬৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—মহর্ষি গৌতমের চিরকারী নামে এক পুত্র ছিলেন। একদা মহর্ষি গৌতম স্বীয় পত্নীকে

ব্যভিচার দোষে লিপ্ত বোধ করিয়া রোষভরে সেই চিরকারী পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জননীকে সংহার কর। মহর্ষি পুত্রকে এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা চিরকারী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রিতা নিবন্ধন অনেক ক্ষণের পর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বহুকাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে জননীকে সংহার করিতে হয়, আর যদি জননীকে সংহার না করি, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়; অতএব এক্ষণে কিরূপে এই ধর্ম্মসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই। পুত্র, পিতা ও মাতা উভয়েরই অধীন; সুতরাং পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন ও জননীকে রক্ষা, এই উভয়ই পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম। এই উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে অনাস্থা করিলেই পুত্রকে অধর্ম্মভাজন হইতে হয়। কেহই কখন মাতাকে বিনাশ করিয়া সুখ বা পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পিতাকে অবজ্ঞা না করা এবং জননীকে রক্ষা করা এই উভয় কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পিতা ও মাতা উভয়েই আমাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব অবশ্যই আমাকে তাঁহাদিগের উভয়কেই আপনার উৎপত্তির প্রধান হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল, গোত্র ও কুলের রক্ষণার্থ পত্নীতে পুত্ররূপে আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। পিতা জাতকর্ম্ম ও উপনয়নকালীন যে যে বাক্য

প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার গৌরব দৃঢ়রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণপোষণ ও অধ্যাপনানিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহাও কীর্ত্তিত আছে যে, পিতা পুত্রকে যাহা অনুমতি প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। পুত্র পিতাকে কেবল প্রীতিদান করে, কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদায় দেয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অবিচারিত চিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা পুত্র সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে জন্মদান, অশনবসনাদি প্রদান, বেদাধ্যাপন ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম ও তপস্যা স্বরূপ, পিতাকে প্রীত করিলেই দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা উচ্চারণ করেন, সে সমুদায়ই পুত্রের আশীর্ব্বাদ রূপে পরিণত হয়। পিতা আহ্লাদিত হইলেই পুত্র সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকে। পিতা ক্লেশগ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। পিতাতে দেবতা সকলেই অধিষ্ঠান করিতেছেন, সুতরাং পিতা কেবল : পারলৌকিক শুভদাতা।

অরণি যেমন হুতাশনের উৎপত্তির হেতু, তদ্রূপ জননীই এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রধান কারণ। আর্ত্তব্যক্তিদিগের জননীই সুখের একমাত্র আধার। মাতা বর্ত্তমান থাকিলে আপনাকে সহায়সম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনাকে অনাথ বলিয়া

বোধ হইয়া থাকে। লোকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার জননী বিদ্যমান থাকে, সে পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন ও শতবর্ষবয়স্ক হইলেও আপনাকে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম বা অক্ষম হউক, স্থূল বা কৃশই হউক, মাতা সততই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মাতা ব্যতীত পুত্রের পোষণকর্ত্তা আর কেহই নাই। মাতৃবিয়োগ হইলেই লোক আপনাকে বৃদ্ধ ও দুঃখিত বলিয়া জ্ঞান এবং সমুদায় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে।

মাতার সমান তাপনাশের স্থান, গতি, পরিত্রাণ ও প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই। মাতা জঠরে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্বা এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শৈশবাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতাকে সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্র মাতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহ স্বরূপ। জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন; সুতরাং মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভ প্রদান করিয়া থাকেন।

আমার জননী ইন্দ্রকে ভর্তৃসদৃশরূপসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে তিনি ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইতে পারেন না। প্রত্যুত ইন্দ্র

স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে অধর্ম্মে নিপতিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোক মাত্রই অবধ্য; অতএব মাংসশোণিতসম্পন্ন কোন্ সচেতন ব্যক্তি স্বীয় দেহের ন্যায় জননীর দেহ বিনষ্ট করিতে পারে? চিরকারী দীর্ঘসূত্রিতা নিবন্ধন বহুক্ষণ এইরূপ নানা-প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন।

এদিকে তপোনুষ্ঠানপরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম পত্নী বধ-দণ্ডের একান্ত অনুপযুক্তা বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবে অনুতাপিত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, ত্রিলোকাধিপতি পুরন্দর ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক অতিথিভাবে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি স্বীয় চপলতাদোষে আমার পত্নীর উপর বল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পত্নী কি নিমিত্ত ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইবে। ফলতঃ এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, এ বিষয়ে আমার পত্নী, আমি ও অতিথি ইন্দ্র আমরা কেহই অপরাধী নহি। কেবল পত্নী প্রতিপালন ধর্ম্মের ব্যতিক্রমই ইহাতে অপরাধী হইতেছে। ঈর্ষা হইতে ব্যসন উৎপন্ন হয়। আমি সেই ঈর্ষাপ্রভাবেই স্ত্রীহত্যাজনিত পাপসাগরে নিপতিত হইলাম। আমি উদারবুদ্ধি চিরকারীকে প্রমাদবশতই ভার্য্যাবধে আদেশ করিয়াছি। যদি চিরকারী অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে আজি আমাকে তাহার জননীকে এবং এই মাতৃবধরূপ পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। মহর্ষি গৌতম দুঃখিত মনে, এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন

পূর্ব্বক দেখিলেন, আপনার আত্মজ চিরকারী বিষণ্ণ মনে অবস্থান করিতেছেন। চিরকারী পিতা গৌতমকে প্রত্যাগত দেখিয়া শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। গৌতম পুত্রকে প্রণত ও আপনাব পত্নীকে লজ্জায় পাষাণ-ভূত দেখিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি চিরজীবী হও। তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে বিলম্ব করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। মিত্রবধ ও কার্য্য পরিত্যাগ সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা, অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপাচরণ বিষয়ে বহুকাল বিলম্ব করাই বিধেয়। লোকে ভৃত্য ও স্ত্রীলোকের অপরাধ অস্পষ্টরূপে অবগত হইলে তাহাদের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত বহুক্ষণ বিচার করিবে।

বনপর্ব্ব (মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্ব) ১৮৯ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরে প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি ঃ—কলিকালে পিতা পুত্রের ধন ও পুত্র পিতার ধন ভোগ করিবে পুত্র পিতৃহত্যা, পিতা পুত্রহত্যা করিয়াও উদ্বিগ্ন হইবে না, প্রত্যুত ব্রহ্মবাদী ও আনন্দিত হইবে। পুত্র পিতামাতার প্রাণ সংহার করিবে। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সম্বন্ধ কেবল অর্থের উপর নির্ভর করিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১২৫ অধ্যায়।

পিতৃগণের উক্তি ঃ— নীলবর্ণ বৃষের বন্ধন মোচন, বর্ষাকালে-

দীপদান ও অমাবস্যাতে তিলোদক প্রদান দ্বারা আমাদের নিকট আনৃণ্য লাভ হইয়া থাকে। আমরা এরূপ দান দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি।

পারলৌকিক শুভকার্য্যের বিঘ্নকারী পিতা বা মাতার আজ্ঞা উপেক্ষা করিলে পুত্রকে দোষ বা পাপভাগী হইতে হয় না।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উক্তি :—হিরণ্যকশিপু হরিভক্ত স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদকে হরিভক্তি হইতে বিচ্যুত করিবার মানসে গুরুগৃহে উপদেশাদি দ্বারা, যন্ত্রণা, বন্ধন ও এমনকি নানা উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক লোকদ্বারা তাঁহার জীবন নাশ করিতে অসমর্থ হইয়া, একদিন তাঁহাকে নিজ সমীপে আনয়নপূর্ব্বক ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে কহিতে লাগিলেন, রে দুরাত্মন্ শত্রুরূপধারী পুত্র! যাঁহার ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত, যিনি এই ত্রিভুবনের একমাত্র অধীশ্বর কোন বলে তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছিস্, বল, কোথা তোর সেই হরি; দেখি অদ্য তোরে কে রক্ষা করে। প্রহ্লাদ নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষরূপ এই আসুরিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাতেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলে এই ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইবে। তখনই জ্ঞাত হইতে পারিবেন যে তিনিই এই ত্রিভুবনের

একমাত্র ঈশ্বর, তিনি বিশ্বাত্মা, সর্ব্বত্রই বিদ্যমান এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কর্ত্তা। এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হইয়া নিকটবর্ত্তী স্ফটিক-স্তম্ভে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই তাহা হইতে ভীতিপ্রদ ও ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। ভক্তের সত্যরক্ষার্থে ভক্তবৎসল শ্রীহরি তখনই স্তম্ভভেদপূর্ব্বক নরসিংহ মূর্ত্তিধারণ করিয়া বহির্গত হইলেন। হিরণ্যকশিপু ভীষণ গদা উত্তোলনপূর্ব্বক আঘাত করিতে উদ্যত হইবামাত্র নরসিংহ অবতার তখনই হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় অঙ্কে পাতিত করিয়া নখপ্রহরণে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ এমন কি কমলাসনা লক্ষ্মী কেহই সেই নরসিংহ অবতারের সমীপে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তখন বালক প্রহ্লাদ শ্রীহরিতে মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন এবং স্তব ও স্তুতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্ত-বৎসল ভগবানের ক্রোধ উপশমিত হইলে তিনি ভক্ত প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাঁহার মস্তকে করস্থাপন পূর্ব্বক বরপ্রদান করিলেন। হে প্রহ্লাদ! তোমার ভোগলিপ্সার বাসনা না থাকিলেও আমার ইচ্ছায় তুমি এই মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত অসুর রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে মদ্গতচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ ভক্তের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে ভোগ ও অসুর রাজ্য পালন করিবে। আমার স্পর্শে ও তোমার মত সাধু

যাঁহার পুত্র সেই পিতা কেবল কেন, তাঁহার একবিংশতি পুরুষ পবিত্র হইয়াছেন। হে প্রহ্লাদ! আমার ভক্তগণের মধ্যে তুমি অন্যতম। আর যাহারা তোমার অনুকরণ করিবে তাহারাও আমার উৎকৃষ্ট ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইবে। আর তুমি সর্ব্ব-বন্ধন বিমুক্ত হইয়া চরমে মোক্ষপদ লাভ করিবে।

হে পুত্র! যদিও হিরণ্যকশিপু মুক্ত হইয়াছেন, তথাপি লোক ও শাস্ত্রমর্য্যাদা পালনার্থে তুমি পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য মৃত পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমুদায় সম্পাদন কর। পিতা পুত্রের কল্যাণে উৎকৃষ্ট লোকাদিতে গমন করিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ। পঞ্চম হইতে দশম অধ্যায়।

বন পর্ব্ব (রামোপাখ্যান পর্ব্ব) ২৭৫ অধ্যায়।

দশরথের মৃত্যুর পর রাম বনগমন করিলে কৈকেয়ী ভরতকে নন্দীগ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া কহিলেন, বৎস! রাজা তনুত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন, রাম ও লক্ষ্মণ বনে প্রস্থান করিয়াছে, এক্ষণে তুমি রাজ্যাধিকারী হইয়া নিষ্কণ্টকে ভোগ কর। ধর্ম্মাত্মা ভরত কহিলেন, কুলপাংসনে! তুমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছ ধনলাভ লোভে ভর্ত্তৃবিনাশ ও সূর্য্যবংশ উৎসন্ন করিলে? লোকে এ বিষয়ে আমারই অযশ ঘোষণা করিবে। এক্ষণে তোমার বাসনা সকল সম্যক্ সফল হইল; এই বলিয়া ভরত অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে রোদন

করিতে লাগিলেন। পরে তিনি প্রজাদিগের নিকট আপনার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে প্রত্যানয়ন করিবার অভিলাষে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে সুসজ্জিত যানে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। পশ্চাৎ বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি শত সহস্র ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদবর্গপরিবৃত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে তাপসবেশধারী ধনুর্দ্ধর রঘুনাথকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যানয়নার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম পিতার আদেশে বনবাসই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া ভ্রাতা ভরতকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভরত নন্দীগ্রামে তদীয় পাদুকাযুগল পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

কন্যা।

কন্যার সংজ্ঞা।

বনপর্ব্ব (কুণ্ডলাহরণ পর্ব্ব) ৩০৪ অধ্যায়।

কুন্তীর প্রতি সূর্য্যের উক্তি ঃ—অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে।

আদি পর্ব্ব (বকবধ পর্ব্ব) ১৫৯ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রতি তৎকন্যার উক্তি ঃ—শাস্ত্রকারেরা কহিয়াগিয়াছেন কন্যা কৃচ্ছ্র স্বরূপ হয়। পিতামহগণ, আমার গর্ভে দৌহিত্র উৎপন্ন হইবে, এই অভিলাষ করেন, কারণ তাহা হইলে পিণ্ডলোপের ভয় হইতে পরিত্রাণ হয়। হে পিতঃ! আপনি রাক্ষসমুখে আমায় ত্যাগ করিলে সবান্ধবে পরিত্রাণ পাইতে পারেন এবং দেবগণ ও পিতৃগণ মদ্দত্ত তোয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনার হিতসাধনে তৎপর রহিবেন, কারণ সন্তান বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিবে এই ভাবিয়াই লোকে অপত্য কামনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি পরলোকে গমন করিয়াও জীবিতের ন্যায় পরম সুখে বাস করিব।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ১২০ অধ্যায়।

যযাতির প্রতি তৎকন্যা মাধবীর উক্তি ঃ—হে তাত! এই চারিজন আমার পুত্র ও আপনার দৌহিত্র, ইহারা আপনাকে উদ্ধার করিবে আর আমি আপনার কন্যা মাধবী ; আমি যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছি তাহার অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করুন। মনুষ্যগণ অপত্যোপার্জ্জিত ধর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে এবং সদ্‌গতি লাভের নিমিত্ত দৌহিত্র প্রার্থনা করে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ১২১ অধ্যায়।

স্বর্গচ্যুত মহারাজ যযাতির প্রতি চতুষ্টয় দৌহিত্রের উক্তি ঃ—মহারাজ! আমরা আপনার দৌহিত্র ; আমরা সর্ব্বধর্ম্মোপেত

হইয়া বর্ত্তমান আছি; আপনি আমাদের সুকৃত প্রভাবে স্বর্গে গমন করুন। এইরূপে মহারাজ যযাতি দৌহিত্র চতুষ্টয়ের বাক্যানুসারে পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ৯৬ অধ্যায়।

ইন্দ্র সারথি মাতলির উক্তি :—কন্যা হইতে মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল—এই তিনকুলই সংশয়িত হইয়া উঠে।

শান্তি পর্ব্ব (আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৬৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—কন্যা, যুবতী এবং মন্ত্র-জ্ঞানশূন্য ও সংস্কারহীন ব্যক্তি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে অধিকারী নহে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (অম্বোপাখ্যান পর্ব্ব) ৭৪ অধ্যায়।

অম্বার প্রতি তাপসগণের উক্তি :—পিতার ন্যায় স্ত্রীলোকের আর অন্য আশ্রয় নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে, পিতা অথবা পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। তাহার মধ্যে উত্তম অবস্থায় ভর্ত্তা ও বিপৎকালে একমাত্র পিতাই রমণীগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়া থাকেন।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৪৩ অধ্যায়।

শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি :—দুহিতা অনুগ্রহের ভাজন।

বন পর্ব্ব (পতিব্রতামাহাত্ম্য পর্ব্ব) ২৯২ অধ্যায়।

রাজনন্দিনী সাবিত্রী স্বীয় পিতাকে নারদ সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তক দ্বারা উভয়ের পাদবন্দনা করিলেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৯৩ অধ্যায়।

(অরুন্ধতী প্রভৃতি কর্ত্তৃক উৎপাটিত মৃণাল অপহৃত হওয়ায় উঁহাদের শপথ)।

বশিষ্ঠের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে কন্যোপজীবী হউক (অতএব উহা হওয়া অধর্ম্ম)।

ধন বিভাগ আইন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—পুত্র আত্মাস্বরূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। অতএব দুহিতৃসত্ত্বে কখনই অন্যে অপুত্রকের ধনে অধিকারী হয় মা। মাতার যৌতুক ধনে কন্যারই সম্পূর্ণ অধিকার। দৌহিত্র পিতা ও মাতামহ উভয়েরই পিণ্ডদান করিতে পারে, এই নিমিত্ত অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান। কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পরে যদি কোন ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ধন পাঁচ ভাগ

করিয়া দুই ভাগ কন্যা ও তিন ভাগ পুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর দত্তক গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন পাঁচ অংশ করিয়া তিন অংশ কন্যা ও দুই অংশ পুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ দত্তক পুত্রাদি অপেক্ষা ঔরসী কন্যা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কন্যা বিক্রীতা হইলে, তাহার গর্ভে অসূয়াপরতন্ত্র অধর্ম্মনিষ্ঠ পরস্বাপহারী কুসন্তান সমুদায় উৎপন্ন হয়। অতএব তাহারা দৌহিত্রিকধর্ম্মানুসারে কখনই মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না, কেবল পিতৃধনেই তাহাদের অধিকার থাকে।

পুত্রবধূ।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যে পুত্রবধূর সহিত পরিহাস করে, যে পুত্রবধূরা সহিত সহবাস করিয়াও নির্ভয় ও মানার্থী হয় ; এই সকল ব্যক্তিকে নিরয়গামী হইতে হয়।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ৯০ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রতি তৎপুত্রবধূর উক্তি ঃ—তখন তাঁহার পবিত্র স্বভাবা পুত্রবধূ মহাআহ্লাদিতচিত্তে স্বীয় শক্তুভাগ গ্রহণপূর্ব্বক শ্বশুরের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

ভগবন্! আপমি এই শক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের সন্তোষ নিবন্ধন আপনার পুত্র হইতে আমার গর্ভে সন্তানোৎপত্তি ও আপনার প্রসাদে আমার অক্ষয় লোক লাভ হইবে। আমার গর্ভে আপনার পৌত্র উৎপন্ন হইলে, সেই পৌত্র প্রভাবে আপনি পবিত্রলোকে গমন করিতে পারিবেন। শাস্ত্রে ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ ও দাক্ষিণ্যেত্যাদি ত্রিবর্গ অগ্নির ন্যায় ত্রিবিধ স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ ত্রিবিধ স্বর্গ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র প্রভাবেই লব্ধ হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা পিতৃগণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, আর পৌত্র ও প্রপৌত্র দ্বারা সাধু নিষেবিত লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

পুত্রবধূর প্রতি ব্রাহ্মণের (শ্বশুরের) উক্তি ঃ—বৎসে! তুমি তপস্যায় অনুরক্তা ও ব্রতচারিণী হইয়া প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠ-ভাগে ভোজন করিয়া থাক। আজি আমি তোমাকে অনাহারে কালহরণ করিতে দেখিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব। বিশেষতঃ তুমি বালিকা; ক্ষুধার উদ্বেগ হওয়াতে তোমার অতিশয় কষ্ট হইবে। অতএব এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণের প্রতি পুত্রবধূর উক্তি ঃ—ভগবন্! আপনি আমার গুরুর গুরু ও দেবতার দেবতা। এই নিমিত্তই আমি শক্তু প্রদান করিয়া আপনার হিতসাধন চেষ্টা করিতেছি। গুরুশুশ্রূষা করিলে, দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম সমুদায়ই রক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি প্রসন্ন হইলেই আমার উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইবে। এক্ষণে

আপনি আমাকে আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও আপনার রক্ষণীয়া বিবেচনা করিয়া এই শক্তুগুলি গ্রহণপূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন।

পুত্রবধূর প্রতি ব্রাহ্মণের উক্তি :—বৎসে! তোমার তুল্যা সুশীলা ও ধর্ম্মনিরতা রমণী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি গুরু শুশ্রূষায় একান্ত নিরতা। অতএব আমি তোমাকে বঞ্চনা না করিয়া তোমার শক্তু গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই শক্তু গ্রহণপূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৯৭ অধ্যায়।

প্রচ্ছন্ন স্ত্রীরূপা গঙ্গার প্রতি প্রতীপরাজের উক্তি :—বিশেষতঃ তুমি কামিনীভোগ্যা বামোরু পরিত্যাগ করিয়া কন্যা ও পুত্রবধূ সেব্য দক্ষিণোরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুত্রবধূ-স্থানীয়া হইয়াছ, অতএব তোমাকে কিরূপে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। তুমি স্নুষাভোগ্য দক্ষিণোরু আশ্রয় করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমার পুত্রবধূ হইলে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৯৪ অধ্যায়।

মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল সমুদায় অকস্মাৎ অপহৃত হওয়ায় মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের অভিশাপ প্রদান।

অরুন্ধতীর উক্তি :—যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে শ্বশ্রূর অপবাদ করুক। (অতএব উহা করা অধর্ম্ম)।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২২৭ অধ্যায়।

দৈত্যেশ্বর বলির প্রতি ইন্দ্রের উক্তি ঃ—কালক্রমে প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলে, যখন পুত্রবধূ শ্বশ্রূকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে সেই সময়ে তুমি এক একটী করিয়া পাশ হইতে বিমুক্ত হইবে। (অতএব শ্বশ্রূকে কার্য্যে নিযুক্ত করা পুত্রবধূর অধর্ম্ম)।

আদি পর্ব্ব (হরণাহরণ পর্ব্ব) ২২১ অধ্যায়।

বরাঙ্গনা (সুভদ্রা) গোপালিকার বেশ ধারণপূর্ব্বক অধিকতর শোভমানা হইয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পৃথার চরণ বন্দনা করিলেন। কুন্তী প্রীতমনে সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৪৩ অধ্যায়।

শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি ঃ—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য। অতএব জিতক্লম ধর্ম্মশীল গৃহধর্ম্ম-নিরত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ সহোদরাদি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করে, তাহার দেহান্তে দুইবৎসর বক-যোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ হয়।

বনপর্ব্ব (রামোপাখ্যান পর্ব্ব) ২৭৩ অধ্যায়।

মহাবল পরাক্রান্ত রাবণ ব্রহ্মার নিকট বর গ্রহণানন্তর কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় ও রাজ্যচ্যুত করিয়া লঙ্কা অধিকার করিলেন এবং তাঁহার পুষ্পক নামক বিমান বলপূর্ব্বক অপহরণ করিলে, তিনি তখন ক্রোধকম্পিত কলেবরে রাবণকে অভিসম্পাত করিলেন, রে দুরাত্মন্! এই পুষ্পক কখনই তোকে বহন করিবে না। যিনি সমরাঙ্গণে তোকে সংহার করিবেন, এই বিমান সেই মহাবীরকে বহন করিবে, আর আমি তোর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, গুরু, তুই যেমন আমার অপমান করিলি, এই অপরাধে তোকে ত্বরায় শমন সদনে গমন করিতে হইবে।

কর্ণ পর্ব্ব ৭০ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি বাসুদেবের উক্তি ঃ—মাননীয় গুরুজনকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করা অনুচিত, কারণ তিনি অপমানিত হইলে নিজকে জীবন্মৃত বোধ করেন। হে অর্জ্জুন! গুরুকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহাকে বধ করা হয়। অথর্ব্ব-বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাও এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—তুমি ভীমসেনাদির জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা ; অতএব গুরু শিষ্যদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তোমার ভীমাদির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অকৃতজ্ঞ হইলে কনিষ্ঠ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। জ্যেষ্ঠের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে কনিষ্ঠেরও দীর্ঘদর্শিতা লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও কনিষ্ঠদিগের কার্য্যবিশেষে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়! কনিষ্ঠেরা কুপথগামী হইলে ছলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা জ্যেষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশ্যে কনিষ্ঠদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণায় তাঁহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে, অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে কনিষ্ঠদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ হইতে কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে ; আবার জ্যেষ্ঠ হইতে কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন। রাজদ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়া উচিত। কনিষ্ঠ সহোদরগণ কুপথ-গামী হইলে তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অংশপ্রদান করা জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাহারা সচ্চরিত্র হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহা-দিগকে যৌতুকলব্ধ ধনের অংশ প্রদান করিবেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদি পৈতৃক ধনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্বোপার্জ্জিত ধন কনিষ্ঠকে প্রদান না করিলে তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয় না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাপ

নিরত দুরাত্মা হইলেও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলে, তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। পিতার পরলোক লাভ হইলে জ্যেষ্ঠই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগের প্রতিপালন করে; অতএব পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরম ধর্ম্ম।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৯৩ অধ্যায়।

রাজর্ষি জনকের প্রতি মহাত্মা পরাশরের উক্তি :—অন্যের কথা দূরে থাক্, সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহপরিশূন্য ও লঘুচেতা হয় তবে তাহাকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম।

বনপর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব) ৭৮ অধ্যায়।

অনন্তর উভয়ের দ্যূতারম্ভ হইল। নিষাদরাজ (নল) এক পণেই পুষ্করের যথা সর্ব্বস্ব জয় করিয়া লইলেন। সে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিল, নল রাজা তাহাও জয় করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, হে নৃপাপসদ! আমি তোমাকে জীবন ভিক্ষা দিতেছি; তোমার যে সমস্ত ধন সম্পত্তি জয় করিয়াছি তাহাও প্রদান করিলাম। তোমার প্রতি আমার সেইরূপ প্রীতি আছে, হে

পুষ্কর! তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে; অতএব আশীর্ব্বাদ করি তুমি শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন কর।

যথাকালে কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে উপদেশ দিতে পারে।

অনুগীতা পর্ব্ব (আশ্বমেধিক পর্ব্ব) ৮৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বাসুদেবের উক্তিঃ—মহাত্মা ধনঞ্জয় কহিয়াছেন যে, "সময়ক্রমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও উপদেশ প্রদান করা দোষাবহ নহে; অতএব আমি তাঁহাকে কহিতেছি যে, যে সমুদায় নিমন্ত্রিত ভূপতি অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবেন, তিনি যেন তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করেন। পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্যপ্রদান কালে যেরূপ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছিল এক্ষণে যেন সেইরূপ দুর্ঘটনায় প্রজাগণের ক্ষয় না হয়। মহাত্মা মধুসূদন যেন স্বয়ং এই বিষয়ে সম্মত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সাবধান করিয়া দেন। আর আমার পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন যখন আমাদিগের যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মরাজ যেন আমার অনুরোধে তাহাকে সমধিক সমাদর করেন, সে সর্ব্বদা আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে যাহার পর নাই ভক্তি করিয়া থাকে।"

আদি পর্ব্ব (অর্জ্জুনবনবাস পর্ব্ব) ২১৩ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি ঃ—সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই জ্যেষ্ঠের অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কিন্তু সপত্নীক জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কিছুমাত্র পাপ নাই।

ভ্রাতৃগণের একান্নে অবস্থান কর্ত্তব্য।

আদি পর্ব্ব (আস্তীক পর্ব্ব) ২৯ অধ্যায়।

গড়ুরের প্রতি কশ্যপের উক্তি ঃ—বিভাবসু নামে এক অতি কোপনস্বভাব মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাতপা সুপ্রতীক ভ্রাতার সহিত এক অন্নে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, এই নিমিত্ত তিনি আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সর্ব্বদা পৈতৃক ধন বিভাগের কথা উত্থাপন করিতেন। একদা বিভাবসু ক্রুদ্ধ হইয়া সুপ্রতীককে কহিলেন, দেখ অনেকেই মোহপরবশ হইয়া পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে ; কিন্তু বিভাগানন্তর ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ় ব্যক্তিরা ধন অধিকার করিলে, শত্রুপক্ষ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়া পরস্পরের রোষ বৃদ্ধি ও বৈরভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে। এইরূপ হইলে তাহাদিগের সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে ভ্রাতৃগণের ধনবিভাগ সাধুদিগের

অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় ঐ কথাই বারংবার উত্থাপন করিয়া থাক। আমি বারণ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত কর না; অতএব তুমি বারণ যোনি প্রাপ্ত হও।

বন পর্ব্ব (আরণ্যক পর্ব্ব) ৬ অধ্যায়।

মহাতেজা অম্বিকানন্দন এই বলিয়া বিদুরকে ক্রোড়ে আনয়নপূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং হে ভ্রাতঃ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

বন পর্ব্ব (নিবাতকবচ যুদ্ধ পর্ব্ব) ১৬৪ অধ্যায়।

কিরীটমালী ইন্দ্রনন্দন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অতি নম্রভাবে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ও যথাক্রমে ধৌম্য, যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরের পাদবন্দন করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, পরে নকুল ও সহদেব উভয়ে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

দ্রোণ পর্ব্ব (প্রতিজ্ঞা পর্ব্ব) ৮৪ অধ্যায়।

এমন সময়ে ধনঞ্জয়, যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃদ্‌গণের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সস্মিতবদনে কহিলেন, যুদ্ধে তোমারই জয়লাভ হইবে।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১২৯ অধ্যায়।

মহাবাহু ভীমসেন আর বিলম্ব না করিয়া স্বভবনে গমন-পুরঃসর সর্ব্বাগ্রেই জননী সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অগ্রে মাতাকে, তৎপরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

ভ্রাতৃবধূ।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—ভ্রাতৃভার্য্যাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীর সহিত সংসর্গ করে তাহাকে একবৎসর কাল পুংস্কোকিল হইয়া থাকিতে হয়।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ১৫ অধ্যায়।

কুন্তী ও বস্ত্রাচ্ছাদিতনয়না গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অন্ধরাজের হস্তদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ২০ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি নারদের উক্তি :—ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুধ্যান করিতেছেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশস্বিনী গান্ধারীর শুশ্রূষানিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর সালোক্য লাভে সমর্থা হইবেন।

ভাগনা।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৫ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি :—জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০২ অধ্যায়।

গৌতমের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি :—যে সকল ব্যক্তিরা মদমত্ত হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে তাহারাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩২ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি :—হে মহারাজ! আপনার অশেষ সম্পত্তিশালী গার্হস্থ্যধর্ম্মযুক্ত ভবনে অপত্যহীনা ভগিনী বাস করুক।

সপত্নীর স্বরূপ।

(ঈদৃশ ব্যবহার গর্হিত)।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১২৪ অধ্যায়।

পাণ্ডুরাজের প্রতি মাদ্রীর উক্তি ঃ—কুন্তী ও আমি দুইজনেই আপনার ভার্য্যা, কুন্তী পুত্রবতী হইলেন, আমি পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত হইলাম, হে রাজন্! যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমার পুত্র হয়। কিন্তু কুন্তী আমার সপত্নী; আমি কোন ক্রমেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না। তবে যদি আপনি তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি। রাজর্ষি পাণ্ডু পুনর্ব্বার মাদ্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করাতে তিনি কহিলেন, মহারাজ! মাদ্রী অতিশয় ধূর্ত্ত; সে একবার দেবতা আহ্বান করিয়া দুইপুত্র উৎপাদন করিয়াছে, অতএব হে মহারাজ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আর আমাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না।

আদি পর্ব্ব (খাণ্ডবদহন পর্ব্ব) ২৩৩ অধ্যায়।

খাণ্ডবদহন কালে মহর্ষি মন্দপালকে জরিতা ও তাহার পুত্র-দিগের বিপদ্ স্মরণ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে দেখিয়া লপিতার উক্তি ঃ—তুমি পুত্রগণের নিমিত্ত কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত নও; কেবল আমার অমিত্রা সেই জরিতাকে মনে হইয়াছে বলিয়া

এত অনুতাপ করিতেছ। নিশ্চয়ই বুঝিলাম আমার প্রতি তোমার আর পূর্ব্বের মত স্নেহ নাই; অতএব তুমি সেই জরিতার নিকট গমন কর। মহর্ষি মন্দপাল সহসা জরিতা ও পুত্রগণের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, জরিতে! তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র কে? তোমার কনিষ্ঠ পুত্র কে? ইত্যাদি। জরিতা মহর্ষির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! জ্যেষ্ঠ, মধ্যম বা কনিষ্ঠ পুত্রেই তোমার আবশ্যকতা কি? তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার নিকটই পুনর্ব্বার গমন কর। মন্দপাল কহিলেন, জরিতে! স্ত্রীলোকের সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারত্রিক বিনাশক বৈরাগ্নি-দীপক ও উদ্বেগজনক আর কিছুই নাই।

আদি পর্ব্ব (হরণাহরণ পর্ব্ব) ২২১ অধ্যায়।

সুভদ্রা তথা হইতে দ্রৌপদী সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি অদ্যাবধি আপনার অনুচরী হইলাম। কৃষ্ণা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন। মাধবভগিনী "তাহাই হউক" বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

জ্ঞাতি।

বন পর্ব্ব (মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব) ১৯৮ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি ঃ—যাহাদিগের জ্ঞাতি-বর্গের প্রতি কিছুমাত্র দয়া নাই সেই শুক্রযোগোপজীবী মনুষ্য নিতান্ত পাপপরায়ণ। তাহার সেই নির্দ্দয় ব্যবহারই তপস্যার সম্পূর্ণ বিঘ্নদান করিয়া থাকে।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ৮০ অধ্যায়।

দেবযানীর প্রতি শর্ম্মিষ্ঠার উক্তি ঃ—জ্ঞাতিকুলের বিপদ্ ঘটিলে যে কোন উপায় দ্বারা হউক তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কর্ণ পর্ব্ব ৭০ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি বাসুদেবের উক্তি ঃ—সমস্ত জ্ঞাতি নিধন স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ নহে।

বন পর্ব্ব (ঘোষযাত্রা পর্ব্ব) ২৪১ অধ্যায়।

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি ঃ—(গন্ধর্ব্ব কর্তৃক দুর্য্যোধনাদির বন্ধন ও উর্দ্ধে গমন কালে) দেখ, জ্ঞাতিবিবাদ ও জ্ঞাতিবৈর সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে ; তথাপি কুলধর্ম্ম কদাচ নির্ম্মূল হইবার নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই সেই কুলজাত সৎপুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে,

তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতিকার করেন।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৫ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—জ্ঞাতি হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়; কখনই ইহার অন্যথা হয় না, জ্ঞাতিবর্গ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৮ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—যে ব্যক্তি জ্ঞাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তাহার পুত্র ও পশু বৃদ্ধি হয়; সে অনন্তকাল শ্রেয়োলাভ করে। আত্মশুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতি ও কুলবর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিগণ গুণহীন হইলে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিগণ সৎক্রিয়া করিলে মহান্ শ্রেয়োলাভ হয়। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিবাদ করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য, উহাদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সুখ সম্ভোগ করা বিধেয়। জ্ঞাতিদিগের সহিত সতত ভোজন, মিষ্টালাপ ও প্রণয় করাই কর্ত্তব্য। বিরোধ করা কদাচ উচিত নহে। জ্ঞাতি সদ্বৃত্ত হইলে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করে। আর দুর্ব্বৃত্ত হইলে বিপদে নিমগ্ন করে। যদি কোন ব্যক্তি সম্পত্তিশালী জ্ঞাতির আশ্রয়ে থাকিয়াও কষ্টভোগ করে, তাহা হইলে সেই সম্পন্ন ব্যক্তিকেই তন্নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয়।

উদ্যোগ পর্ব্ব (যানসন্ধি পর্ব্ব) ৬৩ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি :—যে সকল জ্ঞাতি অর্থের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে অমিত্রগণের বশীভূত হইতে হয়, ভোজন, কথোপকথন, জিজ্ঞাসাবাদ ও সহবাস জ্ঞাতিগণের কর্ত্তব্য। পরস্পর বিবাদ করা কদাচ বিধেয় নহে। যে পক্ষ পরাজিত কেবল সেই পক্ষেরই যে অনিষ্ট ঘটে এমত নয়, জয়শীল ব্যক্তিদিগকেও অনেক অপকার ভোগ করিতে হয়।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ৯০ অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের প্রতি বাসুদেবের উক্তি :—যে ব্যক্তি কল্যাণকর গুণসম্পন্ন জ্ঞাতিদিগকে অকারণে দুষ্টজ্ঞান ও তাহাদের ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে ; সেই অজিতাত্মা দুরাচার কখনই চিরসঞ্চিত সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে পারে না।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩৬ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি :—সর্প, অগ্নি, সিংহ ও জ্ঞাতি ইহারা অতিশয় তেজস্বী, মনুষ্য ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না।

ভীষ্ম পর্ব্ব (জম্বুখণ্ড বিনির্ম্মাণ পর্ব্ব) ৩ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি :—জ্ঞাতি বধ করা নিতান্ত নীচ কার্য্য, অতএব তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া আমার

অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিও না, বধ অতি অপ্রশস্ত ও অহিতকর বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বকীয় দেহস্বরূপ কুল-ধর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেই ধর্ম্ম পুনরায় তাহাকে সংহার করিয়া থাকে।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৮০ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—জ্ঞাতিদিগকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিবর্গ জ্ঞাতির সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই সরল-স্বভাব, বদান্য, সত্যবাদী, লজ্জাশীল ব্যক্তির বিনাশে সন্তুষ্ট হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অসুখের বিষয়। জ্ঞাতি-বিহীন মনুষ্যের মত অবজ্ঞেয় আর কেহই নাই। শত্রু-গণ জ্ঞাতিহীন ব্যক্তিকে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে। লোকে যখন অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তি জ্ঞাতির অপমান করিলে জ্ঞাতিরা কখনই তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করে। জ্ঞাতিগণে গুণ দোষ উভয়ই লক্ষিত হয় ; অতএব মানবগণ বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সতত জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহার শত্রুগণও সুপ্রসন্ন হয় ও মিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।

শান্তি পর্ব্ব (রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব) ৮১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—(বাসুদেব-নারদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন। নারদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) ঃ— জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বলদেব, গদ ও আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে একজনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়, সুতরাং আমি কাহারও প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। অতঃপর আমার ও আমার জ্ঞাতিবর্গের যাহা হিতকর, তাহা কীর্ত্তন কর।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নারদের উক্তি ঃ—আপদ্ দুই প্রকার; বাহ্য ও আন্তরিক। মনুষ্য আপনার বা অন্যের দোষেই ঐ দুই প্রকার আপদে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এখন তোমার কর্ম্ম-দোষেই অক্রূর ও আহুক হইতে এই আন্তরিক আপদ্ সমুৎপন্ন হইয়াছে। বলদেব প্রভৃতি মহাবীরগণ অক্রূরের জ্ঞাতি। উহাঁরা অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় স্বেচ্ছাক্রমে অথবা অন্যের

তিরস্কার বশতঃ তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলে, তাহা অন্যকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনি আপনার বিপদের কারণ হইয়াছ। অতএব এক্ষণে অলৌহ-নির্ম্মিত হৃদয়-বিদারক মৃদু অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন কর।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—যে অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন করিতে হইবে, আমি তাহা অবগত নহি। তুমি আমার নিকট উহা প্রকাশ কর।

নারদের উক্তি :—কেশব! ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন, যথাশক্তি অন্নদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির পূজা করাকেই অলৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র কহে। জ্ঞাতিগণ কটুবাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলে তুমি স্বীয় বাক্য দ্বারা তাহাদিগের ক্রূরতা ও অসৎ অভিসন্ধি সমূহের শান্তি বিধান করিবে। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও ধনাশা পরিত্যাগ প্রভৃতি গুণ সকল না থাকিলে কেহই কখন যশস্বী হইতে পারে না। অতএব যাহাতে জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ না হয়, তুমি তাহার উপায় বিধান কর।

উদ্যোগ পর্ব্ব (ভগবদ্‌যান পর্ব্ব) ৯২ অধ্যায়।

বিদুরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে মিত্রকে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি কখন আত্মীয় নহে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব ২৫ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর উক্তি ঃ—জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? আমি পতি-শুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩২ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—যিনি সর্ব্বভূতের শান্তিতে রত, সত্যবাদী, মৃদু, মানকারী ও সদাশয়; তিনিই উত্তম আকর-সম্ভূত মণির ন্যায় জ্ঞাতিমধ্যে শোভমান হইয়া থাকেন।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—ভোজনান্তে আচমনের পর মস্তকে হস্তপ্রদান ও সমাহিতচিত্তে অগ্নি স্পর্শ করিলে জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্যলাভ করা হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৬ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যিনি একাহার দ্বারা

মাঘ মাস অতিক্রম করেন, তিনি সুসমৃদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া বৈশাখ মাস অতিক্রম করেন, তিনি জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। যিনি একাহার হইয়া শ্রাবণ মাস অতিক্রম করেন, তাঁহা হইতে তাঁহার জ্ঞাতিদিগের সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—মনুষ্য কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৮৯ অধ্যায়।

নরপতি শশবিন্দুর প্রতি যমের উক্তি ঃ—মঘানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে।

উদ্যোগ পর্ব্ব (প্রজাগর পর্ব্ব) ৩২ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি ঃ—আপনার অশেষ সম্পত্তিশালী গার্হস্থ্য ধর্ম্মযুক্তভবনে বৃদ্ধ জ্ঞাতি বাস করুক।

অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, দরিদ্র ও মিত্রকে স্বীয় আবাসে বাস প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ১৭৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—(মহাত্মা মঙ্কি নির্ব্বেদ-

প্রাপ্ত হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন):—জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্ধন ব্যক্তিকে নিরন্তর অবজ্ঞা ও অপমান করে।

শান্তি পর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব) ২৪৩ অধ্যায়।

মহাত্মা শুকদেবের প্রতি ভগবান্ ব্যাসদেবের উক্তি:—স্বদারনিরত, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, পিতা, মাতা, সগোত্রা স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, কন্যা ও দাসবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ ও সমুদায় লোক জয় করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতাকে প্রজাপতিলোকের, অতিথিকে ইন্দ্রলোকের, ঋত্বিক্-গণকে দেবলোকের, সগোত্রা স্ত্রীকে অপ্সরোলোকের, জ্ঞাতি-দিগকে বিশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে দিক্ সমুদায়ের, মাতা ও মাতুলকে পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অসবর্ণ বিবাহ।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি:—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্তবিভ্রম, লোভ বা সম্ভোগবাসনায় শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে

পারেন, কিন্তু উহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রা সম্ভোগ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন; অতএব ঐরূপ স্থলে বিধানানুসারে পাপশান্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্রা-সম্ভোগ-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

অসবর্ণ পুত্র কয় প্রকার, তাহাদের সংজ্ঞা।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিঃ—ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই স্ত্রীর গর্ভে যে ত্রিবিধ পুত্র, ক্ষত্রিয় জাতি, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র, এবং বৈশ্য জাতি, শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র উৎপাদন করে, পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্রোৎপাদন করে, তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্রোৎপাদন করে, তাহাকে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্রোৎপাদন করে, তাহাকে চেল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈশ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র মাগধ ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বালক বলিয়া অভিহিত হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই

পুত্র সূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপসদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি ও তাহাদের পুত্রের সংজ্ঞা ও বৃত্তি নির্দ্ধারণ।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৮ অধ্যায়।

ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি ঃ—অর্থলোভ, কাম ও বর্ণের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—ভগবান্ প্রজাপতি প্রথমে যজ্ঞের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়া উহাদের কার্য্য সমুদায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের ঐ চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অম্বোষ্ঠ ও শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা পারশব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণীবংশ-সম্ভূত ব্যক্তিদিগের সেবা করা শূদ্রাপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রাপুত্র বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া নষ্ট বিষয়ের উদ্ধার, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণী-

পুত্রাদির সেবা ও তাহাদিগকে ধনাদি দান করা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়। বৈশ্যার গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয়, তাহারা মাহিষ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উগ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বৈশ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা করণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শূদ্র সবর্ণ কন্যা ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। শূদ্রার গর্ভ-সম্ভূত পুত্র শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যার গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান চারিবর্ণের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র সূত বলিয়া কথিত হয়। রাজাদিগের স্তব পাঠ করা সূতের প্রধান কার্য্য। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান জন্মে, তাহারা বৈদেহক ও মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণ করাই উহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কার নাই। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা চণ্ডাল বলিয়া পরি-

গণিত হইয়া থাকে। উহারা কুলের কলঙ্কস্বরূপ। নগরের বহির্ভাগে বাস করাই উহাদের উচিত। বধার্হ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা উহাদিগের প্রধান কার্য্য। যাহারা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তাহারা বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে সম্ভূত হয়, তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূত্রধর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সূত্রধরের নিকট দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। অম্বষ্ঠাদি বর্ণসঙ্কর সমুদায় স্বজাতীয় ভার্য্যাতে যে সমুদায় পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, আর উহারা আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ জাতিতে যে সন্তান সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সমান জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা স্বজাতীয় ও অসমান জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে চণ্ডাল নামক জাতি নিকৃষ্ট বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্যবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কন্যাতে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্টজাতি জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে ক্রমশঃ হীনজাতি হইতে পঞ্চদশবিধ হীনতর জাতির আবির্ভাব হয়। মগধদেশীয় সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে সূত্রধরের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সৈরন্ধ্র বা অয়োগব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে

কতকগুলি রাজাদির প্রসাধন কার্য্য এবং কতকগুলি বাগুরাবন্ধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ঐ সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মদ্যকর মৈরেয়ক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদ্গুরু, চাণ্ডালের ঔরসে মৃতদেহরক্ষক শ্বপাক, অয়োগবের ঔরসে মাংস, মৈরেয়কের ঔরসে স্বাত্বকর, মদ্গুরের ঔরসে ক্ষৌদ্র ও শ্বপাকের ঔরসে সৌগন্ধ হইয়া থাকে। অয়োগবী-গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে পুক্কশ সমুৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে মায়াজীবিগণ নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও ক্রূরতাচরণ, মদ্রনাভেরা গর্দ্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং পুক্কশেরা মৃত ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্ন-পাত্রে অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্যপশুঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কাশাবর ও চাণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডুসৌপাক সমুৎপন্ন হয়। পাণ্ডু-সৌপাকেরা বংশদ্বারা পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে আহিণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সোপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডাল-দিগের ন্যায়, নিষাদীর গর্ভে সৌপাকের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে অন্তেবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অন্তেবসায়িগণ সতত শ্মশানে বাস করে। চাণ্ডালাদি নীচ জাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! পিতামাতার বর্ণ ব্যতিক্রম বশতঃ এইরূপ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে বা

প্রকাশ্যেই অবস্থান করুক, কর্ম্ম দ্বারা উহাদিগকে জ্ঞাত হইতে হইবে। চারিবর্ণ ব্যতীত আর কোন জাতিই ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। চাণ্ডালাদি বাহ্য জাতি সমুদায় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয়া স্ত্রীদিগের সহিত সংসর্গ করাতে অশেষ-বিধ বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়। ঐ সমুদায় জাতি স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জাতি ও জীবিকাপ্রাপ্ত হয়। উহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও বৃক্ষ-সমূহে অবস্থান এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদিগকে কখন কখন অন্যরূপ ভূষণধারণ করিতেও দেখা যায়। গো, ব্রাহ্মণগণের যথো-চিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কয়েকটী ইহাদিগের সিদ্ধির লক্ষণ। অসবর্ণা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্র পিতাকে নিতান্ত অবসন্ন করে। যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আর্য্যলোক-বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। যোনি-সঙ্কর সমুৎপন্ন মনুষ্য পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতি স্বভাব-নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। উৎকৃষ্ট জাতিসমুৎপন্ন যদি অসচ্চরিত্র হয়

তাহার সমাদর করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু শূদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্য দ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১১১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বৃহস্পতির উক্তি ঃ—শূদ্র ব্রাহ্মণী গমন করিলে তাহাকে প্রথমতঃ কৃমিযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, পরে সে সেই কৃমিযোনি হইতে মুক্ত হইয়া শূকর-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত ও কালকবলে নিপতিত হয় এবং পরিশেষে কিয়ৎকাল কুক্কুর-যোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে মূষিকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়।

পরক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদনের অধিকারী কে ? তাহার বিধি।

আদি পর্ব্ব (সম্ভব পর্ব্ব) ১০৪ অধ্যায়।

ভীষ্মের উক্তি ঃ—বেদে এরূপ প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই পুত্র পাণিগ্রহীতারই হইয়া থাকে।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র উৎপাদকেরই হইবে।

কিন্তু যদি উৎপাদক ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যাহার গর্ভে জন্মিবে, তাহার পাণিগ্রহীতার হইবে। আর যদি কেহ কোন গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র উৎপাদক কর্তৃক পরিত্যক্ত না হইলেও ঐ কামিনীর পাণিগ্রহীতার হইবে। যদি কেহ পরস্ত্রীগর্ভে পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক কোন কারণবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পরিত্যক্ত পুত্রে তাহার অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা কি? আর যদি কেহ পুত্রলাভার্থী হইয়া গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র তাহার হইবে না কেন? ঐ গর্ভজাত পুত্রে যদিও উহার উৎপাদকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ পুত্র উহার জননীর পাণিগ্রহীতারই হইবে। ঐরূপ পুত্রকে অধ্যোঢ় পুত্র কহে। কৃতক পুত্রে উৎপাদক বা জননীর কিছুমাত্র অধিকার নাই; যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ ও ভরণপোষণ করে, সে তাহারই হয়।

যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া গ্রহণ ও লালন-পালন করে এবং ঐ সময় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উৎপাদক বা জননীর নির্ণয় করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ পুত্র গ্রহীতার কৃতক পুত্র হয়। যদি ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্ব্বে গ্রহীতা উহার জননীর গোত্র ও বর্ণ অবগত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ গোত্র অনুসারে তাহার নামকরণাদি সংস্কার ও ঐ বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদন করিবেন, আর যদি

তিনি তাহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি পরিজ্ঞাত না হন, তাহা হইলে আপনার গোত্রানুসারেই ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক আপনার বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। অধ্যোঢ় ও কানীন এই উভয়বিধ পুত্রঅতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ঐ উভয়বিধ পুত্র এবং ক্ষেত্রজ ও অপসদ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার আপনাদের গোত্র অনুসারে সম্পাদিত করিবেন।

অসবর্ণের ধনবিভাগ আইন।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ঃ—এক্ষণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু সকল 'শ্রেষ্ঠাংশস্বরূপ অধিকার করিবে। তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতেও ব্রাহ্মণীগর্ভসমুৎপন্ন পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে ; ক্ষত্রিয়ার গর্ভসঞ্জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে ; বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার

গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে এক অংশমাত্র গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন পুত্র পৈতৃক ধন গ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি তাহাকে দয়া করিয়া অল্পমাত্র ধন প্রদান করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে; পঞ্চম বর্ণ নাই। এই চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। এই নিমিত্ত শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধন হইতে দশ অংশের এক অংশ মাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করেন, তাহা হইলেই গ্রহণ করিতে পারিবে। নতুবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ তাহাতে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তথাচ শূদ্রা-পুত্রকে, নিকৃষ্ট জাতি হইলেও করুণাপরতন্ত্র হইয়া নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া পৈতৃক ধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা পিতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। যে ক্ষত্রিয়, সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবেন, তাঁহার ধন আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ঐ আট ভাগের মধ্যে ক্ষত্রিয়াগর্ভ-সম্ভূত পুত্র চারিভাগ, বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র তিনভাগ এবং শূদ্রা-গর্ভসম্ভূত পুত্র একভাগ মাত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতা প্রদান না করিলে শূদ্রাগর্ভজ পুত্র ঐ ধনের কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের জয়লব্ধ ধনে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্রের সম্পূর্ণ অধিকার। যে বৈশ্য, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবে তাঁহার ধন পাঁচভাগে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র চারিভাগ ও শূদ্রাগর্ভ-

সম্ভূত পুত্র একভাগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতার অনুমতি ব্যতীত শূদ্রাপুত্র কখনই ঐ ধনের একভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা হৌক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ শূদ্রার গর্ভে যে সমুদায় পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অল্পমাত্র অংশ প্রদান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কোন বর্ণের স্ত্রী শ্রেষ্ঠা ও মান্যা।

অনুশাসন পর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়।

যদিও সমুদায় ভার্য্যা আদরের পাত্র, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও মান্যা হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভার্য্যা স্বীয় গৃহে কখনই ভর্ত্তার স্নানীয় দ্রব্য, কেশসংস্কার দ্রব্য, দন্তধাবন, অঞ্জন, হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্মণীই ভর্ত্তাকে বস্ত্র, আভরণ, মাল্য, অন্ন ও পানীয় প্রদান করিবেন। মহাত্মা মনুর প্রণীত শাস্ত্রে এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কামপরতন্ত্র হইয়া ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন; তাহা হইলে তাঁহাকে মাতঙ্গের ন্যায় চণ্ডালস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই সর্ব্বপ্রধান।

সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন।

				অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৵০	পৃষ্ঠা	১৮	পঙ্‌ক্তি	যাঁহারা	যাঁহার
॥৶০	”	১৬	”	যতীন্দ্রনাথ	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ
১৬	”	২	”	সণ্ডব	সম্ভব
৩	”	৩	”	স্থাপনান্তর	স্থাপনানন্তর
৯	”	৪	”	জনমেঞ্জয়	জনমেজয়
১০	”	১০	”	ব্রহ্মণ্	ব্রহ্মান্
১০	”	২৮	”	”	”
১৫	”	১৭	”	পাপিষ্টো	পাপিষ্ঠো
২৯	”	১০	”	জনমেঞ্জয়	জনমেজয়
৩২	”	১৬	”	ভোগান্তর	ভোগানন্তর
৩৮	”	১৪	”	আপ ধর্ম্ম	আপদ্ধর্ম্ম
৬৫	”	১০	”	ভস্মভূীত	ভস্মীভূত
৬৬	”	৩	”	কুৎসিৎ	কুৎসিত
৬৬	”	১১	”	মর্ত্ত	মর্ত্ত্য
৬৯	”	১০	”	পুরুষাকার	পুরুষকার
৭২	”	৬	”	মরণান্তর	মরণানন্তর
৮৫	”	২	”	কিণাস্কিত	কিণাঙ্কিত
১০৩	”	১৮	”	বেদাধ্যায়ন	বেদাধ্যয়ন

				অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৮	পৃষ্ঠা	৬	পঙ্‌ক্তি	বল্মী	বল্লী
১২১	”	২	”	পূরীষ	পুরীষ
১২২	”	১৫	”	ব্রহ্মাণ	ব্রহ্মান্
১২২	”	২০	”	বিপ্রেন্দ	বিপ্রেন্দ্র
১৫৯	”	১৩	”	সপ্ন	স্বপ্ন
১৬৯	”	২	”	তদ্‌ভাবে	তদভাবে
১৭৪	”	১২	”	জ্যৈষ্ঠাংশ	জ্যেষ্ঠাংশ
২১২	”	২	”	আপমি	আপনি
১৮৭	”		”	পতামাতাকে	পিতামাতাকে
১৮৮	”	১৭	”	হে ব্রহ্মাণ	হে ব্রহ্মান্
১৮৯	”	৩	”	হে ব্রহ্মাণ	হে ব্রহ্মান্

বিবাহ-রহস্য

(পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০ + ২৪৪ + ২। বোর্ড বাঁধাই—মূল্য ১।০)

(সমালোচনা)

জ্ঞানী, গুণী, সুধী, মনস্বী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত।

এই অতিক্ষুদ্র পুস্তকে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা যে কেমন পবিত্র ও কিরূপ উদার ও সুচিন্তাপ্রসূত এবং কত উন্নতস্তরে প্রতিষ্ঠিত তাহাই একত্র জাজ্বল্যমান শাস্ত্রার্থাবিরোধী দৃষ্টান্ত সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ধর্ম্ম অর্থ কাম প্রতিপাদ্য ও মোক্ষের সহায়ক ইহ ও পরকালের অপরিচ্ছিন্ন মধুর বন্ধনরূপ হিন্দুর বিবাহ যে দাম্পত্যপ্রেমের পবিত্র বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ও ইহা যে ধর্ম্মমূলক কেবল চুক্তিমাত্র পরিণয় নহে এবং ইহার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কত উন্নত ও পারিবারিক পরস্পর সম্পর্ক ও কর্ত্তব্যাদি কিরূপ কঠিন, পবিত্র ও মধুর তাহারই সমাধান এবং হিন্দুর বিবাহ জীবনে বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের একাধারে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস সন্নিহিত হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে ও সাধারণ পাঠাগারে শোভাবর্দ্ধনের একমাত্র ধর্ম্ম ও নীতিমূলক পুস্তক। এই বাস্তব জ্ঞান-প্রধান পুস্তকই শুভ বিবাহে নবদম্পতীর করকমলে প্রীতি উপহার প্রদানের শ্রেষ্ঠ, অমূল্য ও একমাত্র বিশেষ উপযোগী।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক (প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত অশোক নাথ শাস্ত্রী. এম. এ. পি. আর. এস্, বেদান্ততীর্থ, মহাশয় লিখিয়াছেন:—

যে বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষা ও তথাকথিত সভ্যতা—সুসংস্কারের যুগে হিন্দুর রামায়ণ—মহাভারত—পুরাণ—ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি অজ্ঞতা, অস্বাতন্ত্র্য, কাপুরুষতা ও কুসংস্কারের চূড়ান্ত নিদর্শন বলিয়া অতি আধুনিক সমাজে

সচরাচর গণ্য হইয়া থাকে—যে প্রগতির যুগে স্বয়ংসিদ্ধ যুগপ্রবর্ত্তকবৃন্দ হিন্দুর প্রাচীন সমাজসম্মত বিবাহবিধির ধর্ম্মমূলকতার প্রতি নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া "বিবাহের চেয়ে বড় কিছু গবেষণায় ব্যাপৃত হওয়াকেই মনীষার চরম লক্ষণ বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন—সেই বৈজ্ঞানিক অবিশ্বাসের যুগে "বিবাহ-রহস্যের" মত একখানি গ্রন্থ সঙ্কলনে অগ্রসর হওয়ায় গ্রন্থসঙ্কলয়িতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাধানাথ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের নির্ভীক শাস্ত্রবিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। "বিবাহ-রহস্য" গ্রন্থখানিতে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের নিজস্ব উক্তি এক পঙ্‌ক্তিও নাই। সমগ্র গ্রন্থখানিই মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব্ব ও অধ্যায় হইতে সঙ্কলিত কিন্তু এই সঙ্কলন-কার্য্যে দত্তমহাশয় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দুর বিবাহসম্বন্ধে মহাভারতে যত প্রকার আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে—সে সকলই একাধারে এই নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থ কলেবরে সুসজ্জিত করা আছে। এইখানেই দত্ত মহাশয়ের মুন্সীয়ানার পরিচয়।

এ যুগের নব্য পাঠকসাধারণের কথা ত' ছাড়িয়াই দিলাম,—প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও কয়জনের মূল মহাভারতখানি আদ্যোপান্ত রীতিমত পড়া আছে, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। শ্রীযুক্ত দত্তমহাশয় যে ধৈর্য্যধরিয়া সমগ্র মহাভারত খানি আগা-গোড়া পড়িয়াছেন, ও তাহা হইতে তাঁহার আলোচ্য বিষয়গুলি বিশেষ শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন—ইহাতে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, এ গ্রন্থখানি হিন্দু-মাত্রেরই গৃহে বিরাজ করিবে। গ্রন্থখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর—বিবাহে নবদম্পতীর হস্তে উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন—

আপনার প্রেরিত বিবাহরহস্যখানি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। পড়িয়া দেখিলাম ইহা চমৎকার হইয়াছে। বিবাহসম্বন্ধে মহাভারত হইতে এই বিবরণগুলি একত্র সন্নিধান করিয়া আপনি বস্তুতই বঙ্গীয় পাঠকগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজন ছিল। ইহা আমার নিজেরও অনেক কাজে লাগিবে। আমার মনে হয় আর একটু করিলে বইখানির উপাদেয়তা বাড়িত। প্রত্যেকটি বিবরণ মহাভারতের কোন পর্ব্বে কোন অধ্যায়ে আছে, ইহা আপনি দিয়াছেন, কিন্তু কোন শ্লোকে আছে তাহার সংখ্যা দেন নাই, দিলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল শ্লোকগুলি অনায়াসেই বাহির করিতে পারিত। দ্বিতীয় কথা, সূচীপত্রটা যদি আরও বিস্তৃত হইত পাঠকেরা অনেক সুবিধা পাইতেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণের সময় ইহা মনে রাখিতে পারেন। ইতি—

আপনার শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম্. এ, পি. আর. এস, পি. এইচ্. ডি, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ দত্ত চৌধুরী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত বিবাহ-রহস্যের কতকঅংশ আমি দেখিয়াছি। সঙ্কলয়িতা মহাভারতকে প্রধান-ভাবে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন্। ভারতের আদর্শ ই

ভারতের আদর্শ একথা ভারতবাসী মাত্রই স্বীকার করেন্। সেই আর্য আদর্শের ভিত্তিতে এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হওয়ায় ইহা জনসাধারণের উপকারে আসিবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমি শ্রীযুক্ত রাধানাথ বাবুকে তাহার এই নব প্রচেষ্টার জন্য অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি। ইতি

আশীঃ

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

৪। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের খ্যাতনামা ন্যায়াধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারানাথ ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

পরম মঙ্গলাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধানাথ দত্ত চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত "বিবাহরহস্য" নামক গ্রন্থখানির অনেক অংশ পাঠ করিয়াছি, লেখক যেরূপ সদ্‌বংশে জন্মিয়াছেন নিজেও তদনুরূপ ধার্ম্মিক এবং সমাজের কল্যাণচিন্তা সম্পন্ন, সুতরাং স্বভাবসিদ্ধ পবিত্রভাবের প্রেরণায় অতি মনোযোগের সহিত সমগ্র মহাভারত গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু উপযোগী বৃত্তান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। পুরুষ ও রমণী উভয় সম্প্রদায়েরই উপকারী বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। আশাকরি হিন্দুসমাজে এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীযুক্ত রাধানাথবাবু এইরূপ সৎকর্ম্মে মতি রাখিয়া সুখে দীর্ঘজীবী হউন। ইতি।

শ্রীতারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ।

৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতনামা প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এম্. এ, বি.

এল্, পি. আর. এস্, বিদ্যারত্ন, দর্শনসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীরাধানাথ দত্ত চৌধুরী সঙ্কলিত "বিবাহ-রহস্য" পুস্তকখানি আধুনিক যৌনগ্রন্থ নয়। ইহাতে আছে প্রাচীন ভারতের বিবাহের আদর্শের বিবরণ। প্রভূত অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের চিহ্ন পাঠক এই পুস্তকে পাইবেন কারণ সঙ্কলয়িতা মহাভারত তন্ন তন্ন করিয়া বিবাহ সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির একত্র সমাবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জানিনা এই অতি আধুনিকতার যুগে গ্রন্থকারের সনাতন পদ্ধতির সমর্থন ও প্রচার কতদূর উপাদেয় হইবে। কিন্তু তিনি প্রাচীন যুগের যে মনোরম বিবরণ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রত্যেক আস্থাবান্ হিন্দুর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য দর্শনসাগর।

৬। কলিকাতা সিটি কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক (ভূতপূর্ব্ব এম্. এল্. এ.) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ সেন এম্. এ. মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুত রাধানাথ দত্তচৌধুরী মহাশয় প্রণীত "বিবাহরহস্য" পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। এই গ্রন্থে রাধানাথবাবু হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নানা-বিষয় হিন্দু শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। মহাভারতই ইহার প্রধান উপজীব্য। কিন্তু ঐ বিরাট গ্রন্থ নানা পক্ষের কথোপকথনে পরিপূর্ণ। ঠিক সিদ্ধান্ত কোন্‌টী তাহা বুঝিতে অনেক সময়ে একটু ধাঁধা লাগে। ঐ সকল বিষয় সমগ্র উদ্ধৃত না করিয়া কেবল সিদ্ধান্ত পক্ষটী উদ্ধৃত করিলেই বোধ হয় সমাজের অধিকতর উপকার হইত। নতুবা, সংস্কার পন্থীর-হস্তে পড়িয়া কোনও কোনও পঙ্‌ক্তির অপব্যবহার হইতে

পারে। যাহাহউক, সঙ্কলয়িতার সাধু উদ্যম প্রশংসনীয়। হিন্দু সমাজের দুর্দ্দিনে হিন্দুর পবিত্র আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাধানাথবাবু যে অজস্র পরিশ্রম করিয়াছেন সেজন্য তিনি হিন্দুমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেন।

৭। কলিকাতা স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক যুক্ত মন্মথ মোহন বসু (অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট) এম্. এ, এম্. আর. এ. এস্, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত রাধানাথ দত্ত চৌধুরী মহাশয় প্রণীত "বিবাহ রহস্য" পাঠ করিলাম। গ্রন্থকার প্রাচীনকালে আমাদের দেশে পারিবারিক জীবন কিরূপ ছিল তাহার একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার জন্য প্রধানতঃ তিনি মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং আমার মতে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। বিবাহ যে কেবল একটা স্ত্রীপুরুষের মিলনের চুক্তি মাত্র নহে, পরন্তু একটি পবিত্র সংস্কার তাহা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমি আশা করি আমাদের দেশের যুবক যুবতীরা তাঁহার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিবেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা আমাদের প্রচীন আদর্শ হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। ইহা আমাদের জাতির পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ সেই আদর্শই আমাদিগকে এতকাল সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। এরূপ সময়ে যিনিই সেই আদর্শকে পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনিই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই! এই জন্য আমি এই গ্রন্থকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আমার মতে গ্রন্থের

দুইএক স্থল বোধ হয় বাদ দিলেই ভাল হইত। যাহা হউক, এই পুস্তক যত পঠিত ও আলোচিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করি।

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ, ডি. লিট্, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

এই বইখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে মহাভারত হইতে বিবাহ ও স্ত্রী এবং স্বামী সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু অংশ ও বচনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মহাভারত গ্রন্থখানি প্রাচীন হিন্দু জগতের রীতিনীতি এবং আদর্শের এক অমূল্য সংগ্রহশালা। নিরপেক্ষ-ভাবে এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে অতি প্রাচীনযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সুসভ্য হিন্দুযুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় সমাজের এক পরিপূর্ণ চিত্র ইহাতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে আমাদের গৌরবের যুগে, বিবাহ সমাজ ও স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণের মত কতটা উদার এবং সঙ্গে সঙ্গে কতটা উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল তাহা মহাভারতপাঠে কথঞ্চিৎ অনুধাবন করা যায়। রামায়ণ ও মহাভারত নিবদ্ধ উপাখ্যান বচন অবলম্বন করিয়া জরমান পণ্ডিত ভারতবিদ্যাবিৎ শ্রীযুক্ত যোহান্ যাকোব মাইয়র (Johan Jakob Meyer ; প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে বিবাহ ও নারীজীবন সম্বন্ধে যে উপাদেয় এবং অত্যন্ত উপযোগী পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা হইতে ভারতের সামাজিক ইতিহাস আলোচনার জন্য মহাভারত-রামায়ণের মধ্যে নিবদ্ধ উপাদানের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য্য বিষয়ে কতকটা ধারণা করা যায়। প্রস্তুত পুস্তকে হিন্দু আদর্শবাদের অনু-

প্রাগনা লইয়া সঙ্কলিত হইলেও, ইহাতে ভাল মন্দ সব কথাই ধরা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি-গণের পক্ষে অলক্ষ্যে সমাজতত্ত্বের একটী জটিলতম বিষয়ের সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ আবশ্যক তত্ত্ব জানিবার পথ সুগম হইবে। জাতি এবং সমাজ সম্বন্ধে ও আমাদের মধ্যে উচ্চ নৈতিক আদর্শকে অটুট রাখিবার বিষয়ে আগ্রহশীল প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির এইরূপ পুস্তকের সহিত পরিচয় থাকা উচিত। আশাকরি বই খানির বহুল প্রচার হইবে। ইতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৯। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কুমার দত্ত এম্. এ, পি. এইচ্. ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

Dear Mr. Dutt,

I thank you very much for the kind presentation of your book 'Bibaha-Rahasya." I have read it with much pleasure and can recommend it as a suitable production for the educated Bengalees. You have no doubt worked hard for the collection of relevant passages from the Mahabharata and arranging them under appropriate headings. The subject matter of your book has been dealt with in several Indian and European publications, of which one of the most noteworthly is Joham Jakob Meyer's Sexual Life in Ancient India. Your treatment would have been fuller and more critical if you had consulted them. Your object of drawing the attention of educated young men and women to the rules of our shastras is certainly laudable, and I hope that from a study of your book some of them at least will be led to drink deep at the fountain-head.

Yours truely,

N. K. DUTT.

১০। কলিকাতার খ্যাতনামা এটর্ণী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্. এ, বি. এল্, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত রাধানাথ দত্ত চৌধুরী সঙ্কলিত "বিবাহ-রহস্য" পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। রাধানাথ বাবু প্রধানতঃ মহাভারত হইতে বিবাহ-সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞাতব্য কথা সংগৃহীত করিয়াছেন। এখন **Marriage is a mere contract** অর্থাৎ, বিবাহ কেবল চুক্তি মাত্র—ধর্ম্মমূলক পরিণয় নয় দেশে এইরূপ যে ধূয়া উঠিয়াছে—রাধানাথবাবু তাহার অনুমোদন করেন না। তাঁহার মতে যাহা ভারতের অনুকূল, উন্নতির সহায়ক ও গ্রহণোপযোগী প্রতীচী হইতে তাহাই আমাদের গ্রাহ্য এবং যাহা অসৎ, প্রতিকূল ও অনুপযোগী তাহা আমাদের ত্যাজ্য। সে সম্বন্ধে আমি রাধানাথ বাবুর সহিত একমত। অভিজ্ঞ ডুবুরীর ন্যায় মহাভারতের মত সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি যে সকল মুক্তারূপ অমৃত তত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কথায় বলে "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে"। গার্হস্থ্য জীবন কি, তাহার আদর্শ ও লক্ষ্য কিরূপ হওয়া উচিত, প্রকৃত ভার্য্যানামের যোগ্যা কে, আদর্শ হিন্দুরমণীর আচার ও শাশ্বত ধর্ম্ম কি, পারিবারিক পরস্পর সম্পর্ক ও কর্ত্তব্যাদি কিরূপ,—এই সকল এবং আরও বহু বহু জানিবার ও ভাবিবার বিষয় এই "বিবাহ-রহস্যে" সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব এগ্রন্থের বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে আমার বক্তব্য যে—রাধানাথবাবু প্রধানতঃ মহাভারত হইতে যে সকল প্রসঙ্গের সঙ্কলন করিয়াছেন ঐ সকল বিষয় প্রাচীন গৃহ্যসূত্রে ও মন্বাদির স্মৃতিগ্রন্থে কি ভাবে আলোচিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে—সে সম্বন্ধে তুলনা মূলক আলোচনা করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে ঐরূপ করিলে "বিবাহ-রহস্যে"র মূল্য ও গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

১১। কলিকাতার খ্যাতনামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বিবাহরহস্য গ্রন্থখানির অনেকস্থান দেখিলাম। গ্রন্থকার নানাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া যে বিবাহরহস্য বিবৃত করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই ধর্ম্মবিপ্লবের সময় এইরূপ গ্রন্থের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। স্থানবিশেষে মতদ্বৈধ থাকিলেও বহুস্থানেই সমাজের কল্যাণকর ও মানব দেহের অনুকূল বিবাহরহস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল কারণে গ্রন্থখানি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। আশাকরি সুধী সমাজে এই গ্রন্থখানির বিশেষ সমাদর হইবে। ইতি—

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

১২। শ্রীভাষ্য উপনিষদ্ ভক্তিরসায়নাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা ও সম্পাদক ভূতপূর্ব্ব কলিকাতার বসুমল্লিক ফেলোসিপের অধ্যাপক দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত রাধানাথ দত্ত চৌধুরী সংকলিত বিবাহরহস্য নামক পুস্তকখানা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। রাধানাথ বাবুর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আর্য্য সভ্যতা যে কেমন পবিত্র ও সুচিন্তাপ্রসূত এবং কত উন্নতস্তরে প্রতিষ্ঠিত তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্যজাতীর পূর্ব্বাপর প্রচলিত বৈবাহিক ব্যবস্থা ও তদানুষঙ্গিক কতকগুলি বিষয়ের তিনি একটা ধারাবাহিক ইতিহাস এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং সেগুলি প্রধানতঃ মহাভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ কার্যে তিনি যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে

সন্দেহ নাই। বলা আবশ্যক যে, এই গ্রন্থে সংকলিত বিষয়গুলির শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা সন্নিবেশিত করিলে আরও ভাল হইত, তাহা না করায় বর্তমান প্রগতির যুগে হয়ত কেহ কেহ প্রকৃত রহস্য বুঝিতে না পারিয়া ভুল পথে পরিচালিত হইতে পারে। বোধ হয়, তিনি এদিকে লক্ষ্য করেন নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি এই ত্রুটী রহিত করিয়া পুস্তকের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ নিষ্কণ্টক করিবেন। এই পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিলে সুখী হইব। ইতি

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

১৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ভাইস-চেন্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম. এ. ব্যারিষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

Dear Sir,

May I congratulate you on your book *Bibaha-Rahasya* which is a striking example of your ability as a research-worker and of your devotion to the cause of culture and progrssive thought. Problems relating to the institution of marriage have given rise to conflicting theories in modern times. You have demonstrated that they can be satisfactorily solved consistent with social progress even if they continue to bo closely related to the ancient and eternal traditions which yon have so carefully traced to the immortal Mahabharata. you have demonstrated that without clinging to time-worn sentiments and traditions, simply because they are so, it is possible to interpret ancient truths in the light of modern needs and make necessary adjustments so as to ensure orderly and harmonised progress.

Yours sincerely,

SYMA PRASAD MUKERJEE.

১৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ভাইস্-চেন্‌সেলার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ, পি. এইচ্. ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

সবিনয় নিবেদন

আপনার প্রণীত "বিবাহরহস্য" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। মহাভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আপনি প্রাচীনকালে বিবাহ ও আনুষঙ্গিক প্রথা এবং সাধারণত স্ত্রীলোকের নানা অবস্থা ও আদর্শের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে এই সমুদয় বিষয়ে প্রাচীণ পদ্ধতি ও রীতিনীতি কিরূপ ছিল তাহা জানিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। আপনার এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি।

ইতি—
নিঃ
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

১৫। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের খ্যাতনামা প্রধান অধ্যাপক (বর্ত্তমান রেক্টর্) শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র বসু এম্. আর্. এ. সি, এম্. আর্. এ. এস্, এফ্. আর্. এ. এস্, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত রাধানাথ দত্তচৌধুরী লিখিত "বিবাহরহস্য" আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া হিন্দুর বিবাহপদ্ধতি-সম্বন্ধে অনেক কথা জানিলাম ও শিখিলাম। হিন্দুর বিবাহজীবনে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মহাভারতরূপ বিরাট্ গ্রন্থ হইতে যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে সমগ্র মহাভারত আলোড়ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেও বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া

তিনি তাঁহার মন্তব্যের যাথার্থ প্রমাণ করিয়াছেন। আমার অনুরোধ হিন্দুমাত্রেই এই এই গ্রন্থ পাঠ করুন। আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণ যাহাতে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশাসনগুলি মানিয়া জীবনের এই গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হয়েন, তজ্জন্য এই গ্রন্থপাঠে সবিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থকারের গবেষণা, শ্রমসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্য সবিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু।

১৬। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের খ্যাতনামা প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র গুপ্ত এম্. এ, বি. এল্, মহাশয় লিখিয়াছেন:—

Dear Radha nath Babu,

I have glanced over the pages of your "বিবাহ-রহস্য" which you so kindly presented to me the other day. It is an excellent epitome of texts bearing on the Hindu view of marriage and family. We are really grateful to you for this happy compilation, specially at a time when everything ancient is being disparaged as foolish superstition. I shall be very glad to see this nice book in the hands of our school-girls whose outlook on life has not yet been poiscned by modernism. I have full sympathy with the object of your publication.

With kind regerds,
I remain
Yours faithfully
K. C. GUPTA. Principal,
VIDYASAGAR COLLEGE.

১৭। কলিকাতা রিপণ কলেজের খ্যাতনামা প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ এম্. এ. মহাশয় লিখিয়াছেন:—

কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সমূহের সমালোচনা।

১। ১৩৪৩ সাল ১৯শে মাঘ তারিখের সুপ্রসিদ্ধ বন্দেমাতরম পত্রিকায় বিবাহ-রহস্য সম্বন্ধে সমালোচনা বাহির হইয়াছে :—

বৈদেশিক শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে দেশের ও সমাজের বুকে নিত্য নূতন যে ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে তাহার উদ্দাম আলোড়নে জাতি আজ আপনার বৈশিষ্ট্যকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। পরানুকরণের মোহমুগ্ধ জাতির যৌবনের নিকট ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটা কুসংস্কার, বিবাহ আইনের একটা বন্ধন বা চুক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রগতিশীল সমাজে তথা কথিত স্বাধীনতার নামে সমাজের বুকে স্বেচ্ছাচারিতা ও সভ্যতার নামে অবৈধ মিলন ও উচ্ছৃঙ্খলতাই আজ অবাধে প্রশ্রয় পাইতেছে। হিন্দুর শাস্ত্র নিহিত যে জ্ঞান—বিজ্ঞান আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির মহিমা একদিন সমগ্র হিন্দুজাতিকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিল, রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিলে আজও তাহার সন্ধান মিলিতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্য আশ্রম ধর্ম্মের যে নির্দ্দেশ আছে তন্মধ্যে গার্হস্থ্য জীবন ও তাহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য, প্রকৃত ভার্য্যার লক্ষণ, হিন্দু রমণীর স্বরূপ ব্যবহার ও শাশ্বত ধর্ম্ম, পারিবারিক পরস্পর সম্পর্ক ও কর্ত্তব্য এবং সম্ভোগ ও বর্ণসঙ্করাদি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকখানিতে অতি সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথোপকথন ছলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু আয়াস স্বীকারে মহাভারতকে ভিত্তি করিয়া হিন্দু নরনারীর বিবাহিত জীবনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। আধুনিক ফেরঙ্গায়ানায় উন্মার্গগামী হিন্দু মাত্রেরই ইহা অবশ্য পাঠ্য। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

২। ১৩৪৩ সাল ৭ই চৈত্র তারিখের সুপ্রসিদ্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় "বিবাহ-রহস্য" পুস্তক সম্বন্ধে সমালোচনা বাহির হইয়াছে :—

গ্রন্থকারের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে হয়। সমগ্র মহাভারত মন্থন করিয়া তিনি বিবাহ, যৌন-মিলন, নরনারীর পারস্পরিক ব্যবহার

সম্বন্ধে যত শ্লোক পাইয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের বিভিন্নভাগে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীণ সমাজের বিধি-নিষেধ অধিকার ও কর্ত্তব্য বুঝিয়া আধুনিক নরনারীর বিবাহ ও জীবন নিয়ন্ত্রিত হইলে কল্যাণ হইবে, এই বিশ্বাস লইয়াই গ্রন্থকার এত শ্রম করিয়াছেন। ইহাতে সমাজের কল্যাণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

৩। ১৩৪৩ সাল ১৩ই চৈত্র তারিখের সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পত্রিকায় "বিবাহ-রহস্য" সম্বন্ধে সমালোচনা বাহির হইয়াছে :—

'হিন্দুর বিবাহের কথাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এখনকার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলশ্রেণীর যুবকদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, বিবাহ একটা আইনের চুক্তিমাত্র। গ্রন্থকার যুবকদের এই ধারণা ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে আলোচ্য পুস্তকে হিন্দুর বিবাহ সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রোপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হিন্দুর বর্ণ, আশ্রম, গার্হস্থ্যজীবন, তাহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য, প্রকৃত-ভার্য্যার লক্ষণ, তাহার কর্ত্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশে একত্র সন্নিবেশ হেতু পুস্তকখানি যে হিন্দু মাত্রেরই আদরনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার এই পুস্তক সঙ্কলনে যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইক, ইহাই আমাদের কামনা।

৪। ১৩৪৩ সাল ১৪ই চৈত্র তারিখের সুপ্রসিদ্ধ বসুমতী পত্রিকায় "বিবাহ-রহস্য সম্বন্ধে সমালোচনা বাহির হইয়াছে :—

আমরা এই পুস্তকে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা ও অধ্যয়ন-বিস্তারের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। বর্ত্তমানকালে বিবাহ-সংস্কারের প্রাচীন ধারণা যখন আর পূর্ব্ববৎ আদৃত হইতেছে না এবং কোন কোন লোক বলিতে সাহস করিতেছেন—Marriage is legalised Prostitution—তখন অন্ততঃ হিন্দুকে বিবাহের ধর্ম্মগত ভাবটি বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবেন না। বিবাহে যে ধর্ম্মভাব না থাকিলে সংসার ও জীবন শান্তিময় হয় না—হইতে পারে না,

সেই ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত বিবাহ, হিন্দু সমাজে স্থান পাইতে পারে না; আমরা আশা করি, যাঁহারা সমাজের স্থিতি ও কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহারা মনোযোগ সহকারে এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন এবং পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

৫। ইং ১৯৩৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকায় "বিবাহ-রহস্য" সম্বন্ধে সমালোচনা বাহির হইয়াছে ঃ—

The book is a searching and illuminating compilation from the epic Mahabharata of sayings on Hindu ideal of marriage and morals. The editor-compiler is an orthodox Hindu who has not lost his faith in the high ideals which permeated the Hindus in ancient India in their performance of duties as members of family and society to which they belonged. Hindu marriage is a sacrament and not a contract as in the West and the duties that are devolved upon the Hindu in his or her married life are all inspired by that ideal. The author has done well in these days of radicalism to draw the pointed attention of the rising generation to the Mahabharata ideals of marriage as inculcated in that great epic. The attainment of the four-fold object Dharma, Artha, Kama and Moksha—is the end and aim of Hindu Garhasthyashrama, and the perusal of this volume will enable the reader to have a fair idea of that aim.

The compilations have been very judiciously made for which the author deserves our congratulations. Along with Nilkantha Mazumdar's "Bibaha O' Naridharma" and Biprodas Mukherjee's 'Shuva-Bibaha-Tattya" two scholarly works on Hindu marriage, this book will have an honoured place in every household.

বিবাহ-রহস্যের পরিশিষ্ট খণ্ড শীঘ্রই বাহির হইতেছে।